আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ম্যাসেজ ফরওয়ার্ডিং সীমিত করল ফেসবুক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের মেসেজ ফরওয়ার্ডিং সেবা সীমিতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভুয়া তথ্য রোধেই সীমিত করা হয়েছে মেসেঞ্জারে মেসেজ ফরওয়ার্ডিং সুবিধা। এখন থেকে যে কোনো মেসেজ একবারে সর্বোচ্চ পাঁচজনকে বা গ্রুপে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৫০ || সোমবার || ভাদ্র ২৩ || ১৪২৭ || মহররম ১৯ || ১৪৪২ || Vol. 24 || Issue 50 || September 7 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

হার্ভার্ডে বিনামূল্যে কোর্স করার সুযোগ, আবেদন করবেন যেভাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হার্ভার্ড। সেখানে পড়ার ইচ্ছা অনেকে প্রকাশ করলেও সুযোগ হয় না সবার। করোনাভাইরাসের এই মহামারিতে স্বপ্নের সেই (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

এক নারীসহ ১০১ বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে এক নারীসহ ১০১ বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার দুপুরে ওমনি এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ বিমানে তাদের ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে- বিমানবন্দরে



প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিকেলে তারা নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। রিপোর্টে প্রকাশ তাদের কারও কাছে পাসপোর্ট ছিল না। বিশেষ ট্রাভেল পাস ইস্যু করে তাদের ঢাকায় (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাইডেনকে কেন সমর্থন দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৮১ নোবেল বিজয়ী?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেনকে সমর্থন জানালেন ৮১ জন নোবেল বিজয়ী। সাবেক এ ভাইস প্রেসিডেন্টকে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ট্রাম্প-বাইডেনের অবস্থান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন আগামী চার বছর হোয়াইট হাউজে তারা কাকে দেখতে চান। তারা কি চান ডোনাল্ড ট্রাম্প আরো চার বছরের জন্যে ক্ষমতায় থাকুক নাকি সেখানে তারা নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনকে বসাতে চান।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আমেরিকার ইতিহাসে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে অনেক ব্যতিক্রম এবং প্রার্থীদের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তন, তার সাথে দেশটিতে করোনা-

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০

ভাইরাস মহামারির মারাত্মক প্রকোপের কারণে বদলে গেছে অনেক হিসেব নিকাশ। নভেম্বরের নির্বাচনে যেসব বিষয়ের ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে ভোটাররা তাদের রায় দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে করোনাভাইরাস, চাকরি-বাকরি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র নীতি, অভিবাসন ইত্যাদি।

করোনাভাইরাস ইস্যু: ডোনাল্ড ট্রাম্প: সারা বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। দেশটিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যুও হয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের।ট্রাম্প শুরু থেকেই করোনাভাইরাসের হুমকিকে খাটো করে দেখিয়েছেন। ভাইরাসটিকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। এমনকি মহামারি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের ব্যাপারেও তিনি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



ডোনাল্ড ট্রাম্প কাহিনী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ার অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশেষ করে তিনি পরিচিত ও আলোচিত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মসজিদে বিস্ফোরণ ঃ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬



ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসাধীন বাকি মুসল্লিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গত শনিবার দিবাগত রাতেই মারা গেছেন চারজন। তারা হলেন, আবদুল মালেক (৬২), মিজান হোসেন নিজাম (৪০), নাদিম (৪৫) ও শামীম (৪৫)। এ দুর্ঘটনায় হতাহতরা শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতালটির আবাসিক সার্জন ডা. পার্থ শংকর পাল হতাহতের এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।নিহতদের মধ্যে জোবায়ের (১৮) ও (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

থামছেই না করোনার তাণ্ডব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসে পৃথিবীতে করোনা রোগী শনাক্তের সংখ্যা ৩ কোটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক জরিপকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, রোববার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেশি ভোট পেলেই যে একজন প্রার্থী সবসময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন তা নয়। জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT American Airlines QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CORE MULTI SERVICES CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA সদস্যপদপ্রাপ্ত
আমরা ARC সদস্যপদপ্রাপ্ত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ষ্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার, কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ী ও বিজনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্ট্রার্ন ইউনিয়ন · ডিডিসি · নোটারী পাবলিক · মানি অর্ডার
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800, Fax :718-472-9801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DOS · 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০

দুই বার ভোট দিতে বললেন ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যে ডাকযোগে ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভোটারদের দুই বার ভোট দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এমন 'বেআইনি' প্ররোচনার ফলে সমালোচনার ঝড় উঠছে। সংবাদসূত্র: ডয়চে ভেলে, রয়টার্স, এপি, বিবিসি যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ৩ নভেম্বর হলেও শুক্রবার থেকেই ডাকযোগে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া (বাকি অংশ ১১ পাতায়)



কর্মকর্তাদের অসুস্থ স্বজনদের সুস্থতা কামনায়

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা, সাধারণ সম্পাদক ও সহ সাধারণ সম্পাদক সহ সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের অসুস্থ স্বজনদের সুস্থতা কামনায় সোসাইটির পক্ষ থেকে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খানের বড় বোন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল ও সহ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু'র অসুস্থ পিতার সুস্থতা কামনায় মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বাদ আসর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সংশ্লিস্টরা করোনাভাইরাস সহ অন্যান্য কারনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে দেশ ও প্রবাসে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

দোয়া মাহফিলে উল্লেখিত কর্মকর্তা ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির যে সকল ব্যক্তিবর্গ করোনাভাইরাস সহ অন্যান্য অসুখ-বিসুখে গুরুতর অসুস্থ তাদের দ্রুত সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। দোয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন রাসেল।

দোয়া মাহফিলে ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদরুন নুর, উপদেষ্টা ও জেএমসি পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কমিউনিটি লিডার আব্দুল খালিক লালু মিয়া ও সাবুল উদ্দিন, সংগঠনের সহ সভাপতি আলী কে খান কনক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সহ আক্তার বাবুল, সুমন খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ডা. ওয়াজেদ এ খানের বড় বোন সুফিয়া খাতুন ঢাকায় এবং সহ এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু'র পিতা আব্দুল জব্বার নিউইয়র্কের বেলভ্যু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আরো উল্লেখ্য, সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

করোনায় মারা যাবে ৪ লক্ষাধিক আমেরিকান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে আমেরিকায় ৬ সেপ্টেম্বর রোববার পর্যন্ত সর্বমোট করোনায় ৬৩ লাখ আক্রান্ত এবং ১ লাখ ৮৮ হাজার মারা গেছেন। আর সমগ্র বিশ্বে মোট ২ কোটি ৫৩ লাখ আক্রান্ত এবং সাড়ে ৮ লাখ ১০ হাজার মারা গেছেন। ভারতে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৫ হাজার।ব্রাজিলে ৪০ লক্ষাধিক আক্রান্ত এবং ১লাখ ২৭ হাজার মারা গেছেন। ল্যাটিন আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭২ লাখ পেরিয়ে গেছে। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা, আইওয়া, ক্যানসাস, মিশিগান, মিনেসোটা, মিজৌরি, নেব্রাস্কা ওহাইও এবং ড্যাকোটাসহ মিডওয়েস্টান্নের ২৬ টি স্টেটে করোনার সংক্রমণ বেড়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের সাবেক পরিচালক। জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনানুসারে আমেরিকায় প্রত্যহ করোনায় ৪০ হাজারেরও বেশি লোক আক্রান্ত হচ্ছেন। ইতোমধ্যে ফ্লোরিডায় সর্বমোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬ লাখ ৪০ হাজার এবং মারা গেছেন ১৩ হাজার।

আর ১ জানুয়ারি পর্যন্ত করোনায় ৪ লাখেরও বেশি আমেরিকান মারা যাবেন বলে জানিয়েছেন সিএনএন-এর মেডিক্যাল করসপন্ডেন্ট ড. সঞ্চয় গুপ্ত। ড. গুপ্ত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নতুন মডেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, পরবর্তী ৪ মাসে আমেরিকায় আরও ২ লাখ ২৪ হাজার আমেরিকান মারা যাবেন। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন'স ইন্সটিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশন নতুন মডেলের প্রবক্তা বলে জানিয়েছেন ড. গুপ্ত। ড. গুপ্ত বলেন, করোনা মোকাবেলায় আমেরিকার অনুসৃত পদক্ষেপ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সিএনএন-এর নিউ ডে-কে ড. গুপ্ত বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের ছোঁয়াচে রোগ বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান্থনী ফায়ুসির সাথেও কথা বলেছেন এবং ড. ফায়ুসিও হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

এই অনাকাঙ্খিত মৃত্যু ঠেকানোর লক্ষে ড. গুপ্ত আমেরিকানদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তাদের আচরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি আনন্দ ভ্রমণ এবং সকল ধরনের ভীড়ভাট্টা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউজের স্টাফ ফর পলিসি অ্যাট দ্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের ডেপুটী চীফ পল মাঙ্গো বলেন, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন প্রস্তুতির প্রশ্নে হোয়াইট হাউজের অপারেশন অপারেশন র‍্যাপ স্পীড যথার্থই সঠিক ছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে চলতি বছরের শেষ নাগাদ ভ্যাক্সিন পাওয়া যাবে। পল মাঙ্গো ৩০ বলেন যে ৩টি ভ্যাক্সিন প্রস্তুতির কাজ পুরোদমে চলছে। আমেরিকায় ১৮ কোটি লোককে ভ্যাক্সিন দেয়া হবে বলেও সিডিসি জানিয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলোতেও সম্প্রতি করোনার সংক্রমণ বেড়েছে বলে দাবি করেছেন ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন (ইসিডিসি) এর পরিচালক এড্রিয়া এমন।

নতুন আহ্বায়ক শাহ আলম

প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি'র কমিটি বিলুপ্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় কার্যকরী কমিটি (২০১৯-২০২০) বিলুপ্ত করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে সংগঠনের সকল হিসাব বুঝিয়ে না দিলে বিদায়ী



সভাপতির বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত ২৯ অগাষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে 'ইটজি রেস্টুরেন্টে' এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন (সভাপতির অনুপস্থিতিতে) সহ-সভাপতি আক্তারুর রহমান মামুন এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন শাহ আলম। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন নাসির।

করোনায় মৃত্যুবরণকারী সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম সোবহানী (আবু ভাই)সহ সকলের আত্মার মাগফেরাত এবং আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় মহান আল্লাহতায়ালার দয়া প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভা শুরু হয়। সভার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন রুহুল আমিন নাসির। তিনি বলেন, দু:খজনক হলেও সত্য যে, সংগঠনের সভাপতি কাজী জামান উদ্দিন গঠনতান্ত্রিক রীতির প্রতি ন্যূনতম তোয়াক্কা না করে স্বৈরাচারী স্টাইলে সংগঠনের সবকিছু কুক্ষিগত করেছেন। কার্যকরী কমিটি দূরের কথা উপদেষ্টাগণকেও পাত্তা দিতে চান না। নাসির আরো উল্লেখ করেন, সভাপতি এবং উপদেষ্টাগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের এ সভা ডাকা হয়। অথচ সভাপতি আসেননি। অধিকন্তু তিনি নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়েছেন কেউ যাতে এ সভায় না আসি। এমন পরিস্থিতি কারো কাম্য ছিল না।

সভায় সংগঠনের সভাপতির রহস্যজনক আচরণ এবং সাংগঠনিক রীতি অনুসরণ না করায় সকল বক্তাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডিসেম্বরে বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবে। দু'বছরের মেয়াদে এই কমিটি গঠনের পর কখনোই সভাপতি সাংগঠনিক বিধি অনুসরণ করেননি বলে সকলে অভিযোগ করেন। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার আগেই রীতি অনুযায়ী নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণের স্বার্থে 'সভাপতি কাজী জামান উদ্দিনকে অপসারণ সহ কার্যকরী কমিটি বিলুপ্তির' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শাহ আলমকে আহবায়ক মনোনীত করে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলকে সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। একইসাথে দুই সপ্তাহের মধ্যে সংগঠনের সকল নথিপত্র, হিসাব বুঝিয়ে না দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, আলহাজ্ব রেজাউল করিম, জামান আহমেদ, শাহ জামান, শেখ ইলিয়াস হাবিব, মোহাম্মদ শাহ আলম, নূরে আলম খান, রফিকুল ইসলাম জিয়া, মঈনুদ্দিন আহমেদ বাচ্চু এবং শামীমা আলম মুন্নী। কার্যকরী কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং সভায় ছিলেন এস ইসলাম মামুন, মো. মাসুদ হোসেন, জাকির হোসেন লিটন, মামুন আর রশিদ, মঞ্জুর মোর্শেদ, রুবেল গাজী, আব্দুল জলিল মিয়া, বেলায়েত হোসেন, ফজলুল হক খান চুন্নু, রুহুল আমিন, পারুল আকতার আলী বকুল প্রমুখ। উল্লেখ্য, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আর বি এম সালামত জং সভায় উপস্থিত থাকলেও স্বাক্ষর করেননি। সভায় জানানো হয় যে, ২১ সদস্যের কার্যকরী কমিটি এবং ১৫ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ (একজনের মৃত্যুবরণ) অর্থাৎ ৩৫ জনের মধ্যে সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।



জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্ক এর সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলার এর হাতে নিজের লেকা বইগুলো তুলে দিচ্ছেন এডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে জাপানী বিনিয়োগ
জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হবে

বিশ্ব অর্থনীতিতে জাপান একটি বড় শক্তি। স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই প্রভাবশালী এই দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ়। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জাপান সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের একটি খবর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নতুন করে আশাবাদী করেছে। জাপানের নিক্কেই এশিয়ান রিভিউ বলছে, চীন থেকে কারখানা সরিয়ে ভারত বা বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করলে দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের ভর্তুকি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাপান সরকার।

নিক্কেই এশিয়ান রিভিউয়ের খবরে বলা হচ্ছে, বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতির প্রতিবেশী চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান। পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনতে এর আগে ২০২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদন সরিয়ে নেওয়া কম্পানীগুলোর জন্য দুই হাজার ৩৫০ কোটি ইয়েন বা ২২ কোটি ১০ লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছিল সে দেশের সরকার। গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফায় ভর্তুকির জন্য আবেদন চেয়ে জাপান সরকার যে ঘোষণা দিয়েছে, তাতে কারখানা স্থানান্তরে ভর্তুকি সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশকেও রেখেছে। বেশ কিছু পণ্য উৎপাদনে চীনের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি আপৎকালে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের পণ্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতেই জাপান সরকার এই ভর্তুকির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একই দিনে সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সঙ্গে বৈঠকে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকির বৈঠকের পর মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের আড়াই হাজার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে 'বড় ধরনের' বিনিয়োগ করবে জাপান। এসব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য সুখবর।

বাংলাদেশকে এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখানে বিনিয়োগে বাংলাদেশ আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, জাপান বাংলাদেশে অটোমোবাইল কারখানা স্থাপনের চিন্তা করছে। বাংলাদেশের আড়াই হাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোনে জাপান বড় ধরনের বিনিয়োগ করবে, এ বিনিয়োগ হবে এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ।

বর্তমান বিশ্বে যেকোনো দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতি বিশেষ ভূমিকা রাখে। চীন থেকে কারখানা সরিয়ে ভারত বা বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করলে দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের ভর্তুকি দেওয়ার যে ঘোষণা জাপান সরকার দিয়েছে, তা কাজে লাগাতে আমাদের তৎপরতা বাড়াতে হবে। জাপানি বিনিয়োগ আনা গেলে দেশের অর্থনীতির চাকা যেমন গতিশীল হবে, তেমনি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্ব পরিস্থিতি মাথায় রেখে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। বিষে করে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সবার সাথে বন্ধুত্ব'-এর কূটনৈতিক নীতি মাথায় রাখতে হবে। মাঝে মধ্যেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান-চীন নিয়ে নানা ধরনের খবর শুনা যায়। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-এর জন্য 'সতর্ক কূটনীতি'র বিকল্প নেই। আমরা মনে করি সবাই বাংলাদেশের বন্ধু, কেউ শত্রু নয়।

করোনা : কূটনীতি, মাস্ক, ধূমপান ও তাপসী

মীযানুল করীম

দিন যত যাচ্ছে, ততই করোনা পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। গত মার্চের ২৫ তারিখ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত বাংলাদেশে লকডাউন ছিল কার্যত। সরকার বলেছে, এটি 'সাধারণ ছুটি'। এ সময়ে করোনা আমাদের দেশে বেশি মানুষকে কেড়ে নেয়নি। তবে ১ জুন সূচিত, 'অসাধারণ ছুটি'তে এক এক করে অনেক 'অসাধারণ' ব্যক্তিত্ব করোনার কশাঘাতে কাবু হয়ে চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের কেউ ছিলেন বয়সের ভারে পীড়িত; কেউবা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তবে সত্য হলো, করোনার কবলে না পড়লে হয়তো তারা এমন মর্মান্তিকভাবে মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দিতেন না। তাদের মৃত্যু জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে কেবল বঞ্চিত করেনি, জনগণের মনে করোনাভীতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমিও চিরতরে এবার হারিয়েছি অনেক আত্মীয় পরিজন, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও চেনাজানা মানুষকে। এমনকি নিজের আপন বড় বোন কোভিডের শিকার হয়ে একটি জেলা শহর থেকে এসে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি হলেও দেখতে যাওয়ার উপায় ছিল না। ভেন্টিলেশনে এক পক্ষকাল কাটিয়ে তিনি অবশেষে ঈদের পরদিন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাকে নোয়াখালীর এক গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ির গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আমাদের পরিবারের এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটানোর সাধ্য কারো নেই। সবই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও মানুষ কতই না অসহায়। করোনাকাল আমাদের মহাশিক্ষা দিচ্ছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে। সত্যিই, 'নিউ নরমাল'-এর রিয়ালিটি কতই না হার্ড (দুঃসহ) ও হেভি (দুর্বহ)।

করোনা নিয়ে কূটনীতি

করোনা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের জন্য দেশে দেশে চলছে ব্যাপক গবেষণা। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলে দিয়েছে, 'কেবল এ ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করলেই হবে না। সেই সাথে এটি হতে হবে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, কার্যকর, সুলভ এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে এ ভ্যাকসিন থাকা চাই।' রাশিয়া করোনার ডাবল ভ্যাকসিন তৈরি করার দাবি করলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এখনো তার স্বীকৃতি দেয়নি। করোনার ভ্যাকসিন কত দিনে গরিব দেশগুলোর গরিব রোগীদের হাতে আসবে, তার নিশ্চয়তা নেই। অথচ এই ভ্যাকসিন নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি শুরু হয়ে গেছে।



স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে পুঁজিবাদী আমেরিকা আর সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়ার পূর্বসূরি) সব ব্যাপারে পরস্পর পাল্লা দিত। এখন দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েতের প্রধান উত্তরসূরি রাশিয়া করোনার ওষুধ উদ্ভাবন নিয়ে একে অন্যের ওপর টেক্কা মারতে মরিয়া। অতীতে মস্কো মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার আগে। তেমনি এবার আমেরিকার আগে করোনা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের দাবি করছে মস্কো। অবশ্য এখন আর রাশিয়া সমাজবাদী নেই।

আমেরিকা ও রাশিয়ার রশি টানাটানির পাশাপাশি করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে চীন বনাম ভারত শুরু হয়েছে 'করোনা কূটনীতি'। বাংলাদেশে চীন এ ওষুধের ট্রায়াল দেবে শুনে তার প্রতিপক্ষ ভারতের ঘুম উধাও। তড়িঘড়ি পড়িমরি করে ঢাকায় ছুটে এলেন ভারতের নতুন পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। কিছু দিন আগে তিনি স্বদেশের হাইকমিশনার ছিলেন বাংলাদেশে। হর্ষ বাবু উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ চেহারায় ঢাকায় ১২ ঘণ্টা কাটিয়ে প্রমাণ দিলেন, দিল্লি আর নয় 'দূর অস্ত'।

বাংলাদেশ করোনার দাওয়াই পাওয়ার বেলায় ভারতের কাছে 'বিশেষ গুরুত্ব' পাবে বলে হর্ষবর্ধন আশ্বস্ত করে গেলেও এতে আমাদের হর্ষ বা আনন্দ বোধ করার তেমন কারণ নেই। কারণ বাংলাদেশে দিন দিন করোনা পরিস্থিতির অবনতির ফলে প্রায় প্রতি দিনই আমরা অনেকের সাথে কোনো না কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হারাচ্ছি। অবশ্য স্বাস্থ্য বিভাগের ওপর দেশবাসীর আস্থার অভাবে তারা করোনার পরীক্ষা কম করার কারণে কম শনাক্ত হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে বলছে, এখন 'দেশে করোনার তান্ডব আগের চেয়ে কম।' বাস্তবে এ তান্ডব কত দিন চলে, ঠিক নেই। অন্য দিকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৌটিল্যরা করোনা নিয়ে কূটনীতিতে মাতোয়ারা। এখানেও তাদের রাজনীতি করার বদাভ্যাস গেল না।

আমরা 'করোনা কূটনীতি' কিংবা 'ভ্যাকসিন রাজনীতি' নয়, এ মহামারীর সত্যিকার ওষুধ চাই এবং তা যত শিগগির সম্ভব। এর উদ্ভাবক দেশগুলো যদি আমাদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে থাকে, তা হলে ফ্রি দিক পর্যাপ্ত করোনা ভ্যাকসিন। বিপদেই হয়ে থাকে আসল বন্ধুর পরীক্ষা।

মাস্ক নিয়ে মশকরা!

করোনা মহামারী থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হচ্ছে মুখে মুখোশ বা মাস্ক পরার বিষয়ে। মাস্ক পরিধান ছাড়া ঘরের বাইরে না যেতে বলা হয়েছে। অফিসে, দোকানে, যানবাহনে, রাস্তাঘাটেসহ প্রকাশ্য সব স্থানে এটা পরে থাকা বাধ্যতামূলক। তবে যে আমেরিকায় করোনার হানা সবচেয়ে ভয়াবহ, অর্থাৎ এর সংক্রমণ ও মৃত্যু সর্বাধিক; সেখানকার স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাস্কের বিরোধিতা করেছেন। পরে নিজে মাস্ক পরা শুরু করলেও তার কথা ছিল– 'মাস্ক অবশ্যই পরিধান করা উচিত। তবে তা অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক আর আমার নিজের বেলায় ঐচ্ছিক।' বরাবর উল্টোপাল্টা ও উদ্ভট কথা বলার জন্য পরিচিত, এই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মাস্ক নিয়ে যে এমন অন্যায় মশকরা করবেন, তা কেউ ভাবেননি।

ট্রাম্পের দেশের একজন 'শেরিফ' তার চেয়েও এক কাঠি উপরে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসজনিত কোভিড মহামারীতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলোর একটির নাম ফ্লোরিডা। কিন্তু সেখানে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি সেখানে ম্যারিওন কাউন্টির শেরিফ বিলি উডস তার অফিসের কর্মকর্তাদের মাস্ক না পরতে নির্দেশ দিয়েছেন, সোজা কথায়, সে দফতরে মাস্ক নিষিদ্ধ। শেরিফ ১১ আগস্ট এক বার্তায় বলে দিয়েছেন, 'আমার কর্মচারী এবং আমার দফতরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সময় আপনাদের মাস্ক পরতে হবে না। আমার এই নির্দেশ বহাল থাকবে।'

মাস্ক নিয়ে মশকরা এই গরিব বাংলাদেশেও কম হচ্ছে না। মাস্ক মুখে না দিয়ে কানে ঝুলিয়ে রাখা, (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

মুসলিম দুনিয়ার বিচিত্র রাজনীতি

আবদুল মান্নান

আরবিতে 'উম্মাহ' বলে একটা শব্দ আছে, যার অর্থ সমাজ বা সম্প্রদায়–ইংরেজিতে যাকে বলে কমিউনিটি। মুসলিম দুনিয়ার রাজনীতিবিদ, শাসকগোষ্ঠী বা ধর্মীয় নেতারা সুযোগ পেলেই এই শব্দটা অহরহ ব্যবহার করেন আর 'উম্মাহ'র একতার কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। কিন্তু গত চৌদ্দ শ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে কোনোকালে বা কোনো অঞ্চলে এমন একতার তেমন কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলমান মুসলমান মারামারি-কাটাকাটি আর যুদ্ধ করে যত মুসলমানের মৃত্যু হয়েছে তা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত ওসমানীয় (অটোমান) সাম্রাজ্য পরবর্তী ৭০০ বছর উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনো সাম্রাজ্য এত বড় আর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করেনি। ওসমানীয় শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান ইস্তাম্বুল। এই সময় মুসলিম দুনিয়া অনেকটা ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই একতা সহ্য হয় না পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর, বিশেষ করে ইংরেজ আর ফরাসিদের। শুরু হয় এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সূত্রপাত হয় ইংরেজ ও ফরাসিদের প্ররোচনায় বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমন একটি ষড়যন্ত্রের ফসল, সৌদি আরবের মতো একটি চরম মৌলবাদী দেশের গোড়াপত্তন হয় ১৯৩২ সালে। এটি বিশ্বের একমাত্র দেশ, যার নামকরণ একটি পরিবারের নামানুসারে, ইবনে সৌদ পরিবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অনেকটা সাম্রাজ্য বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অটোমানরা ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হলে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি পুরো ওসমানীয় সাম্রাজ্য দখলে নেয়। অনেকটা কামাল আতাতুর্কের প্রজ্ঞা ও কৌশলের বলে তুরস্ককে (যেখান থেকে এই সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু) রক্ষা করতে সক্ষম হয় (বর্তমানে কামাল আতাতুর্ক তাঁর নিজ দেশে ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে নির্বাসিত)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ আর ফরাসিরা মিলে সাবেক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখন্ডকে নিজেদের সুবিধামতো পিঠা ভাগের মতো ভাগ করে নতুন নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। সৃষ্টি হয় ইরাক, সিরিয়া, ইউএই, বাহরাইন, জর্দান, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, লেবানন, মিসর প্রভৃতি দেশ। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা টানার মূল ভিত্তি ছিল তেলসম্পদের অস্তিত্ব। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এসব দেশ সৃষ্টি করার সময় কোনো একটি দেশকেও তারা একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি করেনি। সব কটিকেই রাজতন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বাদশাহ, শেখকে মসনদে বসিয়ে দিয়েছিল। লিবিয়ায় একজন মেষপালক গোত্রপ্রধান ইদ্রিসকে বানানো হয় বাদশাহ। মিসরে ফারুখ। ইরাকে বাদশাহ বানানোর জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে ফায়সাল নামের একজনকে জর্দান থেকে এনে বাদশাহর সিংহাসনে বসানো হয়। মসনদে রাজা-বাদশাহ থাকলে সম্পদের লুটপাটের সুবিধা হয়। সব শেষে এই দুটি ঔপনিবেশিক শক্তির বড় অপকর্মটি ছিল ইহুদিদের জন্য আরবভূমিতে ইসরায়েল নামের একটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। বলা হয়েছিল, এই রাষ্ট্রে ইহুদি আর আরবরা মিলেমিশে বাস করবে এবং একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। কার্যত দেখা যায়, ইসরায়েল নামের এই এলাকা থেকে আরবরা যেন চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয় তার সব ব্যবস্থা করা। আজ ইসরায়েলে আরবরা অনেকটা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত ও বিশ্বের বৃহত্তম উদ্বাস্তু গোষ্ঠী। ধূর্ত ইংরেজ ও ফরাসিরা এটা নিশ্চিত করে, এই নতুন সৃষ্ট দেশগুলো যেন সব সময় নানা বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে। এতে তাদের সুবিধা বেশি, সম্পদ লুণ্ঠন সহজ হয়।

ওপরের বর্ণনা পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে তাদের আমি ইতিহাসের সবক দিতে বসেছি। মোটেও না। কয়েক দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হয়, যার অর্থ একে অপরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে অনেকটা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার মতো। তাদের সঙ্গে আগের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, এখন শুধু তা আনুষ্ঠানিক হয়েছে। সপ্তাহ না ঘুরতেই ইসরায়েল থেকে সৌদি আরবের আকাশসীমার ওপর দিয়ে আবুধাবিতে উড়ে এলেন প্লেন ভর্তি ইউএস সিনেটর, কংগ্রেসম্যান আর ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতারা। সৌদি আরব ঘোষণা দিয়েছে, এখন থেকে ইসরায়েলের জন্য তাদের আকাশসীমা উন্মুক্ত। এর আগে ইসরায়েলের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর বিজয় নিশ্চিত করতে সৌদি আরব অর্থ ঢেলেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সৌদি আরব তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কখনো অস্বীকার করেনি।

সৌদি আরবকে অনেক মুসলিম দুনিয়ার মুরব্বি মনে করে। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সংগঠন ওআইসির মোট সদস্য দেশের সংখ্যা ৫৭, এর মধ্যে মাত্র চারটি দেশ নিজেদের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে। এরা হচ্ছে–পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান আর মৌরিতানিয়া।

সৌদি আরবকে অনেক মুসলিম দুনিয়ার মুরব্বি মনে করে। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সংগঠন ওআইসির মোট সদস্য দেশের সংখ্যা ৫৭, এর মধ্যে মাত্র চারটি দেশ নিজেদের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে। এরা হচ্ছে–পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান আর মৌরিতানিয়া। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল ওমর জাবেদ বাজওয়া ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল ফয়েজ হামিদ কয়েক (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ফজর	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২২
সূর্যোদয়	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫১
আসর	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৬	৫.১৫
মাগরিব	৭.১৫	৭.১৩	৭.১১	৭.১০	৭.০৮	৭.০৬	৭.০৫
এশা	৮.৩২	৮.৩০	৮.২৮	৮.২৬	৮.২৪	৮.২২	৮.২১

বিভুরঞ্জন সরকার

প্রণব মুখার্জি : ছোট চেহারার বড় মানুষ

১ সেপ্টেম্বর দুপুরে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিত্সাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে গত ৯ আগস্ট দিল্লিতে নিজের বাসভবনে বাথরুমে পড়ে গিয়ে তিনি মাথায় আঘাত পান। পরের দিনই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মাথায় রক্ত জমাট বাঁধায় অপারেশন করতে হয়। চিকিত্সাধীন থাকার সময়ই তার কোভিট পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে চিকিত্সায় সামান্য সাড়া দিলেও তিনি ধীরে ধীরে কোমায় চলে যান। চিকিত্সকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় জীবনযুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির এক বিশেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারতের বিজেপি সরকার সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পরিচিত বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী এই নেতার প্রয়াণে বাংলাদেশও ২ সেপ্টেম্বর এক দিনের শোক পালন করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রায় পুরোটা সময় ভারতের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অন্য সব দলে তার জন্য শ্রদ্ধা, গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ছিল তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সম্পদ। তার মৃত্যুতে তাই ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ শাসক এবং বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের নেতার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বলা হচ্ছে, ভারতের জাতীয় জীবনের সবখানেই তার আসন পাতা ছিল। রাজনীতি থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি, কূটনীতি থেকে চন্ডীপাঠ–সবকিছুতেই তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। তার বোধ-বুদ্ধি-প্রজ্ঞার প্রশংসা করা হচ্ছে সব মহল থেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, '২০১৪ সালে আমি দিল্লিতে নতুন এসেছিলাম। প্রথম দিন থেকেই তার পরামর্শ, সাহায্য ও আশীর্বাদ পেয়েছি। তার সঙ্গে আলাপচারিতা চিরকাল মনে থাকবে। কয়েক দশকের রাজনৈতিক জীবনে প্রণব মুখোপাধ্যায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশলগত ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে ছিলেন দুর্দান্ত। সব সময় প্রস্তুতি নিয়ে রাখতেন। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন, তেমনি ছিল তার রসবোধ।' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালী রাষ্ট্রপতি। বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী হিসেবে আমরা সবাই গর্ববোধ করি। প্রণবদা ছিলেন রাজনীতির রত্ন। তার মতো রাজনীতি অন্তঃপ্রাণ মানুষের জন্য এটাই বোধ হয় বড় শিরোপা।' ক্যারিশম্যাটিক রাজনৈতিক নেতা বলতে যা বোঝায়, প্রণব মুখার্জি তা ছিলেন না। তার আহ্বানে লাখো মানুষের জমায়েতও হয়তো হতো না। খুব জনভিত্তি ছিল না, ছিল না সেরকম কোনো পারিবারিক গরিমা, তবু রূপকথার চেয়ে কম ছিল না তার রাজনীতির যাত্রাপথ। তিনি অতি সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন নিজের চেষ্টায়।

প্রণব মুখার্জির জন্ম ১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের কাছে কিরিটি গ্রামে। তার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ছাত্রজীবনে প্রণব বাবুর রাজনীতির প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল বলে শোনা যায় না। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন গ্রামের এমন এক স্কুলে, যেখানে তাকে গামছা পরে নদী পার হয়ে যেতে হতো। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের পাঠ চুকিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে এমএ করে তিনি এলএলবিও পাশ করেন। তবে আইন পেশায় তিনি কখনো নিয়োজিত হননি। শিক্ষা শেষে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে। তারপর শিক্ষকতা করেছেন প্রথমে হাওড়া জেলার বাঁকড়া ইসলামিয়া হাইস্কুলে এবং পরে বিদ্যাসাগর কলেজে। কলেজে শিক্ষতার সময়ই তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। এর আগেই তিনি ১৯৫৭ সালের ১৩ জুলাই নড়াইলের মেয়ে শুভ্রা দেবীকে বিয়ে করেন। ১৯৬০ সালের ২ জানুয়ারি পুত্র অভিজিত্ এবং ১৯৬৫ সালের ৩০ অক্টোবর কন্যা শর্মিষ্ঠার জন্ম। তাই বলা যায়, সংসারজীবনে থিতু হয়েই তিনি রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন। কংগ্রেস সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নজরে আসেন তিনি ১৯৬৯ সালে। ইন্দিরা গান্ধীর ছিল প্রকৃত জহুরির চোখ। তাই রাজনীতিতে তুলনামূলক নবাগত প্রণব মুখার্জির মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের অমিত সম্ভাবনা লক্ষ করেই তাকে কাছে টেনেছিলেন। প্রণব মুখার্জির মধ্যে বারুদ ছিল, সে জন্য জ্বলে উঠতে সমস্যা হয়নি। ১৯৬৯ সালেই তিনি কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সালেও রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য তাকে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০০৪ সালে জঙ্গিপুর থেকে তিনি জয়লাভ করে প্রথমবারের মতো লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ততদিনে তিনি ভারতীয় রাজনীতির এক অপরিহার্য চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৩ সালে তাকে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন শিল্পোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে। পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী তার ওপর নির্ভর করতেন। জরুরি অবস্থা জারির পর ইন্দিরা গান্ধী সমালোচিত হয়েছেন, ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে পরাজিতও হয়েছেন। তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের কেউ কেউ সুবিধাবাদী অবস্থান নিলেও প্রণব মুখার্জি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই ইন্দিরার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরলে ইন্দিরা মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন প্রণব মুখার্জি। তিনি তার কর্মদক্ষতার কারণে মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রণব মুখার্জির ঠাঁই না হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ছেড়ে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস নামে একটি দল গঠন করলেও খুব সুবিধা করতে পারেননি। ১৯৮৯ সালে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজনীতিতে প্রণব মুখার্জির পুনরুত্থান ঘটে। নরসিংহ রাওয়ের মন্ত্রিসভায়ও তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৮ সালে সীতারাম কেশরীকে সরিয়ে সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করার ক্ষেত্রে প্রণব বাবু মুখ্য কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। ২০০৪ সালে ইউপিএ সরকার গঠনের পর থেকে পরবর্তী মনমোহন সিংয়ের সরকারে প্রণব মুখার্জি কখনো প্রতিরক্ষামন্ত্রী, কখনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কখনোবা অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। মনোমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভায়ও তিনি কার্যত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতেই পরিণত হয়েছিলেন। তবে তার মতো নির্ভরযোগ্য একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রধানমন্ত্রী না করে রাজনীতিতে কম অভিজ্ঞ



মনোমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড ঠিক কাজ করেছিল কি না, সে প্রশ্ন আছে।

অনেকে এটা মনে করেন যে প্রণব মুখার্জিকে প্রধানমন্ত্রী করা হলে কংগ্রেসের জন্যই সেটা ভালো হতো।

২০১২ সালে তাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে সম্মানিত করা হলেও এতে প্রণব মুখার্জি খুব খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি সরাসরি সক্রিয় রাজনীতির মানুষ। কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় তাকে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে হয়। এতে রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদা বাড়লেও কংগ্রেসের রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে বলেই মনে করা হয়। ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট তার পত্নীবিয়োগ ঘটে। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে তিনি ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। এর আগে পদ্মবিভূষণ উপাধিও পেয়েছিলেন।

প্রণব মুখার্জিকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু মনে করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর তার দুই কন্যা দিল্লিতে আশ্রয় নিলে প্রণব মুখার্জির সঙ্গে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেখ হাসিনা তাকে অভিভাবকের মতোই মনে করতেন। প্রণব মুখার্জি প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এবং পরে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে তার ছিল আন্তরিক প্রয়াস। বাংলাদেশের অনেক মানুষের সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল।

প্রণব মুখার্জি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। ভারতের মতো বিশাল দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হওয়ার পরও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। পোশাক-আশাকেও তিনি ছিলেন সাধারণ। তিনি সব সময় বিতর্ক-বিসংবাদের ঊর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করতেন। সব ক্ষেত্রেই একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতেন। ছোটখাটো চেহারার প্রণব মুখার্জি ছিলেন কার্যত অনেক বড় মাপের একজন অসাধারণ মানুষ। তার চলে যাওয়ায় ভারতের অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বড় শূন্যতার সৃষ্টি হলো। শুধু বাঙালি নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই তিনি তার কাজের জন্য চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘আমেরিকান শতাব্দী’র অবসান কি আমেরিকাতেই!

হামিদ দাবাশি

আমেরিকা-যুগ কি ফুরিয়ে এসেছে? আমেরিকান পরাশক্তি কি কার্যত ব্যর্থ হয়ে পড়েছে? আমরা কি তাহলে পরবর্তী বিশ্বে পা রাখছি? আশির দশকের শেষের দিকে আমেরিকান পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা বড় আড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন, ‘ইতিহাসের অবসান ঘটেছে এবং আমেরিকাই উদার গণতন্ত্রের শিরোপাধারী।’ তিনি কি নিজের অজান্তেই আমেরিকান অধ্যায়ের অবসানের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছিলেন?

এ ঘটনার আড়াই দশক পর, একের পর এক সমস্যায় বিপর্যস্ত ও ডোনাল্ড ট্রাম্প শাসিত আমেরিকাতেই মানুষ আমেরিকা-অধ্যায়ের অবসান নিয়ে কল্পনা-জল্পনা করছে। উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মার্কিন সাম্রাজ্যের অবসান নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বাকি বিশ্ব কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, না এই অবসানের আসল অর্থ খুঁজতে বিস্ময়ভরা চোখে সামনের দিকে তাকাবে? এই অবসানে কি বড় কোনো ‘ধামাকা’ বয়ে যাবে, না একটু গোঙানির করুণ সুর উঠবে– তারা এখনো বুঝতে পারছে না। আমেরিকাতে আমাদের অবস্থানের সুবাদে বিনয়ের সাথে বলতে পারি, এভাবে ইতি টানার জন্যই কি কথিত ‘মুক্তবিশ্বের শাসননীতি’র সূচনা হয়েছিল? বিশ্বজুড়ে আমেরিকার নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের কথা নাহয় বাদই দিলাম!

‘এ্যান্ড অব এ্যাম্পায়ার’ শীর্ষক সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক আন্দ্রে বেসিভিস যুক্তি তুলে ধরেছেন– কেন তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবে গেছে। রাষ্ট্রের কাঠামোগত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তুমুল বিদ্রোহ এবং প্রধান শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়া বর্ণবাদের আগুন বিস্তীর্ণ জনপদ পুড়িয়ে দেয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একজন কড়া সমালোচক হিসেবে নিশ্চয় তার সিদ্ধান্ত নবরূপ লাভ করেছে। বেসিভিস পর্যবেক্ষণ করেছেন, ‘আমেরিকার রাজত্বের অবসান ঘটেছে। তাই এখন আর আভিজাত্যের অহঙ্কার করে মার্কিনিরা নিজেদের অনিবার্যতার কল্পকাহিনী বলবে, সেই সামর্থ্য তাদের নেই...। বিশ্বনেতৃত্বের কথিত অপরিহার্য শক্তি, আমেরিকান জনগণের মঙ্গলকামনা বিশ্বের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই মঙ্গলকামনাই বর্ণবাদ, বৈষম্য ও অন্যান্য সমস্যা প্রতিনিয়ত ঘরে বসেই উসকে দিচ্ছে।’

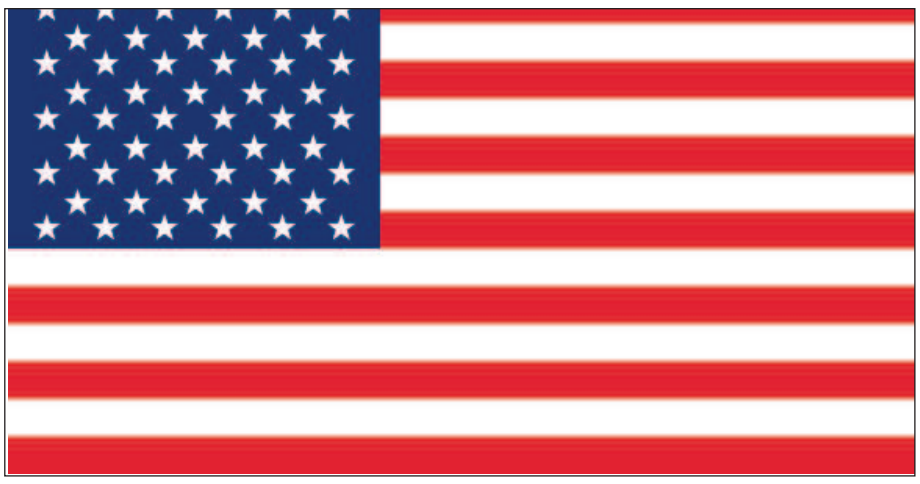
নিবন্ধে বেসিভিসের দেয়া রূপরেখা ‘রাষ্ট্রের ভেতর বর্ণবাদ ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিশ্বনেতৃত্বের করুণ ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা’র বিষয়টিকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলে। বিষয়টি পুরো বিশ্ব এমনকি অধিকাংশ মার্কিনির ভালো করেই জানা আছে। তবে সাম্প্রতিককালে, ট্রাম্পের শাসনামলে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তার অন্যায় অবহেলা বিষয়টিকে আরো জোরালোভাবে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এই আমেরিকা কি কখনো বিশ্বনেতা ছিল, না এত দিন তারা ‘বোকার স্বর্গে’ বসবাস করছিল? বিপর্যস্ত বিশ্বের নেতা হওয়ার নৈতিক অধিকার কি তাদের কখনো ছিল? ফুকুইয়ামার দম্ভপূর্ণ অযৌক্তিক উক্তি এবং বেসিভিসের বুদ্ধিদীপ্ত জোরালো চিন্তার আলোকে আমরা বুঝতে পারি– আমেরিকা অধ্যায় কখন শুরু হয়েছিল এবং কোথায় তার গন্তব্য।

কী ঘটেছিল ‘আমেরিকান শতাব্দী’তে?

আমেরিকা এক ব্যর্থ অভিজ্ঞতার নাম। খুব সম্ভবত, শুরু থেকেই এটি ব্যর্থ হওয়ার পথে এগোচ্ছিল। নেটিভ আমেরিকানদের গণহত্যা দিয়েই শুরু হয়েছিল আমেরিকা সৃষ্টির ধারণা। আফ্রিকান দাসত্বের মজবুত কাঁধে চড়ে এটি সামনে এগিয়ে চলে। গণহত্যা ও বর্ণবাদের ধারাবাহিকতায় এই ধারণা আরো প্রসার লাভ করেছে। অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়ে যেসব অভিবাসী সাগর উপকূলে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সন্তানরাই এই বর্বরতার নেতৃত্ব দেয়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখানে আধিপত্য ধরে রেখেছে। এই অব্যাহত পাপের মূল্য তাকে দিতে হবেই!

আমেরিকা যে ব্যর্থ হচ্ছে– তা নতুন কোনো ধারণা বা সাম্প্রতিক আবিষ্কার নয়। ট্রাম্পের শাসনকালে, গত তিন বছর ধরে পুরো বিশ্বই এটি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। ট্রাম্প নিজের অশ্লীল আচরণ এবং ভন্ডামিই প্রকাশ করছেন না শুধু, বরং আরো গুরুতর কথা হলো, তিনি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছেন– যা তিনি ক্ষমতা গ্রহণের আগেই বলেছিলেন। ট্রাম্পের বিষাক্ত বর্ণবাদ অন্য সব অন্যায়ের মতো ইউরোপ থেকেই আমেরিকায় এসেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাথে করে এসব অন্যায়ও নিয়ে এসেছিল। অবাক ব্যাপার হলেও সত্য যে, এই নীতির প্রতি কোটি আমেরিকানের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে। আর এটাই আমেরিকার সর্বনাশের কারণ।



প্রত্যেক রাষ্ট্র ও ভূখন্ডের অদ্ভুত কিছু রাজনৈতিক রোগ আছে। যেমন, বিরক্তিকরভাবে মিসর সিসির জন্ম দিয়েছে, রাশিয়া পুতিনের, চীন শি’র, ভারত মোদির, ব্রাজিল বোলসোনারোর, মিয়ানমার অং সান সু চির, ইরান খামেনির, সিরিয়া আসাদের। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সুপারপাওয়ার আমেরিকা এবং তার সাম্রাজ্যবাদী অন্যায়-ঔদ্ধত্যের চোরাগলি তাকে শূন্য গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।

অবশ্য, আমেরিকা অধ্যায়ের অবসান নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ট্রাম্পকে উত্তেজিত করে তুলেছে। ডেভিড এ ম্যাসনের ‘দ্য এ্যান্ড অব দ্য আমেরিকান সেঞ্চুরি’ (২০০৯) এ বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধের একটি আদর্শ উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে সূচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক আগ্রাসনের বিভিন্ন ধাপ সেই বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই। তার নিবন্ধে, জর্জ প্যাকার মার্কিন কূটনীতিক রিচার্ড হলব্রুকের জীবনকালকে (১৯৪১-২০১০) ‘মার্কিন সাম্রাজ্যের সোনালি অধ্যায়’ হিসেবে অবহিত করেছেন। এরপর পতনের ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। এ দিকে মার্কিন রাজনীতির চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য চিন্তায় ব্যস্ত ছিল তখন। ’৯০ এর দশকের শেষের দিকে, ‘দ্য প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি’ (পিএনএসি) ছিল ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক একটি সংস্কারবাদী প্রকল্প। তারা আমেরিকান নেতৃত্বাধীন নব্য রক্ষণশীল ও নব্য-উদার প্রকল্পগুলোকে নিশ্চিতরূপে বিজয়ী ঘোষণা করেছিল। এটিকে তারা ‘আমেরিকার বিশ্ব-নেতৃত্ব’ বলে প্রচার করেছিল– তাদের ইচ্ছে মতো। উইলিয়াম ক্রিস্টল ও রবার্ট কাগানের নেতৃত্বাধীন পিএনএসির সেই সব লোক তাদেরই বিভ্রান্তির কারণে আজ মানুষের হাসির খোরাক। তাদের বেশির ভাগ লোক ছিল কট্টর ইহুদিবাদী। তারা ইসরাইলের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল এবং এটিকেই তারা ‘নতুন আমেরিকান অধ্যায়’ বলে অভিহিত করেছিল। তাদের কুৎসিত মুখোশ খসে পড়ার আগেই তারা জর্জ বুশ ও ডিক চেনিকে অলীক ভবিষ্যদ্বাণীর জোরে আয়ত্তে নিয়েছিল। ফলে তারা ‘মার্কিন নেতৃত্ব’-এর অলীক মিথ প্রচার করে ইরাকের মতো একটি সুন্দর দেশকে অন্যায় আগ্রাসন চালিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

খাঁটি আমেরিকান, মার্টিন কাপলান তার প্রবন্ধে ‘ট্রাম্প অ্যান্ড দ্য এ্যান্ড অব দ্য আমেরিকান সেঞ্চুরি’ (২০১৭) মার্কিন সাম্রাজ্যের পতনে শোক প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্পের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সবাইকেই যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রত্যাশিত ও দুঃখ-জনক চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে। ঐতিহাসিক, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব ত্যাগ করতে হবে। এই কাজ বহির্বিশ্বের সাথে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের মানুষদেরও করতে হবে।’ তবে বহির্বিশ্বের লোকজন হয়তো ভাবছেন, এটা কখন এবং কিভাবে সম্ভব!

আমেরিকান সব শাসকই দেশের ভেতরে ও বাইরে যত অযোগ্যতার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেই দীর্ঘ বিভ্রম-ইতিহাসের সমাপ্তিতে শোক প্রকাশ করার মতো কিছু আছে বলে মনে করি না।

আমেরিকান শতাব্দীর পরবর্তী বিশ্ব

মাত্র ২০ বছর আগে, ক্লিনশেভ করা নিউ কনজারভেটিভ গুন্ডারা ভেবেছিল, তারাই আগামী বিশ্ব শাসন করতে চলেছে। ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের তিন বছর পর, আজ চরম বিপর্যস্ত, জনস্বাস্থ্য খাতের ব্যর্থতা কোটি মানুষকে মারাত্মক মহামারীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এ কারণেই রাষ্ট্রের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ছে এবং মানবাধিকারের সাথে তাদের স্বপ্নগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় গেড়ে বসা বর্ণবাদের মূলোৎপাটনের দাবিতে অনেক বিক্ষোভ হচ্ছে। ওরিগন, সিয়াটল, ওকল্যান্ড, শিকাগো ও নিউ ইয়র্কের সড়কগুলোতে গুয়াতেমালা ও চিলির সামরিক অভ্যুত্থানের দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। অন্য দিকে ইতর স্বৈরাচারী আমেরিকান বর্ণবাদ আমাদের বিশ্বাস করাচ্ছে যে, এসব অভ্যুত্থান কেবল এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা লাতিন আমেরিকাতেই হওয়া সম্ভব! তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টাল সিস্টেম ভেঙে দিয়ে প্রহসনের মাধ্যমে আবার নির্বাচিত হওয়ার ফন্দি আঁটছেন। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আগ্রাসন, সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞাগুলো আজ ষোলকলায় পূর্ণতা পাচ্ছে এবং এসব অন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই বুমেরাং হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার অনুসরণ করে ট্রাম্প ও তার রিপাবলিকান অনুসারীরা ভোটারদের দমিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হওয়া নিশ্চিত করতে ডাক ব্যবস্থাকে ‘হাঁটু গেড়ে’ বসিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এক প্রহসনের নির্বাচন করতে যাচ্ছে। যেমনটি অতীতে আমরা মিসর, সিরিয়া ও ইরানে দেখেছি।

বিপরীত প্রক্রিয়া হিসেবে, আমেরিকা-পরবর্তী বিশ্ব খোদ আমেরিকাকেই তার ভন্ডামি থেকে মুক্ত করবে। মার্কিনিদের তারা আগলে নেবে মানবতার প্রশস্ত বুকে। আমেরিকা কেবল তখনই মুক্তি পাবে, যখন সে তার দীর্ঘ বর্ণবাদের ইতিহাসের সাথে বোঝাপড়া করবে এবং সব বর্ণবাদী প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেবে। আজ উপকূল থেকে উপকূলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছে। বিদ্রোহীরা বলছে, আসল আমেরিকানদের চাপাপড়া স্বপ্নগুলোর পুনরুদ্ধার করা এবং সাম্রাজ্যবাদী অহঙ্কারের দুর্গ মাটিতে মিশিয়ে দেয়াই তাদের লক্ষ্য।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ইরানিয়ান স্টাডিজ ও কম্পারেটিভ লিটারেচারের অধ্যাপক।
‘আলজাজিরা’ থেকে অনুবাদ ইজাজ নাজিম

ইরান-ইসরাইল সংঘাতের গতিপ্রকৃতি

জেনারেল (অব:) মীর্জা আসলাম বেগ

জেনারেল কাসেম সুলাইমানিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। বহু আমেরিকান সৈন্যকে হত্যা করার জন্য তাকে এবং ইরানকে অভিযুক্ত করার পরই তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন। ইরানকে শায়েস্তা করার জন্য আমেরিকান ও ইসরাইলি বাহিনী মোতায়েন করার পর দ্রুত এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়। ইরান সরাসরি সঙ্ঘাতের পরিবর্তে ‘ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করা বা বাধা প্রদানের নীতি’কে অগ্রাধিকার দেয়। এই নীতি বা কৌশল অনুযায়ী ‘ইরান আক্রান্ত হলে ইসরাইলের ইস্পাত কঠিন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে ইরান বিভিন্ন অবস্থান থেকে ব্যাপকভাবে রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা শুরু করবে। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরকবাহী যানবাহন দিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করবে এবং তাদের আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শত্রুপক্ষের নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।’

ইরানের এই বাধা প্রদান বা হামলা চালানোর পূর্বাভাস ইসরাইলের জন্য একটি বাস্তব হুমকি। এই কারণেই ইসরাইল পারস্য উপসাগরে জাহাজ বহরে বাধাদানসহ নিজেদের অন্যান্য পরিকল্পনা থেকে সরে আসে। ইরানের কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়ে দেশটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ইসরাইল একটি ‘স্টিলথ স্ট্রাটেজি’ গ্রহণ করেছে। জানা গেছে, ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইল পঞ্চম প্রজন্মের এফ-৩৫ এয়ার সুপিরিয়রিটি’ স্টিলথ ফাইটার এয়ারক্রাফট ব্যবহার করছে। এই এটাকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো প্রযুক্তি ইরানের নেই। এতে উল্লেখ করা হয়, ‘দেখে মনে হচ্ছে– ইসরাইল ইরানের পরমাণু এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির বিরুদ্ধে ধীরগতিতে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে সামরিক ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। সম্ভবত তাদের পরিকল্পনায় শিল্প অবকাঠামোসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুও রয়েছে। রহস্যময় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডে ইতোমধ্যে ইরানের একটি প্রধান সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন কেন্দ্র; ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শনের একটি সামরিক ঘাঁটি এবং একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট, অ্যালুমিনিয়াম ও রাসয়নিক ফ্যাক্টরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পারস্য উপসাগরের বুশেহর বন্দরে অগ্নিকান্ডের ফলে সাতটি জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।’

একইভাবে, ২০০৬ সালের যুদ্ধে ইসরাইলকে পরাজিত করার কারণে শায়েস্তা করার জন্য হিজবুল্লাহকে টার্গেট করে লেবাননে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল-আরব ত্রিপক্ষীয় কৌশলগত জোট– যেটাকে ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ড’ বলা হয়– তারা ইরানকে একঘরে করার জন্য শিয়া-সুন্নি বিভাজনকে কাজে লাগাচ্ছে। ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সুন্নি আরব দেশগুলোর সামনে ইরানকে একটি দানবীয় শক্তি ও হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সুন্নি আরব দেশগুলো আমেরিকার কাছ থেকে শত শত কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র ও সামরিক হার্ডওয়ার ক্রয় করে আসছে। এখন এই হুমকি আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং বিশেষভাবে ইসরাইলের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় করার বিষয়ও হয়তো জানা যাবে।



ইসরাইল-সংযুক্ত আরব আমিরাত চুক্তি তথা আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে কূটনৈতিক আগ্রাসন চালিয়ে দীর্ঘদিনের আরব ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ২০০২ সালের আরব শান্তি উদ্যোগের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে আরব ঐক্যকে পাল্টে দেয়া হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে মিসর ও জর্দান ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি দিয়ে তারা এখন প্রতারণার শিকার। প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলের চলমান দখলদারিত্ব যেটার মাধ্যমে ইতোমধ্যে দুই রাষ্ট্র নীতির সব আশাকে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে, সেটাই এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। ওমান, বাহরাইন এবং সুদান ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বেশি আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল-আরব ত্রিপক্ষীয় কৌশলগত জোট ইরানের বিরুদ্ধে একটি জোটে পরিণত হয়েছে। তারা শান্তি নয়, ইরানের বিরুদ্ধে জোট গঠন করতে চায়।

এ দিকে, ইরানও সময় নষ্ট না করে চীনের সাথে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এই অংশীদারিত্ব সমন্বিতভাবে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বাধিক চাপের পলিসিকে পাত্তা না দিয়ে চীন একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। এই সময়ে চীনের ‘ইকোনমিক অর্ডার’ একটি অর্থনৈতিক বাধা সৃষ্টি করেছে। এটার মাধ্যমে ইরানসহ অন্য যারা এই ব্যবস্থার অধীনে আসছে তাদেরকে নিরাপত্তা ‘ছাতা’র অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে।

বর্তমানে ইসরাইলের সুপিরিয়র এফ-৩৫ জঙ্গিবিমান এবং যথাযথ গোয়েন্দা ব্যবস্থার কারণে ইসরাইলি হামলার কাছে ইরান অরক্ষিত তথা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু চীনের সাহায্যে এই হুমকি মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটা ইরানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনের জে-২০ ও পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ জেট ফাইটার। এটা হয়তো বা আমেরিকান এফ-৩৫ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে;

হয়তো পারবে না। তবে আউটার স্পেস-এ চীন একটি স্যাটেলাইটকে গুলি করে ভূপাতিত করতে সক্ষম। তাদের পক্ষে এফ-৩৫ কে গুলি করে ভূপাতিত করার সক্ষমতা অর্জন করা কঠিন কিছু নয়। আর চীন যখন এই সক্ষমতা অর্জন করবে তখন ইসরাইলের স্টিলথ স্ট্র্যাটেজি মুখ থুবড়ে পড়বে।

যেসব আরব দেশ ইসরাইলের সাথে শান্তি চায় তাদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা। কিন্তু এটা ফিলিস্তিনিদের রক্তের বিনিময়ে নয়। সত্যের মুহূর্ত শিগগির আসবে যখন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আমিরাত সফর করবেন এবং সেখানে তাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। এই সময় তেলআবিব থেকে একটি বার্তা প্রচার করা হবে, ‘আমাদের যারা শত্রু, মিসর ও কেনানের সব অধিবাসী এবং ব্যাবিলনের অধিবাসীরা আমাদের ভয়ে কাঁদতে থাকবে। যখন আমরা তাদের বুকে বর্শা নিক্ষেপ করব এবং দেখতে পাবো তারা রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে এবং তাদের মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে তখন আমাদের এই ত্রাসের কারণে তাদের আকাশে বাতাসে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।’

লেখক: পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান
দ্য নেশন থেকে ভাষান্তর: মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates
السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

প্রবাসে আমার দেশ এর নব অধ্যায়

মাহমুদুর রহমান

বাংলাদেশ নামের অরওয়েলিয়ান রাষ্ট্রের জুলুমবাজ পুলিশ দস্যুনেত্রীর নির্দেশে ঢাকায় পত্রিকার ছাপাখানা দখল করেছিল ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল। সেই থেকে ছাপান কাগজ আর পৌঁছান যায়নি পাঠকের দোরগোড়ায়। আমার দেশ দখলের দিনেই আমাকেও নেওয়া হয়েছিল ডিবির রিমান্ড সেলে। একটু বোধহয় ভুল হয়ে গেল। ১১ এপ্রিলের পর সম্ভবত আর দুই দিন আমার সহকর্মীরা দৈনিক সংগ্রামের ছাপাখানা থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমার দেশ প্রকাশ করেছিলেন। সেই দোষে পুলিশের বুট ওই পত্রিকাকেও নোংরা করে ছেড়েছিল। বেশ কয়েকজন দপ্তরি আর তিনজন সাংবাদিককেও রিমান্ড এবং জেলের যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। আমার তখন ৭৫ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা মা এবং সংগ্রামের বর্ষীয়ান সম্পাদক আবুল আসাদের বিরুদ্ধেও মামলা দিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি নারী ফ্যাসিস্ত শাসক। অথচ সাময়িকভাবে অন্য ছাপাখানা থেকে পত্রিকা বের করা পুরোপুরি আইনসম্মত।

পাঠকরা অবশ্যই বলে উঠতে পারেন শেখ হাসিনার জমিদারিতে আবার কিসের আইন। শতভাগ হক কথা। দেশের দুই জন বর্ষীয়ান নাগরিকের বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা দিয়ে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ডিবির নির্যাতনে অসুস্থ আমাকেই আমার মায়ের মামলার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করে বিবৃতি দিয়েছিল। ইনু সাহেবদের লজ্জা গ্রন্থি যে বহু পূর্বেই খসে পড়েছে তা অবশ্য কারো অজানা নেই।

আমার দেশের লড়াকু সাংবাদিকরা এরপরও হার মানতে চাননি। তারা অনলাইনে আমার দেশ চালিয়েছিলেন ২০১৬ সালের আগষ্টের ৩ তারিখ পর্যন্ত। সেদিন বিটিআরসির নির্দেশে আমার দেশের অনলাইন সংস্করণও বন্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল আরো ৩৪টি অনলাইন। এর আগে ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর রহস্যজনকভাবে আগুন দিয়ে কারওয়ান বাজারে আমার দেশের প্রধান অফিসও আক্ষরিক অর্থেই ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। বিপুল আর্থিক ক্ষতির চেয়েও যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল তা হল আরকাইভ পুড়ে যাওয়া। তৎকালিন আর এক লজ্জাগ্রস্থিহীন মন্ত্রী আমির হোসেন আমু পুড়ে যাওয়া অফিস দেখতে গিয়ে সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বলেছিলেন যে পত্রিকার মালিকপক্ষই নাকি বিমার টাকার লোভে নিজেরাই আগুন দিয়েছে। চোর-লুটেরার দল সবাইকে সমগোত্রিও বিবেচনা করবে এতে অবাক হওয়া উচিত নয়। তবে এক্ষেত্রে আমুর জানা ছিল না যে আমার দেশ ছাপাখানার বিমা থাকলেও অফিসের বিমা করা হয়নি। অতএব ক্ষতিপুরণের লোভে আগুনের সন্দেহ অবান্তর। তবে আওয়ামী মন্ত্রীদের মাথায় সারাক্ষণ যাবতীয় কুমতলবই খেলা করে।

এবার আমার কথা কিছু বলি। দ্বিতীয় দফায় কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম ২০১৬ সালের ২৩ নভেম্বর। জেলের প্রতিকূল পরিবেশেও একটা প্রত্যাশা সর্বদা ছিল যে কোনদিন মুক্তি পেলে আল্লাহর ঘরে আরও একবার যাব। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরও প্রায় আরও এক বছর লাগলো



পাসপোর্ট, ভিসা আর বিদেশ যাওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ পেতে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে মহান আল্লাহতালা মনবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। পবিত্র ওমরাহ্ পালন করতে সৌদি আরব যেতে পারলাম। ওখানেই খবর পেলাম আওয়ামী পান্ডারা বাংলাদেশের জেলায় জেলায় নতুন করে ৩৬টি মামলা দায়ের করেছে। ঢাকা ছাড়ার কদিন আগে প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় ফ্যাসিষ্ট প্রধানমন্ত্রী, তার পিতা মরহুম শেখ মুজিব এবং ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিকির মিডিয়া বিদ্বেষ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলাম। তাই মানহানির সংগে একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। উদ্বিগ্ন শুভানুধ্যায়ীরা বিদেশে থেকে যেতে অনেক জোরাজুরি করলেও দেশেই ফিরলাম।

যাওয়া এবং ফেরা উভয় দফাতেই ঢাকা ইমিগ্রেসনের কর্মকর্তারা আমাকে আটকে রেখে উপরের নির্দেশ চেয়ে পাঠায়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই ইমিগ্রেশনে পৌঁছে জানতে চাইলাম কোথায় নেওয়া হচ্ছে আমাকে। গ্রেফতারের প্রস্তুতি নিয়ে বিমানের ভিতরেই ঘড়ি, ফোন আর মানিব্যাগ স্ত্রীর কাছে দিয়ে রেখেছিলাম। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর ইমিগ্রেশন জানাল যে ওই রাতে আমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। কেন গ্রেফতার হলাম না সেটা বুঝতে মাস ছয়েক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যাই হোক সে রাতে বাড়িতে অপেক্ষারত মায়ের কাছে ফিরতে পেরেছিলাম।

এরপর জেলায় জেলায় হাজিরা দিয়ে বেড়াই আর সুযোগ পেলে ভীতসন্ত্রস্ত জনগণ এবং বিরোধী দলগুলোকে বলার চেষ্টা করি যে বিপ্লব ছাড়া ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। জনগণ হয়ত আমার কথা বুঝত কিন্তু ভীতির কাছে তারা অসহায়। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা আমার কোথায় মহা বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। এর মধ্যেই ৮ ফেব্রুয়ারী বেগম খালেদা জিয়াকে বেশরম বিচার বিভাগ অবিশ্বাস্য এক ভুয়া মামলায় সাজা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল। আমি আবারও বললাম আইনের পথে নেত্রীর মুক্তি নেই। বিচারক এবং পুলিশের মিলিত আয়োজনেই তো শেখ হাসিনা কোনরকম জন সমর্থন ছাড়াই দোর্দন্ডপ্রতাপে সরকার চালাচ্ছেন। করজোড়ে নেতাদের বললাম বিপ্লব অথবা আত্মসমর্পণ ছাড়া খালেদা জিয়া আর জেলের বাইরে আসবেন না।

জুলাইয়ের ২৩ তারিখে টিউলিপ সংক্রান্ত মামলার হাজিরা দিতে কুষ্টিয়া গেলাম। আওয়ামী নেতা হানিফের লাঠিয়াল বাহিনী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমাকে হত্যার আয়োজন যে করে রেখেছে সেটা জানার কোন সুযোগ ছিল না। কুষ্টিয়ার আদালতে প্রবেশ করতেই সশস্ত্র ক্যাডারদের মহড়া শুরু হল। মেহেদি হাসান তখন কুষ্টিয়ার এসপি। পুলিশের পোশাকে এই আওয়ামী সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রিয় অফিস ভাঙ্গা হলে আমার দেশ পত্রিকায় কয়েক পর্বের অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। এ নিয়ে আমার উপর মেহেদি হাসানের প্রচন্ড আক্রোশ ছিল। কাজেই কুষ্টিয়ায় আমাকে শেষ করবার পরিকল্পনা করতে কোন সমস্যাই হয়নি। ওই দিনের সকল ঘটনা পাঠকদের অধিকাংশই টেলিভিশন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছেন ধারনা করে পুনরাবৃত্তি করছি না। আল্লাহতালার অসীম করুনায় জীবন রক্ষা পাওয়ায় শুধু কায়মনোবাক্যে শোকরানা জানাচ্ছি।

রক্তাক্ত অবস্থায় কুষ্টিয়া থেকে যশোর হয়ে বিমানে ঢাকায় ফিরে ইউনাইটেড হাসপাতালে গেলাম। তাৎক্ষনিকভাবে ওটিতে নিয়ে মাথা এবং মুখের জখমে সেলাই করা হল। এক দিন পরেই আবার সুনামগঞ্জে হাজিরার তারিখ থাকলেও আমি অত দূরে যাওয়ার অবস্থায় ছিলাম না। মাথা আর মুখে ব্যান্ডেজ নিয়ে এম্বুলেন্সে হাইকোর্টে আগাম জামিন চাইতে গেলাম। যথাসম্ভব অপমান সহকারে চার সপ্তাহের জামিন দিয়ে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট শেখ হাসিনার পদলেহি ক্লাউনেরা সর্বসমক্ষে জানিয়ে দিলেন যে আমি যেন ভবিষ্যতে আর কখনো জামিন চাইতে হাইকোর্টে না যাই। কারণ আমাকে বিচারকেরা ঘৃণা করেন। অন্য যে কোন দেশে কোন বিচারক এমন সংবিধান এবং মানবাধিকারবিরোধী বক্তব্য দিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের অপসারণ করা হতো। কিন্তু শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ পুরো বাংলাদেশটাকেই গিলে ফেলেছে। বুঝতে পারলাম এর পরও বাংলাদেশে থাকা আর আত্মহত্যার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আগস্টের ২৪ তারিখে মালয়শিয়ায় নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলাম।

তারপর এই প্রবীণ বয়সে কিছুটা লেখাপড়া আর অল্পবিস্তর লেখালেখি করে কেটেছে দুটো বছর। জেল থেকে ইংরেজিতে লেখা বই, দি পলিটিকাল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারী। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় আগ্রাসন নিয়ে একাডেমিক গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভারসিটি মালয়শিয়ার ইতিহাস এবং সভ্যতা বিভাগ থেকে। এরই মধ্যে আল্লাহর গজবের মত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। আল্লাহর কাহহার রূপের কাছে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা, প্রাচুর্য্য এবং বিজ্ঞানের গর্ব যে কত অসহায় সেটাও পুনর্বার প্রমাণিত হয়েছে। করোনায় গৃহবন্দিত্বের মাঝেই আমার ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের একদল লন্ডন প্রবাসী সহযোদ্ধা ওখান থেকে আমার দেশ অনলাইন প্রকাশ করার উদ্যোগের কথা জানালেন। আমাকে সম্পাদক হওয়ার প্রস্তাব দিলে সানন্দে গ্রহণ করলাম।

আজ আগষ্টের ৩০ তারিখে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে বুক ফুলিয়ে স্বাধীনতার কথা বলা 'আমার দেশ' এর নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু হল। আজকের দিনটি দুটো কারনে অতি তাৎপর্যময়। আজ পবিত্র আশুরা। এই দিনে হযরত ইমাম হোসেন (রা:) জালিমের শাসকের বিরুদ্ধে মহান বিদ্রোহে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তিনি আজো প্রতিটি মুসলমানের বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। আজ আবার গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস। উভয় কারণে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে। আশা করছি আমার দেশের যে তুমুল জনপ্রিয়তার মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সরকার বাংলাদেশে পত্রিকা বন্ধ করেছিল এবারো সেই জনপ্রিয়তায় ব্যতিক্রম হবে না। তবে বাংলাদেশের পাঠকরা যাতে এই অনলাইন পড়তে না পারেন তার সর্বপ্রকার অপচেষ্টাই সরকার গ্রহণ করবে। আমাদের সীমিত সম্পদ এবং সামর্থ্য নিয়েই আমরা সেই বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করব। দেশের বাইরে যে কোটিরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী আছেন তারা অবশ্য বিনা বাধায় প্রতিদিন আমার দেশ পড়তে পারবেন।

আমার দেশ পুন:প্রকাশের দিনে মরহুম আতাউস সামাদ, স্বর্গীয় সঞ্জীব চৌধুরী, সৈয়দ আবদাল আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, জাহেদ চৌধুরী, আবদুল হাই সিকদারসহ সকল সহকর্মীর কথা মনে পরছে। তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাই আমাকে পরিণত করেছে। জানি না প্রবাসে একাকি এই গুরুভার বহন করতে পারব কিনা। আপনাদের সকলের দোয়া এবং সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রেরণা দেবে।

সর্বশেষে, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের সতর্ক করছি। ২০১৬ সালে জালিম শেখ হাসিনার সরকার আমার দেশ অনলাইন বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে একাধিক সাইটে আমার দেশের লোগো ব্যবহার করে ভুয়া পত্রিকা চালান হচ্ছে। সেগুলোর পেছনে সরকারের এজেন্সিগুলোর মদদ আছে বলেই আমার ধারনা। অতএব আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।

এক এগার পরবর্তী চৌদ্দ বছরে দিল্লির মদদপুষ্ট শাসকশ্রেণি বাংলাদেশকে একটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বানিয়েছে যেখানে মানুষের অধিকার নেই, প্রাণেরও কোন মূল্য নেই। সতের কোটি জনগণের আবাসভূমিকে একটি ইনসাফভিত্তিক, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করবার সংগ্রামে কিছু অবদান রাখার স্বপ্ন নিয়ে লেখার সমাপ্তি টানছি।

লেখক: সম্পাদক, আমার দেশ



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, টিটি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-

রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্মেল্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেলকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99¢
আয়োডাইড সল্ট (২টি)	.99¢

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

& much more...

IRS e-file

INSTANT CASH PICK-UP

SEND MONEY WORLDWIDE Authorized Money Transfer Agent

SUNMAN Global Express Corp.

vigo by Western Union

AB Bank রূপালী ব্যাংক

নির্ভরযোগ্য ভ্রমনের জন্য আজই আসুন
নুন্যতম মূল্যে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি

Airline Tickets
(এয়ার লাইন টিকেট)
INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেকোন স্থানে ভ্রমণের জন্য
সুলভ মূল্যে বিমান টিকেট পেতে আমাদের সেবা নিন

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS
আমরা সপ্তাহে ৭ দিন ই খোলা

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

www.hakimmultiservices.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়





আমরা বাংলায় কথা বলি

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকার অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশ্বাস জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশনার ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞতাবীন দেশী আমেরিকাইজড়ের প্রকাশ করছি। এই ধারাবাহিক লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী রিভিউয়ার্স ম'স্কুল অফিসের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ব্যাচিলর্স অব আর্ট থেকে ইমিগ্রেশন আ' এবং বিজনেস আ'-এর উপর এল.এল.এম. অর্জন করেন। তিনি রিভিউয়ার্স স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন আ' ইন্সার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দুই বার ভোট দিতে

(৩ পাতার পর)

শুরু হওয়ার কথা। এ দিন নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যের মানুষকে 'মেইল ইন' ভোটের কাগজপত্র পাঠানো হচ্ছে। করোনা সংকটের প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগুরু ভোটারই ডাকযোগে ভোট দেবেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সে কারণে একাধিক রাজ্য সব ভোটারের কাছে 'মেইল ইন' ভোটের ব্যালট পেপার পাঠাচ্ছে। কিছু রাজ্যে নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে এমন ভোট গণনা করা হয়। বাকি রাজ্যে নির্বাচনের পর সেই কাজ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, রেকর্ড সংখ্যক ডাকযোগে ভোটের কারণে নির্বাচনের রাতে সার্বিক চিত্র উঠে আসবে না।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই 'মেইল ইন' ভোটের বিরোধিতা করে চলেছেন। তার অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় কারচুপির আশঙ্কা বেশি। কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই তিনি এমন আশঙ্কার উল্লেখ করে চলেছেন। সেই প্রক্রিয়া থামাতে না পেরে এবার তিনি নর্থ ক্যারোলাইনার ভোটারদের দুই বার ভোট দেওয়ার ডাক দিয়েছেন। একবার ডাকযোগে, একবার সশরীরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তার মতে, একমাত্র এভাবেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব। সেই প্রক্রিয়া নিখুঁত হলে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার পর কোনো ভোটার দ্বিতীয়বার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন না।

উল্লেখ্য, নর্থ ক্যারোলাইনার মতো কিছু রাজ্যে শুধু একাধিকবার ভোট দেওয়াই বেআইনি নয়, কাউকে সে কাজে উৎসাহ দেওয়াও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ও ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য জশ স্টাইন এক টুইট বার্তায় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ এনেছেন। তার মতে, ভোটারদের আইন ভাঙতে উৎসাহ দিয়ে নির্বাচনে অরাজকতা সৃষ্টির কাজে সহায়তা চাইছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প শিবির অবশ্য এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কেলেই ম্যাকএনানি 'ফক্স নিউজ' চ্যানেলকে বলেন, প্রেসিডেন্ট মোটেই কাউকে বেআইনি কাজ করতে বলছেন না। তিনি ভোটারদের সচেতন করতে শুধু বলেছেন, প্রত্যেকের ভোট যাতে সত্যি নথিভুক্ত হয়, তা যাচাই করতে হবে। সেটা না হলে সশরীরে ভোট দিতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প।

এদিকে, ফেসবুক জানিয়েছে, ট্রাম্পের যে ভিডিওতে দুই বার ভোট দেবার ডাক দিয়েছেন, কোম্পানির নীতি মেনে সেটি সরিয়ে ফেলা হবে। কোনো মন্তব্য ছাড়া অথবা প্রেসিডেন্টের পক্ষ নিয়ে সেই ভিডিও শেয়ার করলেও ভিডিওর যেকোনো সংস্করণ সরিয়ে ফেলা হবে। টুইটারও ট্রাম্পের মন্তব্য 'ফ্ল্যাগ' করেছে।

নির্বাচনের আগেই টিকা বিতরণের তোড়জোড়

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই করোনাভাইরাসের টিকা বিতরণের তোড়জোড় শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। অঙ্গরাজ্যগুলোকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এ উদ্যোগ বিপজ্জনক মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তড়িঘড়ি এমন উদ্যোগের পেছনে রাজনৈতিক চাপেরও অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতমাসে রিপাবলিকানদের জাতীয় সম্মেলনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর এ বছর শেষের আগেই তার প্রশাসনের কোভিড-১৯ এর টিকা দেওয়া শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর ওপরই তিনি এখন জোর দিচ্ছেন।

আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুইদিন আগে, অর্থাৎ ১ নভেম্বরের মধ্যেই টিকা বিতরণের জন্য সব অঙ্গরাজ্যকে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' (সিডিসি)। ট্রাম্প প্রশাসনের এমন উদ্যোগের পেছনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে ডেমোক্রেট এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্রেট নেতা চাক শুমার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করার অভিযোগ করেছেন সিডিসি'র বিরুদ্ধে। তাছাড়া এই রাজনৈতিক চাপের মুখে নিরাপদ ও কার্যকর টিকার জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রক্রিয়া শেষের আগেই তা বিতরণ করার উদ্যোগে বিপদ দেখছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও। নির্বাচনের আগে টিকা বিতরণ স্পষ্টতই চাপের মুখে করা হচ্ছে বলে অভিমত অ্যারিজোনার এক সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞের। করোনাভাইরাস সংকট এবং এর পরিণতিতে দেখা দেওয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয় সামাল দেওয়ায় ব্যর্থতা ঢাকতে প্রশাসন তড়িঘড়ি টিকা বিতরণ করতে চাইছে বলে মনে করছেন সমালোচকরা। ।

২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের স্কুল

(শেষের পাতার পর)

নাকি অনলাইনে ক্লাস নেয়া হবে তা নিয়ে মাসখানেক ধরেই চলছে নানা বিতর্ক। অনেক অভিভাবকের পাশাপাশি অধিকাংশই শিক্ষক চাচ্ছিলেন অনলাইনে ক্লাস অব্যাহত রাখতে। পরবর্তীতে সিটি মেয়র ও শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে নিরাপদে ক্লাস পরিচালনায় বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্তৃপক্ষ বলছে- স্কুলে প্রবেশকালে হ্যান্ড স্যানিটাইজার থাকবে। সকলকে মাস্ক পরতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শ্রেণি কক্ষ সাজানো হবে। স্কুল ভবনকে প্রতিদিনই পরিষ্কার করার করা হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, প্রতিটি বিদ্যালয়েই একজন করে নার্স থাকবে বলেও নিশ্চয়তা দিয়েছেন মেয়র ব্লাজিও। এজন্য ছলছে নার্স নিয়োগ। মেয়র বলছেন- স্কুলে গমনকারী কোন শিক্ষার্থী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সাথে সাথেই স্কুল বন্ধ করে দেয়া হবে।

নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশন সূত্রে বলা হয়েছে, স্কুলের বাইরে ক্লাস পরিচালনার জন্যে ৫০০ বিদ্যালয় অনুমতি পেয়েছে। ৫৮টি বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা বন্ধ করে ক্লাসের অনুমতি পেয়েছে। ২২৪টি বিদ্যালয় ক্লাস পরিচালনা করবে নিকটস্থ পার্কে। সপ্তাহে ৫ দিনের পরিবর্তে ক্লাস চলবে ৩ দিন। অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি ক্লাস দু'ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে। এক ভাগ ৩ দিন, অপর ভাগ ৩ দিন ক্লাস করবে।

জানা গেছে, মোট ৯০০ বিদ্যালয় আবেদন জানিয়েছে ক্লাস পরিচালনার। এরমধ্যে মাত্র ২৮টি বিদ্যালয়কে অনুমতি দেয়া হয়নি নিরাপত্তার অজুহাতে। সেসব বিদ্যালয়ের আশপাশে করোনা সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। উল্লেখ্য, মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে এই সিটির সকল বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়। এরপর করোনার ভয়াবহতার কারণে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হয় অনলাইনে। গত একমাসেরও অধিক সময় যাবত এই সিটিতে করোনা টেষ্টে শতকরা ১ ভাগেরও কম পজিটিভ রেজাল্ট আসায় সিটি ও ষ্টেট প্রশাসন স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও এখনো ৪০% অভিভাবকই অনলাইনে ক্লাস পরিচালনার পক্ষে। অভিভাবকেরা এখনও স্বস্তি পাচ্ছেন না সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে।

আরো উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় শিক্ষা সংস্থা। ১১ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের প্রাণ ঝরেছে এই নিউইয়র্কে।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

নায়াগ্রা ভ্রমণ

তারিখ :২৫-২৬ আগস্ট ২০২০ (মঙ্গল-বুধ)
বাস ছাড়ার স্থান:
স্টারলিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস,সকাল -৬ টা
জ্যাকসন হাইটস: সকাল -৭টা (সার্প)

থাকা: ফলস সংলগ্ন -হোটেল শেরাটন
প্রতিজন-২২৫ ডলার

আমরা নিয়মিত ট্যুর অপারেট করি

পর্তুগাল-প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন-এন্ডোরা, ফিনল্যান্ড-লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মরক্কো, কায়রো, গ্রীস, ইস্তাম্বুল, জার্মানী, বাহামা-মেক্সিকো, রোম, সিডনী-মেলবোর্ন-ক্যানবেরা, নিউজিল্যান্ড-অকল্যান্ড

■ নিউইয়র্ক থেকে চালু করেছি 'ইসলামিক ট্যুরিজম'। তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, ওমান এবং পালেস্টাইনের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের পর একই সাথে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করি।

■ পিকনিক অথবা ভ্রমনের জন্য বাস ভাড়া দিই।

যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.

* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801. Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

মুসলিম দুনিয়ার বিচিত্র রাজনীতি

(৪ পাতার পর)

সপ্তাহ আগে গিয়েছিলেন সৌদি আরবে। উদ্দেশ্য সৌদি বাদশাহকে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। দেখা না করে বাদশাহ বলে পাঠালেন, এসব শোনার তাঁর সময় নেই। এগুলো ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পাকিস্তানের চেয়ে সব সময় ভালো। হতাশ হয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশি ছুটলেন চীনে। যে চীন বছর বছর ধরে তাদের উইঘুর প্রদেশে কয়েক লাখ মুসলমানের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে, তারা কেন কাশ্মীর নিয়ে মাথা ঘামাবে? উইঘুর বিষয়ে কোনো মুসলিম দেশকে তো দেখা যায় না টুঁ শব্দটি করতে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন তুরস্ক, মালয়েশিয়া আর পাকিস্তানকে নিয়ে সৌদি বলয়ের বাইরে মুসলিম দুনিয়ার আরেকটি মোড়লগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে। এখন পর্যন্ত ইমরান খান তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম পরাশক্তি ইরানের সঙ্গে সৌদি আরব আর তুরস্কের সম্পর্ক কখনো ভালো ছিল না। সৌদিরা যে মুসলমান তা ইরান কার্যত স্বীকার করে না। ২০১৬ সালে ইরান তাদের দেশ থেকে কাউকে হজ্‌ব্রত পালন করতে সৌদি আরবে যেতে দেয়নি। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছিল তখন ইরান আর জর্দান যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে পাকিস্তানকে সব ধরনের সামরিক সহায়তা দিয়েছে। সেই ইরান ২০০৩ সালে ভারতের সঙ্গে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার অন্যতম ধারা হচ্ছে কোনো এক তৃতীয় দেশের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে একে অপরের বিমান ও সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনা ব্যবহার করতে পারবে। তার অর্থ দাঁড়ায় কোনো সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে ভারত ইরানের কাছে এই ধারার কার্যকর বাস্তবায়ন চাইতে পারে।

একাত্তরে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষের ওপর নৃশংস গণহত্যা চালাচ্ছিল তখন ইরাক ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিমপ্রধান দেশ এর সামান্যতম নিন্দাও করেনি। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিমপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়ার নেভির একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর ফেলে। তাদের নৌসেনারা চট্টগ্রাম শহরে খোলা জিপে ঘুরে বেড়াল এটি দেখাতে যে, 'আমরা এসে গেছি'। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে। সেই বাংলাদেশকে সৌদি আরব স্বীকৃতি দিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর। সৌদি আরব বর্তমানে আমেরিকার হয়ে প্রতিবেশী মুসলিমপ্রধান দেশ ইয়েমেনের ওপর নিয়মিত বোমা ফেলে নিরীহ মানুষ হত্যা করে। এ পর্যন্ত ওআইসিভুক্ত কোনো দেশ সে সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। ভারতের কাশ্মীর নিয়ে বাংলাদেশের কিছু মহল ছাড়া আর কারো তেমন মাথাব্যথা নেই। মিয়ানমার তাদের এথনিক ক্লিনজিংয়ের অংশ হিসেবে আরাকান রাজ্য থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান উৎখাত করা শুরু করল। রাতারাতি বাংলাদেশে ১০ লাখ ঢুকে পড়ল। এখন তারা বংশ বৃদ্ধি করে প্রায় ১২ লাখ। কয়েক হাজার গেল মালয়েশিয়া আর থাইল্যান্ডে। কিছু ভারতে গিয়েছিল। থাকতে পারেনি। মিয়ানমারের এই অমানবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো মুসলিম দেশের তেমন কোনো উচ্চবাচ্য তো শোনা যায় না। তাদের দেখতে বাংলাদেশে এলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের স্ত্রী। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে গিয়ে কিছু ফটোসেশন হলো। তারপর সব শেষ। কিছুদিন রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির হয়ে উঠল বিদেশি মেহমানদের এক আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র। মিয়ানমারের সঙ্গে মুসলিমপ্রধান দেশ ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া আসিয়ানের সদস্য। এই তিনটি দেশকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কখনো এই ফোরামে কোনো উচ্চাবাচ্য করতে শোনা যায় না।

বর্তমান সময়ের জটিল ভূ-রাজনীতি পর্যালোচনা করলে এটি পরিষ্কার, মুসলিম উম্মাহ বলতে বাস্তবে কিছু নেই। ওআই-সিভুক্ত ৫৭টি দেশ অভিন্ন কণ্ঠে কোনো বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারবে না। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ক সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। রোহিঙ্গাদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হবে, তা মনে হয় না। সবাই ঠিক করেছে, নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়ে অন্য কারো স্বার্থ রক্ষার জন্য তেমন কিছু করা বোকামি। আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে এসব বিষয় মনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

সিটির মল পুনঃখোলা হবে ৯ সেপ্টেম্বর

সিটির মল খুলবে ৯ সেপ্টেম্বর

বাংলাপত্রিকা রিপোর্ট: ৯ সেপ্টেম্বরবুধবার থেকে নিউইয়র্ক সিটিরমলগুলোপুনঃখোলারনির্দেশ দিয়েছেনগভনর্র এন্ড্রুকুমো। বাধ্যতামূলকমাস্ক পরিধান, সোস্যালডিস্ট্যান্সনিয়মকানুন মেনেচলাছাড়াওধারণ ক্ষমতার ৫০% লোকমলে প্রবেশেরসুযোগপাবেন। তবেমলেইনডুরডাইনিংনিষিদ্ধ বলেজানিয়ে দিয়েছেনগভনর্র কুমো। এছাড়াওনিউইয়র্ক স্টেটের ক্যাসিনোগুলোও ৯ সেপ্টেম্বর থেকে পুনঃখোলাহবে। অবশ্য মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায়রাখা ছাড়াওধারণ ক্ষমতারমাত্র ২৫% লোক ভেতরে প্রবেশেরসুযোগপাবেন। এছাড়া স্টেটের ইন্সপেক্টরগণক্যাসিনোরআইন-কানুনপালনেরবিষয়গুলোখতিয়ে দেখবেন। গভনর্র কুমোআরওবলেন যে সিটির রেস্টুরেন্টইনডুরসার্ভিসওপুনরায়চালুকরাউচিত। এর ব্যর্থতার দায়গভনর্র কুমোসিটি মেয়রবিলডিবাসিয়োরঘাড়েচাপিয়েছেন।

মেয়রবাসিয়োর ঘোষণা: সেপ্টেম্বরমাসেরমধ্যেইসিটির রেস্টুরেন্টগুলোর ইনডুরডাইনিং শুরুর কথা বলেছেনিউইয়র্ক সিটি মেয়রবিলডিবাসিয়ো। মেয়রঅবশ্য বলেন, শুধু-সিটিকিংবাআমেরিকানিয়বলতে গেলেসমগ্র বিশ্বেরজন্যইকরোনাভাইরাসেরপুনঃসংক্রমণ প্রশ্নেইনডুরবারএবংনাইটক্লাবগুলোসবচেয়েভয়ানকসমস্যা। ক্লাশশুরুহবে ২১ সেপ্টেম্বর: শিক্ষকএবং স্টাফগণ ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিদ্যালয়েউপস্থিত হওয়ারপর-ওসিটিরপাবলিক স্কুলেরক্লাশশুরুহবে ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। মেয়রবিলডিব-াসিয়োজানান যে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ দিনেব্রট্রাণ্ডিশনালপিরিয়ডশুরুহবেএবং এ সময়সকলছাত্র-ছাত্রীকেরিমোটের সাহায্যে ইন্সট্রাকশনবানির্দেশনাপ্রদানেরকাজওআরম্ভ হবে। আর ২১ সেপ্টেম্বর থেকে যথারীতিক্লাশশুরুহবে। তবেপ্রতি ২ মাস পর পরসামগ্রিকপরিস্থিতিমনিটরকরাহবে।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

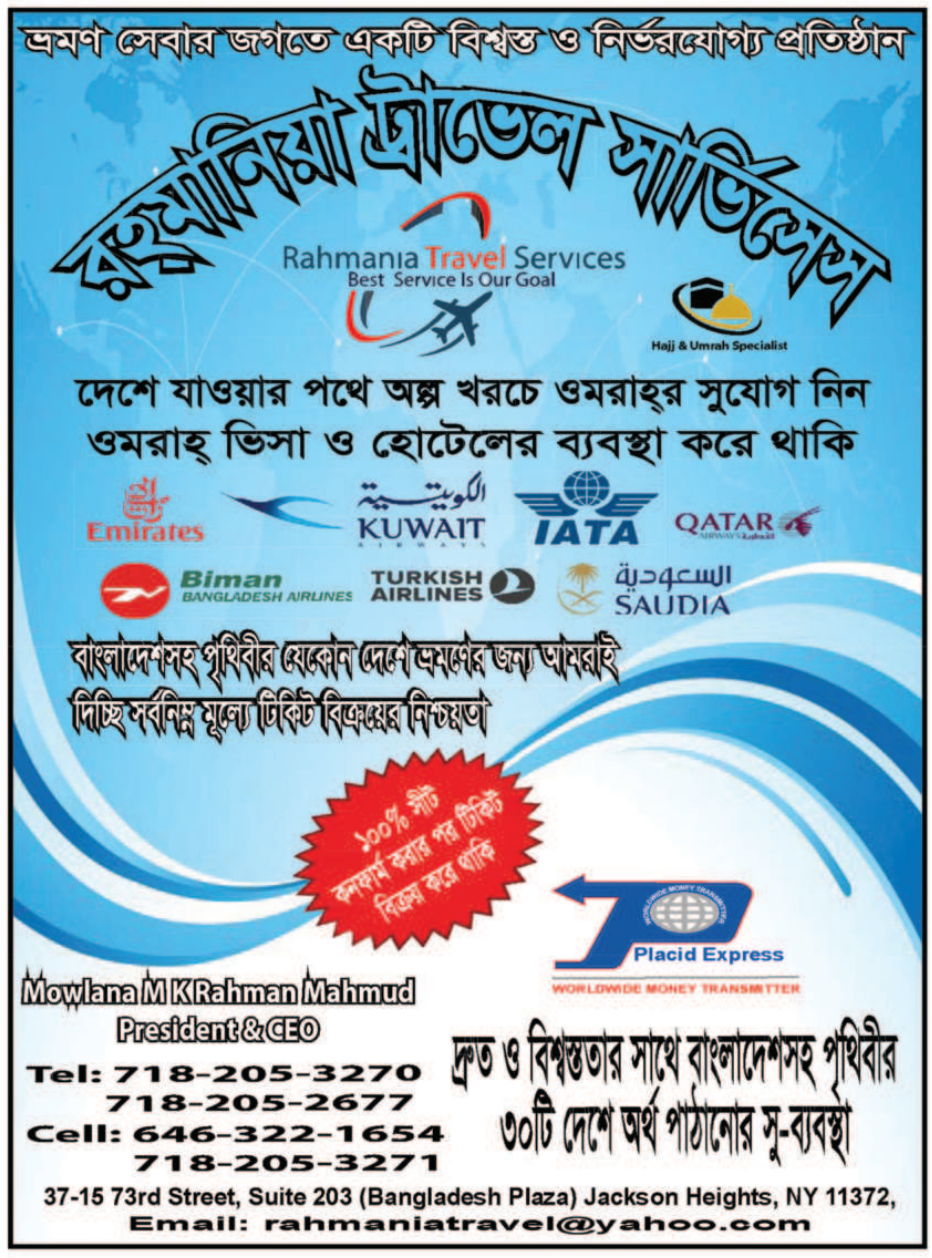
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এক ধরনের সন্ত্রাস

সামছুদ্দীন আজাদ

ইদানীং বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড নিয়ে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এমন কি বিদেশেও এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া চলছে, মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন সাধারণ মানুষ। সর্বশেষ টেকনাফ থানার ওসি কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। যা বিচার বহিভূত হত্যাকান্ডের ইতিহাস সবচেয়ে অমানবিক এবং নিষ্ঠুর বর্বরোচিত একটি হত্যাকান্ড। সিনহা রাশেদ অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, তার কাছে রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষমতা ছিলনা, আর যে পুলিশ তাকে হত্যা করলো সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক সিনিয়র পদবীধারী মেধাবী মেজরকে খুন করতে পারলো খুব সহজে। ক্ষমতায় থাকা আর ক্ষমতার বাইরে থাকার পার্থক্যটা এখানেই। নিঃসন্দেহে এটি অন্যায় এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমরা আশা করি রাষ্ট্র, সরকার, এমন বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিচার করবে যা হবে দৃষ্টান্তমূলক।

আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। মুক্ত স্বাধীন পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য, আর সেই দেশে যদি জীবনের স্বাভাবিক পথ চলা ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি না থাকে- নিজ দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অমানবিকভাবে মানুষ খুন কওে, তখন সেই রাষ্ট্রকে আর সভ্য রাষ্ট্র বলা যায়না। তাদের আচরণে গণতান্ত্রিক সরকারের সমর্থ অর্জন, সফলতা ম্লান হয়ে যায় এবং সরকারকে জনগনের কাছে, বিশ্ব বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়। এমন বর্বরোচিত হত্যাকান্ডে মানুষের বিবেককে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দেয় এবং আঘাত করে। মানুষ এমন পরিস্থিতিতে একটি গতান্ত্রিক সভ্য সমাজে বসবাস করেও নিজকে অসহায় মনে করে। যেখানে রাষ্ট্র তার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা, যেখানে মানুষ হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের কাছে জিম্মি। সেই ব্যাখ্যায় পরে আসবো তার আগে আলোচনা করতে চাই আমাদের উপনিবেশিক পুলিশ, সেনাবাহিনী আর আমলাতন্ত্রের চরিত্র নিয়ে।

দুই শত বছরের ইংরেজ শাসন, আর ২৪ বছরের পাকিস্থানী মিলিটারী ডিকটেটরের শাসনে আমাদের স্বাধীন মুক্ত চিন্তা করার সমস্ত উপসর্গ এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের চিন্তায় মননে আমরা রয়ে গেছি শতভাগ পরাধীন গোলামী মানসিকতায়। দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেও স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, সামরিক-বেসমরিক আমলাতন্ত্র পুরাপুরি রয়ে গেছে পাকিস্তানী মান-সিকতায়, চাকুরী করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কিন্তু হৃদয়ে তারা রয়ে গেছে প্রো পাকিস্তানী। যার কারনে স্বাধীনতার পরপর জাতির জনক যখন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ক্ষমতা গ্রহণ করলেন- আর তখন থেকে আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেছে ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর সাথে দূরত্ব তৈরী করা হল তার বিশ্বস্থ সহযোগী জনাব তাজউদ্দিনের সাথে। খন্দকার মোস্তাক ষড়যন্ত্রের জাল পাকিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তার করে ফেলছে, সরকারের সমস্ত পর্যায়ে বসে ছিল সেরা দূর্নীতিবাজ আর লুটেরা মানসিকতার লোকজন। পুলিশ, মিলিটারী, আমলা, কারো মাঝে দেশপ্রেম বলে কিছু ছিল না। ফলে সর্বত্র শুরু হয়েছে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির বিরাট সুযোগ। স্বাধীনতা বিরোধীরা গোপনে আঘাত করে ফেলেছে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্টদের সাথে। সিরাজ সিকদারের মত সন্ত্রাসীকে দিয়ে তৈরী করা হল সর্বহারা পার্টি। রাতের অন্ধকারের হামলা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ছিল তার কাজ- সরকার বাধ্য হয়ে তাকে থামিয়ে দিল। এটিকে যারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, তারাই স্বাধীনতা বিরোধী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী, তারা ৭৫-এর বঙ্গবন্ধু হত্যাকে সমর্থন করে এবং এড়িয়ে গিয়ে অন্য ঘটনা সামনে আনার চেষ্টা করছে। অথচ মানক সভ্যতার ইতিহাস সবচেয়ে ভয়াবহ এবং বর্বরতম মানবতা বিরোধী বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ডটি ঘটানো হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র গুলি করে হত্যার নির্দেশ ছিল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। সন্ত্রাসী হত্যা করতে গিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের হত্যা এবং দমন করা ছিল বিএনপির সৃষ্ট তথা কথিত র‍্যাবের মূল উদ্দেশ্য। কোন জবাবদিহিতা ছাড়া, কোন কৈফিয়ৎ ছাড়াই যাকে খুশি তাকে খুন করা যেতো। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে। তখন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার বহিভূত হত্যার লাইসেন্স দিয়েছিল বিএনপি। অপারেশান ক্লিনহার্ট নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করা শুরু হয়েছিল যা নিশ্চয় দেশবাসী ভুলে যায়নি।



১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালোরাত্রিতে। একে একে তিনটি বাড়ীতে হামলা চালিয়ে মিলিটারী নামক কুকুরগুলো, বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্ত্রী, বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ছেলে, দুই ছেলের নব বিবাহিতা স্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, তার স্ত্রী আরজুমনী সহ মোট ১৮ জন মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করে। এর পর আর ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর জেল খানায় চার জতীয় নেতাকে নির্মমভাবে বিচার বহির্ভূত হত্যা কান্ড ঘটায়। এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ নামক কালো আইন জারী করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচার করা যাবে না- এমন আইন পাশ করে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরোচিত বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের বৈধতা দেয়া হয় রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে।

স্বাধীন বাংলাদেশের এটাই ছিল সবচেয়ে বিচার বহিভূত হত্যাকান্ড এবং যে হত্যার বিচার বন্ধ করে দেয়ার জন্য সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছিল- যা থেকে বের হয়ে খুনিদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে এবং ফাঁসীর রায় কার্যকর করতে আওয়ামী লীগকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ ২১ বছর। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত তৈরী করলো র‍্যাব-র‍্যাপিড একশান ব্যাটেলিয়ান নামক আলাদা আইন শৃংখলা বাহিনীর এই গ্রুপটি। বিএনপি সরকার পুলিশ, সেনা, নৌ বাহিনীর প্যারালাল এই বাহিনীকে তৈরী করা হয়েছিল নিজের ক্ষমতাকে টিকে রাখার জন্য, নিরাপদ রাখার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। সন্ত্রাসীদেরকে দেখা ২০০৮ সালে আওয়মী লীগ ক্ষমতায় এসে র‍্যাবকে বাতিল করেনি বরং নতুন রূপে নতুন উদ্যামে র‍্যাবকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। সেনা, নৌ, পুলিশ থেকে মেধাবী এবং চৌকস সদস্যদের এনে র‍্যাবকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আমার যে বিশ্লেষন, সরকারগুলো কেন র‍্যাব তৈরী করলো? আমার মনে হয় আমাদের দেশের পুলিশ প্রশাসন সব চেয়ে পুরাতন এবং উপনিবেশিক। তাদের কাছে একাডেমিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষা নেই। তাদের ৯০ ভাগ কম্পিউটার চালাতে জানেনা, তথ্য প্রযুক্তির জগৎ সম্পর্কে ওরা পুরা পুরি অন্ধ, ওদেরকে এখনও বহন করতে হয় দোনালা বন্ধুক, আর আসামী ধরতে যেতে হয় রিকশায় চড়ে, ওদের অনেকের কাছে একটা সেল ফোনও নেই। বিসিএস ক্যাডার ছাড়া বাকী সবগুলো অনেকটা পুরাতন আমলের মানুষ। ইদানীং যারা বিসিএস করে পুলিশের এএসপি পদে নিয়োগ পাচ্ছেন পর্যায়ক্রমে প্রমোশন পেয়ে এসপি হন। আর যারা সাব ইন্সপেকক্টর থেকে প্রমোশন পেয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার হন, তখন তার ক্ষমতা বাড়ে, কাজের পরিধি বাড়ে, অনেক দায়-দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হয়। কিন্তু কতজন সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন এই বিভাগে। খুব সীমিত সংখ্যক সৎ পুলিশ অফিসার ছাড়া বেশীর ভাগ পুলিশ দূর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, মানুষকে ভয় দেখিয়ে নির্যাতন করে অর্থ আদায় করে। ইদানীং পুলিশী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরী হয়েছে ইয়াবা মাদক ব্যবসায় প্রসারের কারনে। এটি খুব সহজ উপায়, যে সব এলাকায় ইয়াবা ব্যবসা চলে সেখানে পুলিশের জন্য তৈরী হয়ে গেছে সোনালী সুযোগ। পুলিশের টাকার প্রয়োজন হয়েছে- এবার সে শিকার ঠিক করে কাকে ধরবে, মাদক ব্যবসার মিথ্যা নাটক সাজিয়ে। এবার এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি, নামীদামী পয়সা ওয়ালার তালিকা প্রস্তুত করে, তাকে নানা অজুহাতে থানায় ডেকে এনে তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে, যদি সে পুলিশের দাবী অনুযায়ী টাকা দিতে না চায়, শুরু হয় মারধর, মাদক ব্যাবসার সাজানো মামলা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে ছাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করে।

সম্প্রতি যে মর্মান্তিক ঘটনা পুলিশ ঘটিয়েছে টেকনাফে। প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রশিদকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্যে দিয়ে ঐ অঞ্চলের পুলিশের বর্বরতার আসল রূপ বের হয়ে গেছে, পুলিশ ঐ এলাকায় সরাসরি মাদক ব্যবসায় জড়িত অথবা মাদক ব্যবসায়ীদের অবৈধ ব্যবসার সুযোগ দিয়ে তার কাছ থেকে মাসিক মাসোয়ারা নেয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বার্মা সীমান্তবর্তী এলাকা, কক্সবাজার, টেকনাফ, রামু, উখিয়া সহ রাঙ্গামাটি ও খা-গড়াছড়ি এলাকার সব থানার ওসি, এলাকার এসপি, চোরাকারবারী মিলেমিশে একাকার হয়ে গড়ে তুলেছে এক বিশাল জগৎ, আর এই বিষয়টি নিয়ে প্রকৃত চিত্র তুলে ধারার জন্য অনুসন্ধানে নেমেছিল মেজর সিনহা, এমনকি টেকনাফ থানার ওসি-ও অবলীলায় মাদক ব্যবসার কথা স্বীকার করে তথ্য দিয়েছিল মেজর সিনহাকে। নিজের দেয়া তথ্যই তার জন্য কাল হবে মনে করে তার বস এসপিকে জানালে বিপত্তি ঘটে সেখানে, আর তখনই সিনহাকে খুন করে টেকনাফ থানার ওসি। এরকম কিছু সংখ্যক অসাধু দূর্নীতিবাজ পুলিশের কারণে আজ সারাদেশে পুলিশের ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন! সরকারের ভাবমূর্তিও প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। বিতর্ক সৃষ্টি হলো সেনাবাহিনী, পুলিশের ভুমিকা নিয়ে। বদনামের বোঝা বইতে হলো সরকারকে। ওরা তো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, সরকার তাদের বেতন ভাতা সহ সব রকমের সুযোগসুবিধা দেয়, আর সে কর্মস্থলে যোগ দিয়ে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বার বার সর্তক করার পরও যখন না শুনে শেষ পর্যন্ত সরকারও বাধ্য হয় ক্রস ফায়ারের সিদ্ধান্তে যেতে, এটি যেমন পুলিশের বেলায় প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ, তেমনি সন্ত্রাসীদের বেলায়ও তা করা উচিৎ।

বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনেক দলীয় সন্ত্রাসী সরকারী দলে যোগ দিয়ে দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা রাজ-নীতিবিদদের সাথে গোপন আতাঁত করে রাজনীতিবিদদের বদ ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য সে শুরু করে চাঁদাবাজী, চুরি, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা সহ হেন কিছু নেই যে সে করে না। তার অত্যাচারে নিজদলের নেতাকর্মীরা যেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তেমনী সাধারণ মানুষও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মানুষ বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নেয়, যায় থানা পুলিশের কাছে। দেখা গেছে থানা পুলিশও ম্যানেজ হয়ে আছেন কারো না কারো পক্ষ নিয়ে, বিচার তো পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মানুষ মনে করে র‍্যাব একমাত্র উপায়। কোন না কোন উপায়ে স্বরণাপন্ন হয় র‍্যাবের। র‍্যাব কিন্তু সরাসরি অ্যাকশানে যায় না। র‍্যাব সন্ত্রাসীর গোপন তথ্য সংগ্রহ করে, তার গতি বিধির উপর নজর রাখে খুব গোপনে। তাকে সংশোধনেরও সময় সীমা দেয়া হয়। দেখা গেছে রাজনীতির ছত্র ছায়ায় থেকে এই সন্ত্রাসী হয়ে উঠেছেন ভীষন বেপরোয়া, সে কোন কিছু মানে না, শেষ পর্যন্ত র‍্যাবকে যেতে হয় ক্রসফায়ারের মত অ্যাকশানে। সে ক্ষেত্রে ক্রসফ-ায়ারকে বিচার বহিভূত হত্যাকান্ড বলা যাবে না। যদিও এটি এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তবে এটির বৈধতা আছে বলে আমি মনে করি।

লেখক: সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ।

টিনএজার ও কিছু কথা

ড.আব্দুস সাত্তার

টিনেজার সময়টা খুবই ক্রিটিকাল। বাবা মা তাদের টিনেজার সন্তানদের নিয়ে অনেক সময় চিন্তায় পরে যান। এই সময় টিনেজার ছেলেমেয়েরা এমন কিছু কার্যকলাপ করে যা তাদেরকে আজীবন ভুগতে হয়। টিনেজার একটি ইংরেজী শব্দ। Teenager=Teen+ Age. টিন হচ্ছে ইংরেজিতে যেসব সংখ্যার শেষে Teen রয়েছে অর্থাৎ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ তাই ১৩ থেকে ১৯ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে টিনেজার হিসাবে ধরা হয়। আমাদের সমাজে বাবা মায়েরা টিনেজারদের তেমন গুরুত্ব দেয়না। বাবা মা মনে করেন ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে তাদের ভালো মন্দ তারা বুঝে নিবে। এই ভাবনাটা একেবারে ভুল। প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত টিনেজার ছেলেমেয়েদের আলাদা যত্ন নেওয়া। টিনেজার বয়স ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন এক জগত। এ সময় ছেলেমেয়েদের শরীরের নিঃসৃত যৌন হরমোনগুলো মন মেজাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় তারা নিজেদেরকে নায়ক-নায়িকা ভাবতে থাকে। আর এই ভাবনা থেকেই তারা ফেইসবুক, টুইটার, হটসআপ, ভাইভার, ইমু, ভিডিও কল, টিকটক ও ম্যাসেঞ্জার নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে রাত কাটিয়ে দেন। যার ফলে তাদের মাঝে প্রেমের নেশা পেয়ে বসে। বয়স টিন হওয়াতে প্রেমের সফলতা বাস্তবায়ন করার জন্য তারা জীবন বিলিয়ে দিতে চায়। তাই দেখা যায় বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যাবহার করে এমনকি তাদের সাথে বনিবনা হয় না।

টিন বয়সে ছেলেমেয়েরা অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখে থাকে আর কোন কারনে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন না হলে অতি দ্রুত তারা হতাশ হয়ে যান। আর এই হতাশা থেকেই তারা মাদক আসক্ত, যৌন কার্যকলাপ হয়ে আস্তে আস্তে অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। এই সময় তাদের মাথা যন্ত্রণা নিদ্রাহীনতা ও পরিবারের লোকজনদের সাথে খারাপ ব্যাবহার এমনকি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং বিভিন্ন ক্রিমিনাল কার্যকলাপ করে। অনেক টিন ছেলেমেয়েদের বেশী মানসিক চাপ নেবার ক্ষমতা থাকে না তাই দেখা যায় অনেক টিন আত্মহত্যা করতে চায়।

আমি অনেক টিন এজারদের কাছে জানতে চেয়েছি কি সমস্যা তাদের? উত্তরে টিনএজাররা অভিযোগ কেউ তাদের বোঝে না বা বুঝতে চায় না। সবাই চায় তাদের চোখের ইশারায় বা না বলার আগেই বাবা মা তাদের চাওয়া-পাওয়া বুঝে ফেলুক। অনেকেই বলেছে তাদের বাবা মা Back-dated. বাবা-মা নাকি ১৯৩২ সালের ফোর্ড মডেল ১৮ আর তারা নিজেরা নাকি BMW M3 মডেল! সবচেয়ে বেশী মাকে নিয়ে তাদের হাজারো অভিযোগ। তারা নাকি তাদের যে সমান হয় না একথা অনেক বাবা-মা মানতে নারাজ। তাদের মতে ঐ ছেলে/মেয়ে যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারে তবে তাদের ছেলে/মেয়ে কেন পারবে না? বাবা মায়ের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা যায় 'ক্লাসের সব ছেলের বাবা মা যদি একই কথা বলে তবে ক্লাসে সেকেন্ড, থার্ড হবে কে? আর কোন বাবা-মায়ের ছেলে লাস্ট হবে? কিছু কিছু বাবা মা তাদের সন্তানের জন্মের আগেই ঠিক করে রাখে তাদের সন্তান



বন্ধুদের বাবা মায়ের মত স্বাধীনতা দেয় না, নিজের ইচ্ছামত ঘুরতে দেয় না, খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, সব ব্যাপারে খবরদারী করে, বারবার পড়তে বলে, ঘুমাতে যেতে বলে রাত ৯টায়, শুধু তাইনয় নতুন নতুন মুভি ও প্রিয় তারকাদের কনসার্টগুলো দেখতে যেতে দেয় না। এমনকি তাদের পছন্দের জামা কাপড়, চুল কালার বা চুল বড় করলে দুনিয়ার বানী শুনিয়ে দেয়। এই সব কিছুই টিনএজারদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। প্রতিটি বাবা মার ইচ্ছে তাদের ছেলে/মেয়ে স্কুলে ভালো রেজাল্ট করবে। সবার যোগ্যতা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাদের উদ্দেশ্য সাধু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সন্তানের যোগ্যতার দিকটিও তো দেখা উচিত। কতটুকু তাদের সামর্থ্য এটা ভুলে গেলে চলবে না। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের চাপ খেতে খেতে বেশিরভাগ টিনএজার ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়ে। যখন তারা দেখে তাদর নিজস্ব ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না তখন অনেক টিনএজার ফেটে পড়ে বিদ্রোহ করে আবার অনেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এই গুটিয়ে যাওয়া টিন-এজারদের ভেতর সর্বদা একটা ভীতি কাজ করে। এতে করে তাদের স্বাভাবিক জীবনধারা ও মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ভয়ের কারণে তারা তাদের স্বাভাবিক যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফোবিয়া'য় ভুগতে থাকে।

অনেক বাবা-মা টিনদের যথাযথ সময় দিতে পারে না। বেশিরভাগ সময়ই এটা হয় না। এটা বাবা মায়ের অক্ষমতা নয়। আসলে তাদেরকে হাজারো সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। পরিবারের ভরণপোষণ, চাকরিক্ষেত্র, আত্মীয় স্বজনের দেখা শোনা, নিজেদের দাম্পত্য সমস্যা, জীবনযাপনের ক্লান্তি এসব কারণে তারা অনেক সময়ই নিজ সন্তানের চাওয়ার দিকে নজর দিতে পারেন না। পারলেও মাঝে মাঝে তাদেরকে উপেক্ষা করতে হয়। আবার চাকরিজীবী বাবা-মায়ের সন্তানেরা তাদের বাবা-মাকে কাছেই পায় না। কোনো কোনো অভিভাবক সন্তানকে অতি আধুনিক হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে যায়। ফলে সন্তান যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

বাড়িতে টিনএজার থাকা মানে যেন একটা পারমাণবিক চুল্লী থাকা, যেটা যে কোন সময় বিস্ফোরিত হতে পারে। টিনএজ আগ্নেয়গিরির লাভা সবকিছুকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। তাই সকল বাবা-মা টিনএজদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করা। তাদের চাওয়া-পাওয়ার নিয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলাপ করা। না থাকা সময় থেকে একটু সময় নিয়ে টিনএজদেরকে সময় দেওয়া। ট্রাষ্ট বা বিশ্বাস যে কোন সম্পর্কের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি আপনার টিনেজ সন্তানকে আপনার কথা শুনাতে চান, তাহলে আপনাকেও কিন্তু তার কথা শোনার সময় ও ধৈর্য থাকতে হবে। আপনাকে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। একটি খোলা সম্পর্ক রাখুন সন্তানের সাথে, যেখানে আপনারা একে অপরের সাথে কিছু ভাগ করতে পারেন। যখন আপনি আপনার জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আপনার টিনেজ সন্তানের সাথে ভাগ করেন, তখন আপনার সন্তান জানবে যে আপনি তাকে গুরুত্ব দেন এবং তার জীবনের বিষয়ে আপনার কাছে খোলাখুলি হতে পারে। সন্তানের মূল অভিভাবক পরিবার। পরিবার থেকে যদি সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়া হয়, ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়া হয়, নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ দেয়া হয়, তাহলে টিনএজদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

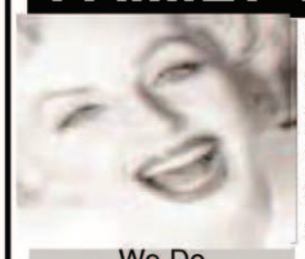
ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-9558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com *এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।*

বিশেষ আয়োজন

জন্মস্থানেই অস্তিত্ব সংকটে পোড়াবাড়ির চমচম

টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজারের মিষ্টিপট্টিতে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ চমচম স্বল্পপরিসরে পাওয়া গেলেও পোড়াবাড়িতে অস্তিত্ব হারিয়েছে অনেক আগেই। পোড়াবাড়ির প্রসিদ্ধ চমচমের যৌবনকালে গ্রামের ঘরে ঘরে শুধু চমচম তৈরি হতো। টাঙ্গাইল ধেকে প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন- মু. জোবায়েদ মলিস্নক বুলবুল।

যুগ যুগ ধরে রসনাবিলাসী বাঙালীর তৃপ্তিদায়ক মিষ্টান্ন চমচম। চমচম বলতে বাঙালী একবাক্যে বুঝে নেয় টাঙ্গাইল তথা পোড়াবাড়ির প্রসিদ্ধ চমচমের কথা। রাষ্টীয় বা সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা বন্ধুদের আড্ডাও চমচম ছাড়া যেন পূর্ণতা পায় না। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়িতে উৎপাদিত সেই বিখ্যাত চমচম বর্তমানে তার জন্মস্থানেই নিরুদ্দেশ হওয়ার পথে। টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজারের মিষ্টিপট্টিতে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ চমচম স্বল্পপরিসরে পাওয়া গেলেও পোড়াবাড়িতে অস্তিত্ব হারিয়েছে অনেক আগেই। পোড়াবাড়ির প্রসিদ্ধ চমচমের যৌবনকালে গ্রামের ঘরে ঘরে শুধু চমচম তৈরি হতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মাত্র ১০-১২টি বাড়িতে চমচম তৈরি করা হয়।

প্রসিদ্ধ চমচমের গোড়াপত্তন: টাঙ্গাইল শহর থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ধলেশ্বরীর শাখা নদী এ্যালনজানীর বাম তীর ঘেঁষে সদর উপজেলার পোড়াবাড়ি ইউনিয়ন তথা পোড়াবাড়ি গ্রাম। ধলেশ্বরী নদীটি দাইন্যা ইউনিয়নের চারাবাড়ি ঘাট থেকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলে যাওয়ার আগে পোড়াবাড়ির দিকে এ্যালনজানী শাখা নদী তৈরি করেছে। প্রাচীনকালে প্রমত্তা ধলেশ্বরীর বাম তীরে চারাবাড়ি নামক স্থানে গড়ে ওঠে জমজমাট ব্যবসাকেন্দ্র। ব্রিটিশরা সবে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করেছে। ওই সময়ে স্রোতঃস্বিনী ধলেশ্বরী নদীর ঘাটে স্টিমার, লঞ্চ ও মালবাহী বড় বড় নৌকা নোঙর ফেলতো। নোঙর করা লঞ্চ-স্টিমার থেকে নেমে দেশি-বিদেশি হরেক রকমের মানুষ চারাবাড়ি ও টাঙ্গাইল শহরে কেনাকাটা করত। কেউ সাদা চামড়ার, কেউ কালো, কেউবা লম্বা অথবা বেঁটে। এদের কেউ আবার শৌখিন পর্যটক, ব্যবসায়ী অথবা বেনিয়া-আমলা। দেশি-বিদেশি বণিক ও বেনিয়ারা টাঙ্গাইল থেকে পাট কেনার জন্য এসে পোড়াবাড়ির চমচম নিয়ে বাড়ি ফিরত। ধলেশ্বরী নদীর ঘাট চারাবাড়িতে থাকলেও পাশের পোড়াবাড়িই ছিল প্রসিদ্ধ চমচমের আঁতুড়ঘর। ধলেশ্বরী নদীর মাতৃস্নেহে গড়ে উঠে মোহনীয় মিষ্টি চমচম। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় এ চমচম দেশ-বিদেশে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে নেয়। পোড়াবাড়ির এ চমচমই অবিভক্ত ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে টাঙ্গাইলকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। মূলত: পোড়াবাড়ির চমচমের পোড়া ইটের মতো রঙ ও সুস্বাদু কড়া মিষ্টি এবং আবরণের ভেতর গোলাপি আভাযুক্ত নরম অংশ রসনাবিলাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ওই সময়টাই ছিল পোড়াবাড়ির চমচমের যৌবনকাল। ওই সময় পোড়াবাড়িতে ৩২টি মিষ্টির দোকানে প্রতিদিন দেড়শ থেকে দুইশ মণ চমচম তৈরি ও বিক্রি হতো। চমচম ও বিভিন্ন রকম মিষ্টি তৈরির জন্য পোড়াবাড়ির প্রায় দুইশ পরিবার যুক্ত ছিল।

চমচম তৈরির কথা: টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজারের মিষ্টিপট্টি ও পোড়াবাড়ির চমচম তৈরির কারিগরদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ চমচম তৈরিতে ধলেশ্বরী নদীর পানি, গরুর খাঁটি দুধ, দেশি চিনি (লালচিনি), লাকড়ির চুলা, তেঁতুল কাঠের লাকড়ি ইত্যাদি উপকরণ লাগে। প্রথমে দুধ তেঁতুলের লাকড়ি দিয়ে জ্বাল করে ছানা তৈরি করতে হয়। তৈরিকৃত ছানা দিয়ে বিভিন্ন আকারের (সাইজ) কাঁচা চমচমের আকার দেওয়া হয়। অন্য চুলায় ধলেশ্বরীর পানির সঙ্গে লাল চিনি মিশিয়ে তেঁতুলের লাকড়ি দিয়ে জ্বাল করে 'সিরা' তৈরি করা হয়। এই সিরা তৈরির তাপই প্রসিদ্ধ চমচমের মূল কৌশল। সিরার তাপ বুঝে তার মধ্যে কাঁচা চমচম দিয়ে আবার সামান্য জ্বাল দিতে হয়। পরে চুলা থেকে নামিয়ে চমচমসহ সিরা ধীরে ধীরে ঠান্ডা করতে হয়। সবশেষে চমচম থেকে বাড়তি সিরা ঝেড়ে চমচমের ওপর দুধের তৈরি মাওয়া ছড়িয়ে দিতে হয়। ফলে তৈরি চমচমের বাইরের অংশ কিছুটা শক্ত হলেও ভেতরের অংশ মৌমাছির চাকের মতো হয়ে একেবারে নরম হয়। চমচম তৈরির ইতিহাস টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির প্রসিদ্ধ চমচম প্রথম কে তৈরি করেছেন তা নিশ্চিত করে কেউ জানাতে পারেননি। জনান্তিকে জানা যায়, স্থানীয় দশরথ গৌড় নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম পোড়াবাড়িতে চমচম তৈরি ও বিক্রি শুরু করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে পোড়াবাড়িতে চমচম তৈরি হতো। দশরথ গৌড়ের পর তার আত্মীয় রাজা রামগৌড়, নারায়ণ গৌড়, কোশাই



দেব, দুই সহোদর মদন হালুই ও কোকন হালুই, মোহন লাল, শিব শঙ্কর গৌড়, প্রকাশ চন্দ্র দে সরকার প্রমুখ পোড়াবাড়ির চমচম তৈরি করতেন। এদের মধ্যে পাকিস্তান আমলে নারায়ণ গৌড় পোড়াবাড়ির চমচম তৈরি করে উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ হন। বাঙালীদের মধ্যে চমচম তৈরি করে প্রসিদ্ধ হওয়ায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাকে 'বাঙালী হালুই কর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ত্রিশ দশকের শেষের দিকে আসামের রামেন্দ্র ঠাকুর, তীর্থবাসী ঠাকুর টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজারে মিষ্টি তৈরি ও ব্যবসা শুরু করেন। এরপর থেকেই টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজার 'মিষ্টিপট্টি' নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে তাদের তৈরি মিষ্টি কখনোই পোড়াবাড়ির চমচমকে গুণে-মানে টপকাতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পোড়াবাড়ি গ্রামের গোড়াপত্তনের পেছনে মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ নিয়োজিত শাসক পীর শাহজামানের কৃতিত্ব ছিল। ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যে ইসলাম খাঁ কাগমারী পরগনার শাসনভার শাহ জামানের ওপর অর্পণ করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরে চারাবাড়িতে লঞ্চ ও স্টিমার ঘাট স্থাপন করেন। সেখানে গড়ে ওঠে ব্যবসাকেন্দ্র। একসময় চারাবাড়ির গ্রামের দক্ষিণ অংশে ভয়াবহ এক অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বাজার ও বসতবাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে ওই এলাকাকে পোড়াবাড়ি বলা হতো। কালক্রমে ওই পোড়াবাড়ি এলাকাই চমচমের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পোড়াবাড়ি গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬০ সালে তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমার যোগাযোগব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলে ঢাকা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহসহ দেশের অন্যসব জেলার সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে টাঙ্গাইলের চমচমের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। চমচমের সেকাল একাল চল্লিশের দশকে পোড়াবাড়িসহ টাঙ্গাইলের পশ্চিমাঞ্চল ছিল চরাভূমি। ওই অঞ্চলের মানুষের একমাত্র পেশা ছিল কৃষি। ওই এলাকায় গরু, মেষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুপালন করা হতো। সে সময় গরুর দুধ সহজলভ্য ও সস্তা ছিল। পোড়াবাড়ির চমচম তৈরির বয়োবৃদ্ধ কারিগররা জানান, তাদের পূর্ব-পুরুষের আমল থেকে এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছেন। তারা ছোটবেলায় দেখেছেন, এক হাঁড়ি দুধ দুপয়সা থেকে ৪ পয়সায় বিকিকিনি হতো। চিনি পাওয়া যেত ৩ আনা থেকে ৫ আনা সের দরে। ওইসব চিনি রেশনে দেয়া হতো। আর চমচম বিক্রি হতো ৬ আনা থেকে ৮ আনা সের দরে। এর পরপরই যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীতে চর জেগে উঠতে থাকে। প্রমত্তা ধলেশ্বরী নদী তার বুকের সুধা ঢেলে দিয়েছিল চমচম তৈরির জন্য, সেই ধলেশ্বরী বর্তমানে বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে তার ব্যাপ্তি। বন্ধ হয়ে গেছে চারাবাড়ি-পোড়াবাড়ির সঙ্গে নৌকা যোগাযোগ। ফলে পোড়াবাড়ি তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হারিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে মুখ থুবরে পড়েছে ঐতিহ্যের অতীত। ধলেশ্বরী ও এ্যালনজানী নদী মরে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে প্রসিদ্ধ চমচমের প্রধানতম কাঁচামাল ধলেশ্বরীর মিঠা পানি। অর্ডার পেলে এখনো কারিগররা ধলেশ্বরী নদীর পানি এনে প্রসিদ্ধ চমচম তৈরি করে সরবরাহ করেন। তবে তার খরচ প্রচলিত বাজার দরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পড়ে। বর্তমানে পোড়াবাড়িতে ৪টি ও চারাবাড়িতে ৫টি মিষ্টির দোকান রয়েছে। এছাড়া পোড়াবাড়ি গ্রামে মাত্র ১০-১২টি পরিবার মিষ্টি তৈরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু আগে ষাটের দশকে পোড়াবাড়ির প্রসিদ্ধ চমচমের দাম ছিল সের প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা। চমচম ছাড়াও রসগোল্লা, অমৃত, কালোজাম, পানতোয়া, সন্দেশ, রাজভোগ, রসমালাই, লালমোহন, ক্ষীর মোহন নামীয় মিষ্টি দোকানগুলোতে পাওয়া যায়। বর্তমানে চমচমের আগের সেই স্বাদ না থাকলেও মূল্য কেজি প্রতি ২০০-৩২০ টাকা বিক্রি হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্টরা যা বলেন অতি মুনাফালোভী কিছু মিষ্টি ব্যবসায়ীর কারণে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ চমচম ঐতিহ্য হারিয়ে অস্তিত্ব হারানোর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। দক্ষ কারিগরের অভাবেও চমচমের গুণগত মান কমে গেছে। ফলে খুদে ব্যবসায়ীরা পেশায় টিকে থাকতে ভেজাল চমচম তৈরি করতে বাধ্য হচ্ছে। 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে করোনা মহামারি। করোনাভাইরাসের কারণে তিন মাস মিষ্টি তৈরি বন্ধ থাকায় শ্রমিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা পথে বসেছেন। বাঙালী হালুই করের নাতি (মেয়ের ঘরের) গণেষ চন্দ্র গৌড় জানান, ১০০ বছর ধরে তাদের পরিবার চমচম শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বাঙালী দাদুর কাছে তার চমচম তৈরিতে হাতেখড়ি। দাদুর দেওয়া দোকান 'আদি পোড়াবাড়ি মিষ্টান্ন ভান্ডার' তিনি পরিচালনা করছেন। বাজার খারাপ হওয়ায় তিনি দোকানের অর্ধাংশ রেখে বাকি অর্ধাংশে মনোহারী দোকান করেছেন। তিনি জানান, পোড়াবাড়ির চমচমের মূল রহস্য ধলেশ্বরী নদীর মিঠা পানি, গরুর খাঁটি ঘন দুধ, লাল চিনি ও দুর্লভ তেঁতুলের লাকড়ি এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ। এসব সামগ্রী না পাওয়ায় সেই প্রসিদ্ধ চমচম তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া চারাবাড়ি-পোড়াবাড়ি শহর থেকে দূরে ও অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেও এ শিল্পটিতে জনসমাগম কমে গেছে। মহান স্বাধীনতার পরেও তিনি প্রতিদিন ২-৩ মণ চমচম বিক্রি করতেন। বর্তমানে প্রতিদিন ২০-২২ কেজি চমচম বিক্রি করাও দুরূহ। পোড়াবাড়ি গ্রামে বাড়িতে চমচম তৈরি করেন বাঙালী হালই করের অপর নাতি (মেয়ের ঘরের) সাধন গৌড়। তিনি জানান, চমচমের আগের বাজার নেই। আগে ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় শহর থেকে চমচম তৈরির অর্ডার পেতেন। বর্তমানে জেলার বাইরের কোনো অর্ডার নেই। পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তিনি চমচম তৈরির আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

টাঙ্গাইল জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিষ্টির দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও মিষ্টিপট্টির জয়কালী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক স্বপন ঘোষ জানান, মিষ্টিপট্টিতে তাদের চারটি মিষ্টির দোকান রয়েছে। শ্রমিক ও কারিগরসহ ১১৭ জন ব্যক্তি তাদের কারখানায় কাজ করে। করোনার প্রভাবের আগে দৈনিক ১০-১২ মণ মিষ্টি বিক্রি হতো। এখন প্রতিদিন দুই মণ বিক্রি করাও কষ্টসাধ্য। করোনা মহামারির কারণে এ শিল্প ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে। সরকারি সুবিধা দেওয়ার জন্য সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে ফরম পূরণ করে নিলেও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি।

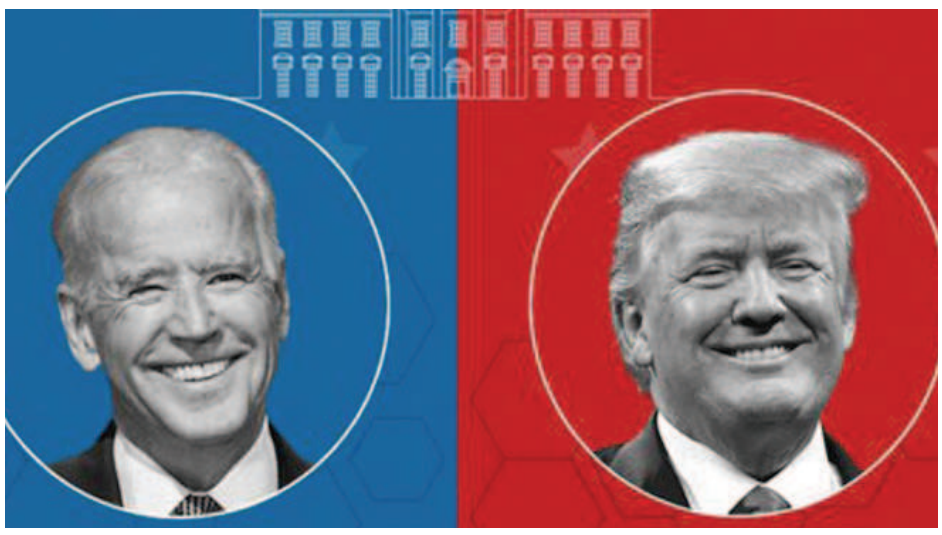
খ্যাতিমানদের প্রিয় চমচম এ দেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির প্রিয় ছিল পোড়াবাড়ির চমচম। তাদের খাদ্য তালিকায় চমচম ঠাই পেত বলে জানা গেছে। বিশেষ করে রসনাবিলাসী খ্যাতিমান রাজনীতিবিদগণ পোড়াবাড়ির চমচমের প্রতি খুব দুর্বল ছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন-শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাদু সম্রাট পিসি সরকার, নবাব আলী চৌধুরী, জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, প্রমথ নাথ চৌধুরী প্রমুখ। শেষ কিন্তু শেষ নয় প্রসিদ্ধ পোড়াবাড়ির চমচম শুধু রসনা তৃপ্তিতেই নয়, ঐতিহ্যেও বিশ্বে অনন্য। এ চমচম তৈরির কারিগররা বংশ পরম্পরায় এর ঐতিহ্য ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ যাবৎকালে পোড়াবাড়ির চমচম শিল্প কোনো প্রকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। ফলে জন্মস্থানেই নিরুদ্দেশ হচ্ছে প্রসিদ্ধ পোড়াবাড়ির চমচম। দেশের এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সংশ্লিষ্টরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সহযোগিতার দাবি করেছেন।

এই সময় ট্রাম্প না বাইডেন

তারেক শামসুর রেহমান

কে হতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট? ডোনাল্ড ট্রাম্প, না জো বাইডেন? আগামী ৩ নভেম্বর সেখানে নির্বাচন। নয়া প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেবেন ২০২১ সালের জানুয়ারীতে। এরই মধ্যে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় পার্টিরই জাতীয় কনভেনশনে দলীয় প্রার্থিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু হবে, বাইরের কোনো শক্তি নির্বাচনে আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করবে কি না এটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার জন্ম হয়েছে। ট্রাম্প ও বাইডেন পরস্পরকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিচ্ছেন, যা সংবাদপত্রে ছাপাও হচ্ছে। অতীতের কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এমনটি দেখা যায়নি। নির্বাচনের তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে, ততই দুই দলের সমর্থকরা সহিংসতায় লিপ্ত হচ্ছে। ২৯ আগস্ট অরেগনের পোর্টল্যান্ডে একটি বড় সহিংসতার ঘটনা ঘটে। 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ট্রাম্পপন্থী একটি মিছিলের কর্মীদের সংঘর্ষ হলে গুলিতে একজন নিহত হন। গত ২৫ মে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড পুলিশ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর সারা যুক্তরাষ্ট্রেই এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। আর এর সর্বশেষ ঘটনা ঘটে অরেগনে।

এই ঘটনার জন্য বাইডেন দায়ী করেছেন ট্রাম্পকে। বলেছেন, 'বেপরোয়াভাবে সহিংসতায় উসকানি দিয়েছেন ট্রাম্প।' ট্রাম্প নিজে পোর্টল্যান্ডে কৃষ্ণাঙ্গদের জমায়েতের বিরুদ্ধে পাল্টা জমায়েতের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর এ জন্য পোর্টল্যান্ডের ডেমোক্রেটিক মেয়র টেড হোয়েলার দায়ী করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। এদিকে জনপ্রিয় নিউজ ম্যাগাজিন ইকোনমিস্ট এক জনমত জরিপ প্রকাশ করেছে। জরিপে বলা হয়, ইলেকটোরাল কলেজের ৮৮ শতাংশ পেতে পারেন বাইডেন। ২৯ আগস্টের জরিপে দেখা যায়, জো বাইডেন পাবেন ইলেকটোরাল ভোটের ৩৪৭টি আর ট্রাম্প পাবেন ১৯১টি। মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮। জিততে হলে পেতে হবে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট। ৫০টি ভোটের মধ্যে কোনো কোনো স্টেটে



ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা বেশি, কোনোটায় আবার কম। তবে সব জরিপের ফলাফলই যে শেষ পর্যন্ত 'সত্য' হয়, তা বলা যাবে না। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও জনমত জরিপ শেষ পর্যন্ত সত্য হয়নি। ওই সময় জনমত জরিপে হিলারি ক্লিনটন এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত Battle-ground States-এর (মোট ছয়টি) ভোটেই ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভালো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাস ২৩১ বছরের, ১৭৮৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত (স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯-১৭৯৭)। তিনি ছিলেন ফেডারেলিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী। জর্জ অ্যাডামসও ছিলেন ফেডারেলিস্ট পার্টির প্রার্থী (১৭৯৭-১৮০১)। কিন্তু তৃতীয় প্রেসিডেন্টের (থমাস জেফারসন, ১৮০১-১৮০৯) শাসনামল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান পার্টি একসঙ্গে একক প্রার্থী হিসেবে চার টার্মে ক্ষমতায় ছিল। সপ্তম প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জ্যাকসনের (১৮২৯-১৮৩৭) সময় থেকেই ডেমোক্রেটিক পার্টি আলাদাভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। রিপাবলিকান পার্টির প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহাম লিংকন (১৬তম প্রেসিডেন্ট, ১৮৬১-১৮৬৫)। সেই থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দুটি বড় দল ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম দিকে অবশ্য তৃতীয় একটি দল উইগ পার্টির অস্তিত্ব ছিল। উইগ পার্টির প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন (নবম প্রেসিডেন্ট, ১৮৪১); যদিও নির্বাচিত হওয়ার পরও তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারেননি। ট্রাম্প হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট।

প্রতিটি নির্বাচনের সময়ই কিছু কিছু 'ইস্যু' প্রাধান্য পায়, যা ভোটারদের প্রভাবিত করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভোটাররা ভোট দেন; কিন্তু যিনি বিজয়ী হন, তিনি ওই স্টেটের প্রতিটি ইলেকটোরাল কলেজের সব ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য করা হয়। যদিও এবারে 'ইস্যু' আছে, বিশেষ করে বর্ণবাদ, শ্বেতাঙ্গ 'সুপ্রিমেসি', ১১.১ শতাংশ বেকার সমস্যা, কভিড-১৯ রোধে ব্যর্থতা, উৎপাদন খাতে ধস ও ব্যাপক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি, তথা দক্ষিণ চীন সাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ ও স্নায়ুযুদ্ধ-২-এর সূচনা–সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ভোটাররা তাঁকে দ্বিতীয় টার্মের জন্য বেছে নেবেন কি না এটা একটা বড় প্রশ্ন।

লেখক: অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm



মজুমদার ফাউন্ডেশন
৯০০ ছাত্রী-ছাত্রীর মাঝে 'স্কুল-সামগ্রী' বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

যোগদান করতে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা এসব সামগ্রী পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, প্রবাসে 'মজুমদার ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে এটি ছিল চতুর্থ বার্ষিক স্কুল সামগ্রী বিতরণ।

'মজুমদার ফাউন্ডেশন'র প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত স্কুল সামগ্রী বিতরনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান ফার্নান্ডো ক্যাবরেরা, এটর্নী ক্রস ফিশার, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অপ্তর রহিম হাওলাদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, সিপিএ আহাদ আলী, নিউইয়র্ক পুলিশের অফিসার মাহবুবুর জুয়েল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মনজুর চৌধুরী জগলুল, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, মনিকা রায় চৌধুরী, কবি নাসরিন চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, কপিল চৌধুরী, জামাল হুসেন, হাজী খবির উদ্দিন ভুইয়া, মিয়া মো. দাউদ, নজরুল হক, মোজাফফর হোসেন, এ ইসলাম মামুন, মো. সালমা সুমি, মোহাম্মদ আলী, জালাল চৌধুরী, মান্না মুনতাসির, রুকন হাকিম, আব্দুল খালেক, মনিরুল আলম দিপু, নুর উদ্দিন, তানিম চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাশেদ মজুমদার।

অনুষ্ঠানে কৃতি-ছাত্রী সাকিয়া আফরিন শ্রাবণী এবং অনন্যা কাজী ছাড়াও সমাজকর্মে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে মনজুর চৌধুরী জগলুল, জাকির এইচ চৌধুরী, সাব্বির গুল, আম্বিয়া অন্তরাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ এন মজুমদার বলেন, ২০১৭ সালে 'মজুমদার ফাউন্ডেশন' আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করলেও প্রতিষ্ঠানটি অনানুষ্ঠানিকভাবে ২০০৫ সাল থেকে নানাভাবে কমিউনিটির সেবা দিয়ে আসছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের মধ্যে স্বল্প আয়ের লোকদের সিটি হাউজিং প্রাপ্তিতে সহায়তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও হেইট ক্রাইম ভিকটিমদের সহায়তা প্রদান অন্যতম।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কাহিনী

(প্রথম পাতার পর)

ছিলেন একজন ধনকুবের ব্যবসায়ী ও সেলেব্রিটি হিসেবে। রাজনীতির মাঠে পা ফেলার আগে তিনি ছিলেন বিশাল এক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের মালিক। তখনও তিনি তার নানা কর্মকান্ড ও বক্তব্যের জন্য আলোচিত ও বিতর্কিত ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও তাকে ঘিরে নতুন নতুন আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম হয়েছে।

অতীত ইতিহাস ও অভিবাসনবিরোধী বক্তব্যের কারণে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিলো। কিন্তু অভিনব প্রচারণা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত টেড ক্রুজ ও মারকো রুবিওকে পেছনে ফেলে ইন্ডিয়ানা প্রাইমারির পর তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী মনোনীত হন। পরে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী পেশাদার রাজনীতিবিদ হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আগাম সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, জরিপ ও পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করে ছাড়েন ৭০ বছর বয়সী এই ব্যবসায়ী। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বিজয়কে ঘিরে অনেক সমালোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপেরও অভিযোগ উঠেছিল। ওই নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ কম ভোট পেয়েও যুক্তরাষ্ট্রের অভিনব নির্বাচনী ব্যবস্থা ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিভাজন সৃষ্টিকারী নীতি ও বক্তব্যের কারণে পরের চার বছরেও তার প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তাকে ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ারও কথা উঠেছিল। এমনকি অনেক বিশ্লেষক বলেছিলেন যে তিনি এক বছরের বেশি প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। কিন্তু সবাইকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চার বছরের পুরো মেয়াদ পার করে ২০২০ সালের নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান দল থেকে আবারও তিনি প্রার্থী হয়েছেন।

শুরুর জীবন: নিউইয়র্কে বিত্তশালী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফ্রেড ট্রাম্পের পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অর্ধেক স্কটিশ। কারণ তার মা মেরি ম্যাকলয়েডের জন্ম স্কটল্যান্ডে।

১৯৩০ সালে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মেরি ম্যাকলয়েড চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে প্রথমে পরিচয় ও পরে পরিণয় হয় একজন উচ্চাকাংখী বিল্ডার ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফ্রেড ট্রাম্পের সঙ্গে।

অত্যন্ত পরিশ্রমী এই দম্পতির ঘরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্ম নিউইয়র্ক শহরে, ১৯৪৬ সালে। পরিবারের অঢেল সম্পত্তি সত্ত্বেও তার পিতা চেয়েছিলেন তার সন্তানরাও তাদেরই কোম্পানিতে অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে কাজ করবেন। স্কুলে দুষ্টুমি করতে শুরু করলে ১৩ বছর বয়সে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সামরিক একাডেমিতে।

পেনসালভায়িা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে লেখাপড়া করেছেন মি. ট্রাম্প। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বড় ভাই ফ্রেড জুনিয়র পাইলট হতে চাওয়ায় বাবার ব্যবসার হাল ধরেন তিনি। পরে ফ্রেড ট্রাম্প ৪৩ বছর বয়সে অ্যালকোহল আসক্তির কারণে মারা যান। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার ভাই-এর মৃত্যুর কারণে সারা জীবন তিনি অ্যালকোহল ও সিগারেট থেকে দূরে ছিলেন।

মি. ট্রাম্প বলেছেন, পিতার কাছ থেকে দশ লাখ ডলার ঋণ নিয়ে তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করেছিলেন। পরে তিনি তার বাবার কোম্পানিতে যোগ দিয়ে ব্যবসার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটান।

ডোনাল্ড ট্রাম্প- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজনীতিতে যার অভিজ্ঞতা ছিল না। ১৯৭১ সালে এই কোম্পানির নাম বদল করে তিনি নতুন নামকরণ করেন- ট্রাম্প অর্গানাইজেশন। তার বাবা ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সেসময় তিনি বলেছিলেন, 'আমার পিতাই ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা।'

ব্যবসা সম্রাট: দায়িত্ব গ্রহণের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের পারিবারিক ব্যবসায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনেন। ব্রুকলীন ও কুইন্সে আবাসিক বাড়িঘর নির্মাণ থেকে তিনি সরে আসেন নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ম্যানহাটনের মতো পশ এলাকায় রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়। ভগ্নপ্রায় কমোডোর হোটেলকে তিনি পরিণত করেন বিলাসবহুল গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে এবং ফিফথ এভিনিউতে নির্মাণ করেন ট্রাম্প প্রপার্টির বিখ্যাত ভবন ৬৮ তলার ঝকঝকে উজ্জ্বল 'ট্রাম্প টাওয়ার'।

তার কোম্পানির নির্মিত অন্যান্য সুপরিচিত ভবনের মধ্যে রয়েছে ট্রাম্প প্যালেস, ট্রাম্প ওয়ার্ল্ড টাওয়ার, ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলসহ আরো কিছু ভবন। মুম্বাই, ইস্তাম্বুল ও ফিলিপিনেও আছে ট্রাম্প টাওয়ার। ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কিছু হোটেল ও ক্যাসিনোও তৈরি করেছেন। তার ওই ব্যবসা অবশ্য পরে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়।

বিনোদন জগতের ব্যবসাতেও তিনি এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিস ইউনিভার্স, মিস ইউএসএ এবং মিস টিন ইউএসএ সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন তিনি।

২০০৩ সালে তিনি এনবিসি টেলিভিশনে দ্য অ্যাপ্রেনটিস নামের একটি রিয়েলিটি শো চালু করেন। ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। এই শো দর্শকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই শো এর বেশ কিছু অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শো ম্যান থেকে শোবিজেও সফল হয়েছেন তিনি। পরে তিনি ঘোষণা করেন যে এই অনুষ্ঠান করে তিনি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ (২১৩ মিলিয়ন ডলার) পেয়েছিলেন। রেসলিং ম্যাচও উপস্থাপনা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থ-বিত্তের পাশাপাশি এসব অনুষ্ঠান থেকে তিনি প্রচুর নামযশও অর্জন করেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েকটি বই লিখেছেন। এমন কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও মালিক হয়েছেন যারা নেকটাই থেকে শুরু করে বোতল-জাত পানি বিক্রি করে। কী নেই তার নামে- ট্রাম্প মর্টগেজ, ট্রাম্প শাটল, অনলাইন ট্রাভেল ওয়েবসাইট- গো ট্রাম্প, ট্রাম্প রেস্তোরা, ডোনাল্ড ট্রাম্প ডলস ইত্যাদি ইত্যাদি!

ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থ বিত্তের পরিমাণ ৩৭০ কোটি ডলার। যদিও মি. ট্রাম্পের হিসেবে এর পরিমাণ এক হাজার কোটি ডলার। তবে এর মধ্যে নিজেকে তিনি কয়েকবার অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন।

একবার ১৯৮০-এর দশকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মি. ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি ফিফথ এভিনিউ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। টিফানির (কন্যা) সামনে ছিল এক ব্যক্তি। তার হাতে ছিল একটি ক্যান। আমি তখন তাকে বললাম তুমি কি জানো যে এই লোকটি আমার চেয়েও বিত্তশালী। আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো তুমি কী বলছো? আমি বললাম রাস্তার ওপাশে যে লোকটি তার এখন আমার চেয়েও ৯০০ মিলিয়ন ডলার বেশি অর্থ আছে।'

তবে তার এই সম্পদের পরিমাণ তার মেজাজ-মর্জির মতোই উঠা-নামা করেছে।

স্বামী ও পিতা ট্রাম্প: ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনবার বিয়ে করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন তার প্রথম স্ত্রী- ইভানা জেলনিকোভা। তিনি ছিলেন চেক প্রজাতন্ত্রের একজন অ্যাথলিট, ফ্যাশন ডিজাইনার ও মডেল। এই দম্পতির তিন সন্তান- ডোনাল্ড জুনিয়ার, ইভাঙ্কা এবং এরিক। পরে ১৯৯০ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যে যুদ্ধ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তাদের এই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া নিয়ে তখনকার ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোতে প্রচুর মুখরোচক গল্প প্রকাশিত হয়। এসব খবরে বলা হয় যে মি. ট্রাম্প তার স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাতেন। যদিও তার সাবেক স্ত্রী ইভানা পরে এসব ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখিয়েছেন।

পরে ১৯৯৩ সালে তিনি অভিনেত্রী মারলা মেপেলসকে বিয়ে করেন। তাদের এক কন্যা- টিফানি। এর ছ'বছর পর ১৯৯৯ সালে তাদের বিয়ে ভেঙে যায়।

এর পরে ২০০৫ সালে তিনি তার বর্তমান স্ত্রী মেলানিয়া কনাউসকে বিয়ে করেন। তিনিও একজন মডেল। এই দম্পতির ঘরে এক ছেলে- ব্যারন উইলিয়াম ট্রাম্প। তার প্রথম ঘরের সন্তানেরা এখন ট্রাম্প অর্গানাইজেশন পরিচালনা করেন।

অনেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেজাজ-মর্জির কথা উল্লেখ করে তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের জীবনী লিখেছেন এরকম একজন টিম ও ব্রায়ান বলেছেন, মি. ট্রাম্প আট/দশজনের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। 'তিনি জাঙ্ক ফুড খেতে পছন্দ করেন, শুক্রবার রাতে টিভির সামনে বসে স্পোর্টস দেখেন। অনেক দিক থেকেই তার আচার আচরণ একজন কিশোরের মতো। কিশোর বয়সে তো অনেকেই অনেক সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।'

রাজনীতিতে অভিষেক: ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯৮৭ সালে একবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে লড়াই করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ২০০০ সালে রিফর্ম পার্টির প্রার্থী হিসেবে তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশও নিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে কিনা- এই প্রশ্নে ২০০৮ সালে যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি তার অত্যন্ত সরব একজন সদস্য ছিলেন। এই প্রশ্ন ও বিতর্ক ছিল অবান্তর। কেননা মি. ওবামার জন্ম হাওয়াই রাজ্যে। এই বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প পরে কোন ধরনের ক্ষমা না চাইলেও বলেছিলেন বারাক ওবামার জন্ম নিয়ে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেসবের কোন ভিত্তি নেই।

২০১৫ সালে এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি হোয়াইট হাউজে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামতে চান। 'এই দেশটিকে আবার মহান করে তুলতে পারেন আমাদের এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন। আমরা সেটা করতে পারি', নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণায় এই মন্তব্য করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

'মেক আমেরিকা গ্রেট' এগেইন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রকে আবার একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে- এই স্লোগান নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়েন ট্রাম্প। বিতর্কিত এই নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলা, মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ এবং মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণাকে ঘিরেও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সেসময় এমন কিছু অডিও ফাঁস হয়েছে যেখানে মি. ট্রাম্পকে নারীদের সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতে শোনা গেছে। এসময় তার দলেরও অনেকে মন্তব্য করেছেন যে মি. ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন। শুধু তাই নয়, জনমত জরিপেও তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু মি. ট্রাম্প সবসময় তার সমর্থকদের বলেছেন, এসব জরিপ যে ঠিক নয় সেটা তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। এবং শেষে তা-ই হয়েছে।

নির্বাচনের পরে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারী তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজনীতিতে যার কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার বছর: দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তাকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই লড়াই ছিল রাজনীতির মাঠ থেকে আদালত পর্যন্ত। নানা বক্তব্যের জন্যেও তিনি সমালোচিত হয়েছেন। যেমন মেক্সিকার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন মেক্সিকো থেকে ধর্ষণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসছে। বেশ কয়েকজন নারী তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন। অনেকে তাকে একজন ভাঁড়, কমেডিয়ান হিসেবেও উল্লেখ করেন, কেউ কেউ তাকে বলেন মিথ্যাবাদী। আবার যেভাবে তিনি সহজ সরল ভঙ্গিতে সোজা সাপ্টা উচ্চারণ করেন সেটা অনেককে আকৃষ্টও করে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি নিয়েও কথাবার্তা হয়। এমনকি কথা হয় তার চুলের রঙ ও স্টাইল নিয়েও। অনেকেই এই চুল আসল নাকি নকল এনিয়েও প্রশ্ন করেন। রিয়েল এস্টেট, ব্যবসা, রিয়েলিটি টিভি শো, উপস্থাপনা এবং রাজনীতি- সবকিছুতেই সফল ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার সমর্থকরা তাকে ডাকেন- 'দ্য ডোনাল্ড।'

এতো কিছুতে সফল হওয়ার পরেও তিনি কেন প্রেসিডেন্ট হতে চান? তার নামের পরিধি আরো বাড়ানোর জন্য? প্রথমবার প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'আমাদের দেশের একজন বড় নেতার প্রয়োজন। আর সেজন্যই আমি প্রার্থী হওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি।' এই ডোনাল্ড ট্রাম্পই অ্যাপ্রেন্টিস রাজনীতিবিদ থেকে হয়ে উঠেছেন একজন শীর্ষ রাজনীতিবিদ, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!

এখন হোয়াইট হাউজের টপ জবের জন্য ভোটাররা তাকে আরো চার বছরের মেয়াদে আবার হায়ার করবেন, নাকি গত চার বছরের পারফরমেন্স দেখে এবারই তাকে ফায়ার করে দেবেন- সেটা জানা যাবে তেসরা নভেম্বর। সূত্র: বিবিসি বাংলা

যুক্তরাষ্ট্রে এম. সাইফুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত
মধ্য আয়ের দেশের স্থপতি সাইফুর রহমান-মির্জা ফখরুল

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এবং বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমানের ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র নানা আয়োজনে দিনটি পালন করে। সংগঠনটির কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো ভার্চুয়াল স্মরণ সভা, আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। এছাড়াও মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট, লসএঞ্জেলেসের বিভিন্ন মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং মরহুমের নিজ এলাকায় অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

এদিকে শনিবার দুপুরে ভার্চুয়াল স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সাইফুর রহমান শুধু সিলেটের নয় তিনি বাংলাদেশের গৌরব। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, নিবেদিত প্রাণ, কর্মঠ এ কর্মবীর বিরামহীনভাবে দেশের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়নে যে ভুমিকা রেখে গেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। মির্জা ফখরুল বলেন, এখন বাংলাদেশে যে মধ্য আয়ের দেশের কথা বলা হয় তার স্থপতি সাইফুর রহমান।

স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'র সভাপতি লায়েকুল হাসান তরফদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল স্মরণ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক সাবেক এমপি ও সাইফুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র এম নাসের রহমান, বিএনপির উপদেষ্টা কাউন্সিলর সদস্য আব্দুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় সমবায় সম্পাদক জি কে গাউস, জাসাস কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অভিনেতা হেলাল খান, বিএনপি নেতা কাইয়ুম চৌধুরী, জিল্লুর রহমান জিল্লু, ফয়জুল করিম মায়ুন, মিজানুর রহমান, মিফতা সিদ্দিকি, মনজুর আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ জুবায়ের আলী, ফযহল চৌধুরী,অদুদ আলম প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠানটি টাইম টেলিভিশন এবং ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম ফেইসবুকে লাইভ সম্প্রচারিত হয়। অপরদিকে এদিন সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে ব্রুক্সের খলিল পার্টি সেন্টারে আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। স্মৃতি পরিষদের সভাপতি লায়েকুল হাসান তরফদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মনজুর আহমদ চৌধুরী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসিসি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের উপদেষ্টা সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী, বিএনপি নেতা মির্জা মামুনুর রশিদ, তারেক আহাদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দিপু, সাংবাদিক মাওলানা রশিদ আহমদ, কুলাউড়া সমিতি নিউজার্সীর সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সুলেমান ও বড়লেখা জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দ গৌসুল হোসেন। মিলাদ ও দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল ও সংগঠনের সহ সভাপতি মাওলানা রশিদ আহমদ। অনুষ্ঠানে সাইফুর রহমানের স্ত্রী দোররে সামাদ রহমান ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমদ, বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নোমান আহমদ সহ সম্প্রতি নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক প্রচার সম্পাদক মোতাহার হোসেন রোবেল, সংগঠনের সহ সভাপতি মোক্তাদির হোসেন, সৈয়দ এনাম আহমদ, মানিক আহমদ, রেজাউল আজাদ ভূইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, খলিলুর রহমান, জুহেল খান, জিল্লুর রহমান খান, কোষাধ্যক্ষ রিপন মিয়া, ছাত্রনেতা শাহবাজ আহমদ, সোহেল আহমদ, শাহ মামুন আহমদ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ সভাপতি ওবায়দুল হক শিবলু, লিয়াকত আলী, ইকবাল ‡হাসেন, আবুল কালাম শিপু, আব্দুল মোহিত, সহ সাধারণ সম্পাদক শাহ জাবের আহমদ, সালেহ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম পাঠান, অহিদুজ্জামান নিলু, হাবিবুর রহমান, আলমগীর কবির শামীম, চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, কিংবদন্তী সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ১২টি বাজেট পেশ করেছেন। তিনি ছিলেন ভ্যাটের প্রবর্তক। যা এখন সরকারের আয়ের মূল উৎস। তারা বলেন, শুধু সিলেট নয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরতে পরতে রয়েছে মরহুম এম সাইফুর রহমানের স্পর্শ। দেশের প্রায় প্রতিটি খাতের উন্নয়নে রয়েছে তাঁর অবদান।

এদিকে, এম. সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'র পক্ষ থেকে সিলেটে মরহুমের কবর জিয়ারত, দোয়া মাহফিল এবং নিজ এলাকার ৫শ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ করা হয় বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এম সাইফুর রহমান মৌলভীবাজারের নিজ বাড়ি বাহারমর্দন থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জের খড়িয়ালা নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

ADMISSION GOING ON !
ভর্তি চলছে
An-Noor Cultural Center
A Balance of Islamic & Modern Education
A registered nonprofit educational and cultural organization in the State of New York
" Our Goal is to develop the youth of today into leaders, model scholars and dedicated believers of Islam".
Qualified Teacher
Individual Attention
Quality Education
Convenient Location
Excellent Facilities
Separate Arrangement for Sisters
Full Time Hifz Class For Boys
Full-Time Alim Course For Boys
Online Qur'an Class & Tutorial Help
Weekend & After School Maktab
Summer School & Adults Class
Jackson Heights Location
70-13 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Tel : (718) 255-5839
Elmhurst Location
74-30 Woodside Ave, Elmhurst, NY 11373
Tel : (718) 593-9938
Web : www.annoorusa.org ■ Email : info@annoorusa.org

নজরুল ফাউন্ডেশন কানাডা'র উদ্যোগ

বিদ্রোহী কবির ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা



কানাডা: 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল ফাউন্ডশন কানাডার উদ্যোগে গত ২৯ আগষ্ট শনিবারে অনলাইনে একটি আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর সাবেক প্রকাশনাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ফজলে রব্বি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন কবি নজরুল ইসলামের নাতনী খিলখিল কাজী, ঢাকা থেকে প্রধান আলোচক ছিলেন কবি আব্দুল হাই শিকদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীমতি রিনা সেন গুপ্তা ও সৈয়দা মার্জিয়া আপরুজ মৌ। সভায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু নজরুল অনুরাগী, নজরুল প্রেমিক এবং নজরুল গবেষক অংশগ্রহন করেন। নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা, নজরুলের কবিতা বাংলা ও ইংলিশ অনুবাদ আবৃত্তি, নজরুল সঙ্গীত পরিবেশায় তিনঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত।

অনুষ্ঠানে খিলখিল কাজী তাঁর বক্তব্যে বলেন, দাদু কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ভান্ডারের প্রকাশ, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা তার জীবনের প্রধান ব্রত। পৃথিবীর যারা যেখানে থেকে নজরুলকে নিয়ে চর্চা, গবেষণা, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন তাদের সকলের প্রতি তার সক্রিয় সহায়তা দিয়ে আসছেন এবং এই সহায়তা আজীবন অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস ব্যক্ত করেন। খিলখিল কাজীকে 'নজরুল ফাউন্ডেশন কানাডা'র আজীবন সম্মানিত ডাইরেক্টর পদ প্রদান করার ঘোষণা দেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নুরুল ইসলাম।

কবি আব্দুল হাই শিকদার তাঁর বক্তব্যে একুশ শতকে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে যারা বসবাস করছেন তাদের বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কবি নজরুলের সাহিত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে কলিকাতা থেকে সুহিনি সেনগুপ্তা ইংলিশে অনুদিত বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করেন, সৈয়দা মার্জিয়া আপরুজ মৌ বিদেদ্রোহী কবিতার দার্শনিক মর্মবাণী নিয়ে এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর সুমন মালিক বিদ্রোহী কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করেন।

ঢাকা থেকে অংশগগ্রহণকারী রন্ধন শিল্পে বিশেষজ্ঞ নয়না আফরোজ যিনি নজরুলের খাদ্যাবাসের উপর গবেষণা করেছেন, তিনি কবি নজরুল ইসলামের পছন্দের নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যের একটি থালা নিজ হাতে তৈয়ার করে সভায় প্রদর্শন করেন, এবং সভা শেষে থালাটি কবি নাতনি খিলখিল কাজীর ঢাকার বাসায় পৌঁছে দেয়ার আশা ব্যক্ত করেন।

নজরুল রচিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার সংক্ষিপ্ত পটভূমি উল্লেখ করে কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঢাকা নটরডাম কলেজের শিক্ষক খ্যাতিমান আবৃত্তি শিল্পী ফয়সল আজিজ। 'খেয়া পারের তরণী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন বাংলাদেশের রেডিও টিভির নিয়মিত আবৃত্তি শিল্পী তুহিন রেজা।

ইংল্যান্ড থেকে সভায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী আবু সাঈদ আনসারি আবৃত্তি করেন নজরুলের 'মানুষ' কবিতা। লন্ডন থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী নাদিয়া নাজিয়া। নতুন প্রজন্মের তরুণরাও সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে আলোচনা, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। জাকিয়া ইসলাম নজরুলের সিরাজগঞ্জে সফর কালে নজরুলের দেয়া অভিভাষন 'যৌবনের গাস' নিয়ে আলোচনা করেন। পিয়া রয় 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই' নজরুলের জীবনের শেষ ইচ্ছা সম্বলিত গানটি হৃদয় নিংড়ানো দরদ ভরা সুরে পরিবেশন করেন। নজরুলের বিশ্ব ভ্রমান্ডের দর্শন নিয়ে রচিত 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে' গানটি পরিবেশন করেন চয়ন সেনগুপ্ত। 'কান্ডারি হুশিয়ার' কবিতার ইংলিশ অনুবাদ আবৃত্তি করে শোনান আবরার ইবনে হাবিব।

আরো যারা বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহন করেন এবং বক্তব্য রাখেন তাঁরা হচ্ছেন- ড. ফজলুল হক তুহীন, ড. হাসনান আহমদ (ঢাকা), মামুনুর রহমান খান (ঢাকা), এমদাদুর রহমান (লন্ডন), শেখ মহিতুর রহমান বাবলু (লন্ডন), আকবর হোসেন (লন্ডন) এনামুল হক চৌধুরী সিএ (ঢাকা), নাহিদ নাজিয়া (লন্ডন), বেগম আফরোজা, ড. ফাত্তাহ, প্রকৌশলী শিরাজ ইকবাল, ড. নাসিমা আখতার, ড. শেখ শিবলী নোমানি, ফয়জুল হক সিসিপি, জহুরুল ইসলাম সিএ, প্রফেসর মোহাম্মদ মাসুক, নাজিম শফি খান, জয়নাল চৌধুরী।

সভার সভাপতি ফজলে রাব্বি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাপনি বক্তব্য রাখার পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সৈয়দা মার্জিয়া আফরুজ মৌ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

PEOPLE N TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us



বাজারে এসেছে
খলিলের মিষ্টি
ও হেলদি দই
সম্পুর্ন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
দক্ষ কারিগর দ্বারা এখন আমরা তৈরি করছি সুস্বাদু রসগোল্লা, কালোজাম, রসমালাই, হেলদি দই সহ নানা ধরনের মিষ্টি।
আমাদের দু'টো শাখাতেই পাওয়া যাচ্ছে
খলিল বিরিয়ানী
এন্ড হালাল চাইনিজ
২০৬২ ম্যাকন্স এভিনিউ
ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক ১০৪৬২
ফোনঃ ৩৪৭-৬২৯-২৮৮৪
খলিল বিরিয়ানী
হাউজ
৯৪৪৫ ওয়েস্টে এভিনিউ
ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক ১০৪৬২
ফোনঃ ৬৪৬-৭৬৩-৫০৭৩

KHAAMAR BAARI

খামার বাড়ি KB KHAAMAR BAARI

37 16 73 ST JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868, 718 971 4769
STORE HOURS: 24/7 Days

183-19 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
TEL: 718 739 9700
STORE HOURS: Open 7 Days A Week | 8:00am - Midnight

Grand Opening Sale

PAY YOUR PHONE BILLS HERE

T-Mobile · at&t · SIMPLE Mobile · metroPCS · Sprint · Red Pocket Mobile · ultra mobile · Lyca mobile · metroPCS Unlimit Yourself. · h2o UNLIMITED · boostmobile · UNIVISION mobile

Prices Effective Sept 1 - Sept 25 , 2020

BEEF MIX $1.99 LB

BEEF WITH BONE $2.69 LB

CHICKEN REGULAR $1.99 LB

CHICKEN LEG 89¢ LB

QUARTER LEG No clean 49¢ LB

FROZEN GOAT Ribs $3.49 LB

CHICKEN THIGH $1.49 LB

CHICKEN BREAST $1.79 LB

TILAPIA 1 KG up $1.49 LB

HILSHA 6/8 Size $3.99 LB 10/12 Size $8.99 LB Chandpuri

HILSHA 15/20 Size $12.99 LB

RUHU FISH 2 KG $.99 LB 3/4/5 KG $1.99 LB

MRIGAL FISH 3 KG up $1.99 LB

KORAL 2KG UP $2.99 LB

KATLA 5 KG UP $1.99 LB

SHRIMP 80/100 $11.99 4LB

KESKI FISH 3 For - Tray $4.00

KOI FISH (IQF) $4.99 LB

SHRIMP 30/40 $7.99 2LB

SHRIMP 16/20 $14.99 2LB

KRISHOK KALIZIRA RICE $9.99 10LB

SAFI PARBOILED BASMATI RICE $20.99 20LB

DELTA RICE $23.99 50LB (Limit 1)

MAMA P. BASMATI RICE $10.99 20LB

MADHOMATI KALIJIRA RICE $8.99 10LB

TILDA BASMATI RICE $12.99 10LB

ABDULLAH RICE $11.99 20 LB

RICE LAND $19.99 50 LB

KRISHOK PARBOILED B. RICE $16.99

KRISHOK BASMATI RICE $9.99 10 LB

MILK $2.99

EGG Medium 2 For 99¢

BANANA 59¢ LB

OLIO VILLA $7.99

WATER 40 pcs $9.99

VEG.OIL $17.99

ISPAHANI $3.49 400gm

DANO FULL CREAM MILK POWDER $27.99 2.500 GM

MASOOR DAL DESI BRAND $3.49 4 LB

CHANA DAL DESI BRAND $3.99 4 LB

MOONG DAL DESI BRAND $3.99 4 LB

PRAN TOAST 3 FOR $5.00 500GM

DAL PURI /ALOO PURI 3 FOR $5.00

Taza Paratha $3.99 each Family Pack

PARATHA KAWAN BRAND $5.99

Paratha MOGHAL BRAND $5.99 Family Pack

Zhatpot Paratha 2 for $6.99 $3.99 Each Family Pack

SUGAR Domino $2.99



AL-AQSA
PARTY HALL

১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT

কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।

সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700

চলচ্চিত্র ও ওটিটি সংশ্লিষ্টরা কে কী বলছেন?

বিনোদন ডেস্ক: সারা বিশ্বে নেটফ্লিক্সের ১৯ কোটি সাবস্ক্রাইবার। এর মধ্যে তিন কোটি সাবস্ক্রাইবার ভারতেরই। ওরা মাসে এক হাজার টাকা ফি নেয়, তাহলে বুঝতে পারেন ওদের ইনকাম কত? তাই ওরা ভারতের দেড় শ কোটির ছবিও কিনে ফেলতে পারে। আমাদের সারা বছরের ফি ৫০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে আমি কোটি টাকার সিনেমাও কিনতে পারব না।

সাকিব আর খান
ব্যাবসায়িক প্রধান, হইচই বাংলাদেশ

ওটিটি কিন্তু সিনেমা হলের বিকল্প না। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আমাদের ব্যাবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাদের কাছে আমাদের পৌঁছানোও কঠিন। তাদের আগ্রহেরও কমতি আছে। কারণ আমরা এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প বলতে পারি না। চিরচেনা কাঠামো থেকে বের হলেই কখনো অশ্লীলতার অভিযোগ, কখনো দেশীয় সেন্সরবোর্ড আটকে দেয়। এর মধ্য থেকেই গল্পগুলো বলতে হয়। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষ এসব ধরাবাঁধা গল্প পছন্দ করে না। বাংলাদেশি বাস্তবতা বিবেচনা করেই আমরা ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করি। গল্প বলায় স্বাধীনতা না থাকাটা একটা বড় সমস্যা।



দীপংকর দীপন
চলচ্চিত্র নির্মাতা

বলিউডের ছবি দেড় শ কোটি দিয়ে কিনবে ডিজনি। অথচ ওরা আমাদের দেশে এক কোটি টাকাই খরচ করবে না। এখন ৬০ লাখ টাকার ছবি ৪০ লাখে ছেড়ে দেওয়াটাও বোকামি। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো অফার এলে তো ভাবাই যায়। বাইরের দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা সিনেমা বানাই বাংলাদেশের দর্শকের কথা চিন্তা করে। যারা বাংলাদেশের হলে গিয়ে সিনেমা দেখে, তাদের বিনোদিত করতে।

দেবাশীষ বিশ্বাস
মুক্তি প্রতীক্ষিত 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ২'-এর নির্মাতা

এখনই আশা করতে পারি না নেটফ্লিক্স বা আমাজন আমাদের কনটেন্ট নেবে। আমরা অপেক্ষা করতে পারি। আমাদের মেধা আছে। তবে কোন সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে, সেটা ভাববার বিষয়।

অমিতাভ রেজা
চলচ্চিত্র নির্মাতা

বিশ্বে যখন একটা সিস্টেম চলতে থাকে, সেটার বিপরীতে গিয়ে কিন্তু বেশি দিন টেকা যায় না। বিশ্বজুড়েই বিনোদনের মাধ্যম দখল করে নিচ্ছে স্মার্ট টিভি বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। এর বিপরীতে গিয়ে যদি আমরা জোর করে বলতে থাকি দর্শককে হলে নিতেই হবে, সেটা সম্ভব হবে না। তার আগে বের করতে হবে, দর্শক হলে যায় না কেন?

ওটিটিতে দেশীয় ছবি মুক্তিতে বাধা কোথায়?



বিনোদন ডেস্ক: করোনায় সিনেমা হল বন্ধ। বিকল্প পন্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছবি হরহামেশা মুক্তি পাচ্ছে ওভার দ্য টপ [ওটিটি] প্ল্যাটফর্মে। বাংলাদেশের নির্মাতারা সে পথে হাঁটতে পারছেন না। কেন? তা নিয়ে বিশেষ এই প্রতিবেদন করোনার শুরুতেই একে একে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। বিনোদন বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম চলচ্চিত্র। অন্য সব বাণিজ্যের মতো চলচ্চিত্রও তার বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছে–'ওভার দ্য টপ'। ক্রিকেট মাঠে ব্যাটসম্যান যেভাবে সব ফিল্ডারের মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকান, ঠিক সেভাবেই যাবতীয় বাধা-বিপত্তির [সেন্সর, পরিবেশকদের সিন্ডিকেট, সিনেরাজনীতি] ঊর্ধ্বে গিয়ে ছবি মুক্তির নির্ভেজাল পথ ওটিটি। বিকল্প এই পথ আগে থেকেই ছিল। অনলাইন এই প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মিত হয় আলাদা ছবি এবং সিরিজ। করোনার আপৎকালে সিনেমা হলের জন্য নির্মিত ছবিগুলোকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে নির্মাতারা বেছে নিয়েছেন ওটিটিকেই। শুধু হলিউড-বলিউড নয়, বাড়ির পাশের ইন্ডাস্ট্রি টালিগঞ্জের ছবিও করোনাকালে চলে এসেছে ওটিটিতে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ও অভিনীত 'নিরন্তর' মুক্তি পেয়েছে জি-ফাইভে।

শুধু বাংলাদেশের নির্মাতারাই পড়েছেন দোটানায়। প্রায় ২০টি ছবি তৈরিই আছে। হল বন্ধ থাকায় মুক্তির কোনো উপায় নেই। স্থানীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে ছবি দিতে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা। কম্পানিগুলোও নতুন ছবি কিনতে চায় নির্মাণ ব্যয়ের অর্ধেক মূল্যে! আবার রয়ালটি পদ্ধতিতেও ছবি দিতে ভরসা পাচ্ছেন না প্রযোজক-পরিচালকরা। কারণ অনেকে মনে করেন বাংলাদেশি বাংলা ছবির দর্শক অনলাইনে পাওয়া কঠিনই। মানে হলো, নিজেদের তৈরি কনটেন্টের ওপরই আস্থা নেই তাঁদের। নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইমের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে নিজেদের ছবি নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস করছেন না কেউই। সবাই মুখিয়ে আছেন কবে সিনেমা হল খুলে দেবে সরকার। চীন, কোরিয়া, যুক্তরাজ্যের মতো করোনা আক্রান্ত দেশের সিনেমা হল খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে, এখানে কি সেভাবে মানা সম্ভব? যুক্তরাজ্যের ৫০০ আসনের একটি হলে এখন যেতে পারছেন ১০০ দর্শক।

'নিউ নরমাল'-এ সবাই এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেও এড়িয়ে চলছেন 'গণ জমায়েত'। এখানেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সিনেমা হল। সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। করোনার আগে থেকেই একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল দেশীয় সিনেমা হল। নব্বইয়ের দশকে দেশে হল ছিল ১৪০০। ২০১০ সালেও ছিল প্রায় ৬০০ হল। কমতে কমতে করোনার আগ পর্যন্ত সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে দেড় শতে। প্রদর্শক সমিতি জানিয়েছে, করোনার পাঁচ মাসে বন্ধ হয়ে গেছে আরো ১০০ হল। করোনা বিদায় নিলেও চালু হবে না এ হলগুলো। বাকি গোটা পঞ্চাশেক হলে করোনাভীতি কাটিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কতজন দর্শক যাবেন ছবি দেখতে? সবচেয়ে বড় কথা, দুই কোটি বাজেটের একটি ছবি ৫০টি হলে [যদিও সব হল নতুন ছবি প্রথম সপ্তাহেই নিতে পারে না] মুক্তি দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন একজন প্রযোজক? উপায় একটিই, বেশি বেশি হল নির্মাণ। সেটাও বেশ সময়সাপেক্ষ। তবে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ছবিগুলোর জন্য ওটিটি ছাড়া এ মুহূর্তে তেমন কোনো পথই খোলা নেই।



বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের নায়করাজ কিংবা মহানায়ক যে বিশেষনেই বিশেষায়িত করা হোক, শুধু চলচ্চিত্রই নয়, এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সিনেসাংবাদিকতায় তার নেপথ্য ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যু বার্ষিকীতে বিনশ্র শ্রদ্ধা জানাতেই সংশ্লিস্টরা ছবিটি অতি সম্প্রতি ফেসবুকে আপলোড করেছেন। ছবিটি ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর টাঙ্গাইলের মধুপুরে 'বড় ভাল লোক ছিল' ছবির শুটিংকালে তোলা। ছবিতে (বা থেকে) খালেদ মোহাম্মদ খালেদ, প্রায়ত সাংবাদিক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, নায়করাজ রাজ্জাক, সিরাজী উদ্দিন ও সাংবাদিক খান মোহাম্মদ সালেক (সর্বডানে)। ছবিটি কেবল-ই স্মৃতি। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৭ সালের ২১ আগষ্ট নায়ক রাজ রাজ্জাক ইন্তেকাল করেন।

তাঁরা পর্দায় ছোট ওয়েবে বড়

বিনোদন ডেস্ক: ববি দেওল, কুনাল খেমু আর স্বরা ভাস্কর–বলিউড সিনেমায় তাঁরা যেন ব্রাত্য। কিন্তু ওয়েব আসার পর সাড়া ফেলছেন তিনজনই। হালে প্রত্যেকের দুটি করে ওয়েব ছবি বা সিরিজ মুক্তি পেয়েছে। তাঁদের ওয়েব সাফল্য নিয়ে লিখেছেন লতিফুল হক



ববি দেওল

এ বছরই বলিউডে ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন ববি দেওল। তবে দীর্ঘ ক্যারিয়ারে যেসব কাজ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে মনে রাখার মতো কাজ আছে কমই। পড়তি সময়ে অনেক ছবিতেই দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় নায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে ববি মুগ্ধ করেছেন ওয়েবে এসে। ২১ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে তাঁর প্রথম ওয়েব ছবি 'ক্লাস অব ৮৩'। মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্পের এই ছবিতে ববি পুলিশ অফিসার। মুক্তির পর ছবিটির কপালে 'বিরাট' প্রশংসা জোটেনি তবে ববি পেয়েছেন 'ক্যারিয়ার সেরা' কাজের তকমা। ছবির প্রযোজক শাহরুখ খানও তা স্বীকার করে বলেছেন, 'এই ছবিতে ববিকে দেখে চমকে গেছি।' ববি নিজেও উপভোগ করেছেন, 'এমন চরিত্রে আগে কখনোই অভিনয় করিনি। চরিত্রটা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, আমিও উপভোগ করেছি।' এ মাসেই [২৮ আগস্ট] আসবে ববির নতুন সিরিজ 'আশ্রম'। প্রকাশ ঝার সিরিজে গুরুজি চরিত্র করেছেন তিনি।

কুনাল খেমু

বলিউড তাঁকে মনে রেখেছে স্রেফ 'গো গোয়া গন'-এর জন্য। তবে কুনাল যে অভিনয়টা ভালোই পারেন সেটা আরো ভালোভাবে বোঝা গেছে সম্প্রতি। এ বছরের শুরুতেই 'মালাং' ছবিতে পুলিশ অফিসারের চরিত্র করে প্রশংসিত হয়েছেন। ৩১ জুলাই তাঁর ওয়েব ছবি 'লুটকেস' মুক্তির পর আগের সব সাফল্য ছাপিয়ে গেছেন। কমেডি ছবিটির ট্রেলার মুক্তির পরেই তাঁর প্রশংসা করে টুইট করেছিলেন অভিষেক বচ্চন। ছবি মুক্তির পর কুনালের প্রশংসা করে হাতে লেখা চিঠি পাঠান খোদ অমিতাভ বচ্চন! যাতে আপ্লুত অভিনেতা বলেছেন, 'এটা তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি।' এ ছাড়া ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে কুনালের ওয়েব সিরিজ 'অভয় ২'।

স্বরা ভাস্কর

বেশির ভাগ সময়ই পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তবে কিছুদিন আগে আমাজন প্রাইমের সিরিজ 'রসভারি'তে করেন প্রধান চরিত্র। সিরিজটি তেমন ভালো রেটিং না পেলেও স্বরার প্রশংসা করেছেন সবাই। এরপর ২১ আগস্ট 'ভুট'-এ মুক্তি পেয়েছে অভিনেত্রীর আট পর্বের সিরিজ 'ফ্লেশ'। যেখানে অ্যাকশন লুকে চমকে দিয়েছেন তিনি। 'প্রথমবার অ্যাকশন চরিত্র করেছি এখানে, প্রথমবার পুলিশ চরিত্রও করেছি। সব মিলিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে এটা আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জের ছিল', বলেন স্বরা। তিনি মনে করেন তাঁর মতো অভিনেত্রীদের জন্য ওয়েব প্ল্যাটফর্ম বড় সুযোগ, 'চলচ্চিত্রে এ ধরনের চরিত্র পেতে কত অপেক্ষা করতে হতো কে জানে! কারণ সেখানে বেশির ভাগ সময় বড় তারকাদের প্রাধান্য দিয়ে চরিত্র লেখা হয়। আমাদের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামনে ওটিটি নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। সুযোগটা ভালোভাবে কাজে লাগালে বড় পর্দাতেও ভালো চরিত্র মিলবে।'

বিয়ের কথা জানালেও বউয়ের কথা বলবেন পরে

বিনোদন ডেস্ক: সংগীতশিল্পী প্রতীক হাসান ও অভিনেতা আমান রেজা বিয়ে করেছেন। দুজনই বিয়ের কথা স্বীকার করলেও কেউই এ মুহূর্তে বউয়ের ছবি কিংবা পরিচয় দিতে চান না। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দুজনই ঘটা করে বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করতে চান। প্রতীক বলেন, 'পারিবারিকভাবেই বিয়েটা হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব, এমনকি কাছের অনেক আত্মীয়-স্বজনও জানেন না বিয়ের কথা। আসলে এই সময়ে প্রতিটি মানুষই আছেন দুশ্চিন্তায়। কাকে সুখবরটা দেব? তা ছাড়া বিয়েতে কাউকে বললে নিজেদের সচেতনতার কথা ভেবে হয়তো আসতেনও না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি করোনা সংক্রমণ কমলে জমকালো অনুষ্ঠান করে সবাইকে জানাব।'



আমানও বিয়ের কথা স্বীকার করে ফেসবুকে 'গট ম্যারিড' স্ট্যাটাস দিলেও বউয়ের নাম বা ছবি প্রকাশ করতে নারাজ, '৮ আগস্ট আমাদের বিয়ে হয়েছে। কাউকে কিছু জানাতে চাইনি। তবে ২৫ আগস্ট একটা বিশেষ কারণে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে হয়েছে।' আমান তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছেন এই প্রতিবেদকের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমার মা-বাবা ঘটা করে জামাইকে ঘরে তুলে নিতে চান। বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চান লা মেরি-ডিয়ানে। সেদিনই আমানকে কোটি টাকার গাড়ি উপহার দিতে চান। এখন আমি আর আমান আগে থেকেই প্রকাশ্যে এলে সেই চার্মটা থাকবে না।'



ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর দাবী

(শেষের পাতার পর)

এর সভাপতি শেলী এ মুবদি ও কো-অর্ডিনেটর খলকু কামাল এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী।

স্মারকলিপিতে উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে: ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর, বিমানবন্দরের উভয় পাশে গুরুত্বপূর্ণ ২টি বাইপাস নির্মাণ, সিলেট-ঢাকা ৬ লেন ও সিলেট-আখাউড়া ডাবল রেললাইন নির্মাণ, সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে কনস্যুলেটের সামনে প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীরা সমাবেশে মিলিত হন। এসময় তারা দাবী-দাওয়া সম্বলিত ব্যানার হাতে অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের দাবী জানান। সমাবেশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ জুসেফ চৌধুরী, মোহাম্মদ শফি উদ্দিন তালুকদার ও মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী জগলুল, সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ ও কার্যকরী সদস্য হেলিম উদ্দিন, সাবেক উপদেষ্টা ছদরুন নূর, আব্দুস শহীদ, সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকি, তোফায়েল চৌধুরী, মির্জা মামুন রশিদ, সাবেক প্রচার সম্পাদক আবদুল করিম, কাতার জলালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ইনক'র সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ফোবানার সাবেক কনভেনার এমাদ চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সিলেট সদর সমিতি'র সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী ও উপদেষ্টা মনসুর চৌধুরী, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মনির আহমদ, জকিগঞ্জ সমিতির সভাপতি আব্দুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ইফজাল চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি মামুনুর রশিদ শিপু ও সাধারণ সম্পাদক চমন এলাহি, ছাতক সমিতি সভাপতি আব্দুল খালিক ও সাধারণ সম্পাদক রইছ রহমান, এস্টোরিয়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, তানিম চৌধুরী, বালাগঞ্জ ওসমানীনগর সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ এনাম আহমদ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর প্রবাসী ভাই ময়েজ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা স্মারকলিপি গ্রহণ করে বলেন, তিনি স্মারকলিপিটি যথাযতভাবে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরিকল্পনামন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে দেবেন। এসময় এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ কনসাল জেনারেল সাদিয়া জেবুননেসা সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।.



নতুন সংগঠন 'নর্থ ব্রঙ্কস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন'

(শেষের পাতার পর)

সংগঠন 'নর্থ ব্রঙ্কস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন' (এনবিবিএ) এর সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার অনুষ্ঠিত এক সভায় নতুন সংগঠন ও নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে সেফ হেলথ মেডিকেল পরিচালক জিলাল আহমেদ সভাপতি ও লংগ্রেভিটি হেলথ সার্ভিসেস-এর রিজিওনাল ম্যানেজার রোকন হাকিম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। একই সঙ্গে জমজম ড্রাগ কর্ণধার নাফিউল হক-কে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়েছে।

নতুন কমিটিতে মনোনীত অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- আদর ফ্যাশন-এর কর্ণধার মুহাম্মদ মজিদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক- হাকিম এন্ড কো: মাল্টিসার্ভিসেস-এর প্রেসিডেন্ট মান্না মুনতাসির এবং কার্যকরী সদস্যরা হলেন- ষ্টার ফার্নিচার কর্ণধার রকি আলিয়ান এবং কারী কাবাব-এর মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম (শাহীন)।

এছাড়াও তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- বাংলা টাউন-এর কর্ণধার কয়সারুজামান কয়েস, গাউসিয়া সুপারমার্কেট-এর কর্ণধার আতাউর রহমান ও ঢাকা সুপারমার্কেট-এর মালিক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন সোহাগ।

অপরদিকে নবিবিএ'র নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয়। নতুন সদস্যরা হলেন- মদিনা মনোয়ারা গ্রোসারীর মালিক এমডি মামুন খান, শাহজালাল গ্রোসারীর মালিক এমডি মামুন ভূঁইয়া, এইচ এন্ড বি ট্যাক্স-এর কর্ণধার বাহার উদ্দিন, ইউনিভার্সালট্রাভেল এন্ড ট্যুরস-এর কর্ণধার কারী খালেদ মিয়া এবং চৌধুরী প্রফেশনাল-এর মালিক ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান চৌধুরী। উপস্থিত সবার সম্মতিতে দুই বৎসর (২০২০-২০২১) জন্য কমিটি ঘোষণা করা হয়।



কুলাউড়ায় লাশ সংরক্ষনাগার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসীদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রবাসী কমিউনিটি লিডার এনামুল ইসলাম জানান একজন মুসলমান মারা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফনের কথা বলা আছে। এছাড়া পরোক্ষভাবে বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রে সময় নিতে আলিম-উলামাগনেরর জোড়ালো কোন আপত্তি নেই। বাস্তবতা হলো কুলাউড়ার শত শত মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। অতি আপনজন দেশে মারা গেলে তাদের সন্তানগণ বা নিকট আত্মীয় জানাজা ও দাফনে শরীক হতে পারেন না দূরত্বের কারনে। দেশের মধ্যেও দূরদুরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজন আসতে এক/দুদিন অপেক্ষা করতে হয়। প্রচন্ড গরম বা বৃষ্টি-বন্যার কারনেও অনেক সময় লাশ দাফন বিলম্বিত করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে লাশ সংরক্ষনের জন্য কুলাউড়ায় কোন ব্যবস্থা নেই।

উপরোক্ত চিন্তাধারা থেকে প্রবাসী কমিউনিটি লিডাররা দেশ-বিদেশের সকলের সহযোগিতায় কুলাউড়া উত্তরবাজারস্থ আহমদাবাদ মাদ্রাসা ও এতিমখানায় একটি 'ফিউনারেল বা লাশ রাখার ঘর' স্থাপনের জন্য এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও জানান, এটি হবে একটি অলাভজনক প্রকল্প। ব্যবহারের সময়কালের বিদ্যুতের ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষন জন্য একটি নির্দিষ্ঠ বিল ব্যবহারকারীদের পরিশোধ করতে হবে। অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা এতিমখানায় খরচ করা যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন নিয়ে কমিউনিটি লিডার নিউইয়র্কের মোঃ তজম্মুল আলীর বাসায় ঘরোয়া এক সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি লিডার লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, মোঃ তজম্মুল আলী, লেঃ কর্নেল (অবঃ) শফি আহমদ, এনামুল ইসলাম, শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, হেশাম চৌধুরী, ইকবাল আহমদ, মইনুর রহমান শুয়েব, জাবেদ খসরু, জাবেদ আহমদ, আলাউদ্দিন আহমদ, আলতাফ আহমদ প্রমুখ। করোনা পরিস্থিতির কারণে বিধিনিষেধ থাকায় সভায় অনেকেই উপস্থিত না হয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

সভায় নিউইয়র্কস্থ কমিউনিটি লিডার লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলালকে আহবায়ক ও অন্যান্যদের সদস্য করে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এছাড়া সভায় এনামুল ইসলাম, ইমরান আহমদ ও মহসিন চৌধুরীসহ তিন জনের নামে কুলাউড়ার একটি ব্যাংকে একাউন্ট খুলে দেশে ও প্রবাসে অবস্থানকারী কুলাউড়াবাসীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার এবং এনামুল ইসলামকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কো-অডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।





বিএসিএ'র উদ্যোগে এন্টি বডি টেষ্টিং ও মাস্ক-হেন্ড সেনিটাইজার বিতরণ

(শেষের পাতার পর)মার্কস ও সেনিটাইজার বিতরণ অনুষ্ঠান পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেটের ডিষ্ট্রিক্ট-৮৭ থেকে নির্বাচিত অ্যাসেম্বলীওমেন কেরিনা রেইস। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়ক ও প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। এন্টিবডি টেস্টিং স্পন্সর করেন রোকন হাকিম মাল্টি মিডিয়া সার্ভিস, লংজিভিটি হোম সার্ভিস ও এস এন মেডিক্যাল সার্ভিস।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট লিডার জাষ্টিন ওয়েষ্ট ব্রুক, মূলধারার রাজনীতিক, বিএসিসি-এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র অন্যতম কর্মকর্তা রোকন হাকিম ও মান্না মোনতাসির। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গেনাইজেশন-এর সভাপতি জুনেদ আহমদ চৌধুরী, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, সাধারণ সম্পাদক পল্লব সরকার, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রাক্তন সভাপতি মাহবুব আলম, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া, মেনটেইনেন্স সেক্রেটারী ফটিক মিয়া, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নুরে আলম জিকু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, রেহানুজ্জামান রেহান, আহমদ ফয়ছল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমদ, আলমগীর কবির শামীম, কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, প্রচার সম্পাদক সোহেল আহমদ, ক্রীড়া ও চিত্ত বিনোদন সম্পাদক হেলাল আহমদ ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম।

অনুষ্ঠানে অ্যাসেম্বলীওমেন কেরিনা রেইস কমিউনিটির কল্যাণে অনবদ্য ভুমিকা রাখায় বাংলাদেশ আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনকে প্রোকলেমেশন প্রদান করেন। এছাড়া সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিনকে বেষ্ট সংগঠক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

লং আইল্যান্ডের বেশোরে সেন্সাস কর্মশালা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সেন্সাস-এর সাফোক কাউন্টির সিনিয়র স্পেশালিষ্ট এবং নিউইয়র্ক এর ফিল্ড ডিভিশনের নিকল ডি বেলি ও তার দুই সিআরআর পেট্রিক ও সুজান উপস্থিত ছিলেন। উল্লখ্য, ৩০ সেপ্টম্বর সেন্সাস-এ নাম অন্তর্ভূক্তির সমq সীমা শেষ। প্রতি ১০ বছর পর পর সেন্সাস কার্যক্রম চলে। তাই এবারের সেন্সাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্টরা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

কর্মশালায় রুমন প্রধান, আবুল মেজবা উদ্দীন হেলাল, নওশের আব্দুল্লাহ, ডা. হাফিজুর রহমান, শাহিদ মিয়া, ডা. মোহাম্মদ ইউনুস, নওশের আব্দুল্লাহ, মিয়া আলিম পাখী, ইকবাল চৌধুরী, সার্জেন্ট সামীর সাহ, মোহাম্মদ লান্টু প্রমুখ অংশ নেন। উল্লেখিত কর্মশালার সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট গোলাম ফারুক শাহীন।





আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক

নিউইয়র্ক: 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দুই বছর মেয়াদী (২০২০-২০২২) সালের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয়েছেন। ৩০ আগষ্ট (রোববার) নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের টাপেন বিচ পার্কে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোটে সভাপতি পদে 'সাপ্তাহিক প্রবাস' সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ ও প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার চীফ রির্পোটার মনজুরুল হক সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন মশিউর রহমান (খবর ডট কম)। কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি দর্পণ কবীর ও সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সহ-সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন ও আবু বকর সিদ্দিক । সংগঠনের সভাপতি দর্পণ কবীরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরের পরিচালনায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, 'সাপ্তাহিক আজকাল' এর সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মিলা হোসেন, কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন প্রমুখ। এই সাধারণ সভায় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীনকে প্রেসক্লাবের বিশেষ সম্মাননা সদস্য পদ প্রদান করা হয়। বিশেষ সম্মানিত সদস্য আইডি বেবী নাজনীনকে প্রদান করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি নাজমুল আহসান।



মোহাম্মদ সাঈদ



মনজুরুল হক

নতুন কমিটির নাম ঘোষণার পর নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ এবং সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক মনজু শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং তারা প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে নাজমুল আহসান বলেন, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব গঠিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। ক্লাবটিতে সাংবাদিকদের পেশাগত সম্পর্ক সম্প্রীতিময় এবং তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সকলে কাজ করেছেন। আজ তাই আমরা করোনাকালেও খোলা আকাশের নিচে সাধারণ সভা করতে পারছি। শুভেচ্ছা বক্তব্যে আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো বলেন, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সঙ্গে আজকাল পরিবারের বন্ধন অটুট। পেশায় পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে সকলকে সচেষ্ট হবার আহবান জানান তিনি।

নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। দায়িত্ব পাওয়া থেকে দায়িত্ব পালন করা কঠিন কাজ। এই ক্লাবের প্রতিটি সদস্যকে আমরা নিজেদের পরিবারের সদস্য বলে মনে করি। আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে ক্লাবের মান-সম্মান আরো বৃদ্ধি করবো, এই প্রত্যাশা করছি।

নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক বলেন,কোভিট ১৯-এর ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, সামাজিক বৌদ্ধা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবিসহ সচেতন মহল দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমরাও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজকে জনসচেতনতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামীতে ক্লাবের যে সকল কর্মপরিকল্পনা থাকবে তা আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। তাই সব সময় সবার সহযোগিতা পাওয়ার প্রত্যাশা রাখছি।

এদিন সাধারণ সভায় ক্লাব সদস্যরা পরিবার-পরিজন নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সদস্যদের মধ্যে সভায় আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- বেলাল আহমেদ (সহ-সভাপতি), শামসুন্নাহার নিম্মি, শামসুল আলম (ইসি মেম্বার), তাপস সাহা (কোষাধ্যক্ষ), সীমা সুস্মিতা, মল্লিকা খান মুনা (ইসি মেম্বার), আবু বকর সিদ্দিক (ইসি মেম্বার), সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, মশিউর রহমান মজুমদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন, মনজুরুল হক, পাপিয়া বেগম ও মোহাম্মদ হামিদ।

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি ক্লাবকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য। করোনার কারণে সংগঠনের কিছু কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। পেছনের দিকে না তাকিয়ে আমরা সামনের দিকে পথ চলব।

সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর বলেন, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আমাদের প্রাণের ক্লাব। সভাপতি হিসাবে কি দায়িত্ব পালন করেছি সেটা বড় কথা নয়। ক্লাবের সার্বিক কল্যাণে অতীতেও সময় দিয়েছি ভবিষ্যতেও সময় দেব। এর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান।

সর্বশেষ বিনামূল্যে ক্রয়কৃত টিকেটের র‍্যাফেল-ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এই র‍্যাফেল ড্র-তে প্রথম পুরস্কার পান শওকত ওসমান রচি। তাকে পুরস্কার তুলে দেন মডেল ও অভিনেত্রী মিলা হোসেন। দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন শামসুন্নাহার নিম্মি। তাকে পুরস্কার তুলে দেন কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন মল্লিকা খান মুনা। তাকে পুরস্কার প্রদান করেন ক্লাব সদস্য সীমা সুস্মিতা।

এদিন সাধারণ সভায় ক্লাবের ইসি সদস্য আলোক-চিত্র সাংবাদিক এ হাই স্বপন এর প্রয়াণের ঘটনায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ এবং এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

অবিলম্বে খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

সাংবাদিক জুলহাস হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় বিএফইউজে ও ডিইউজের নিন্দা

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকার ধামরাই উপজেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও বিজয় টিভির ধামরাই উপজেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক জুলহাস হোসেনকে (৩৫) কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজের নেতৃবৃন্দ।

বিএফইউজে'র সভাপতি রুহুল আমীন গাজী ও মহাসচিব এম আবদুল্লাহ এবং ডিইউজে'র সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে এ ঘটনাকে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে এর সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবে করেন।

সাংবাদিক নেতারা বলেন, সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের হামলা সাংবাদিক সমাজকে আতঙ্কিত করে তুলছে। সাংবাদিকরা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন সময় তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি-নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের শিকার হতে হয়। যা পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর অবসান হওয়া জরুরি এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বারোবাড়িয়া এলাকার কালীমন্দিরের পাশে সাংবাদিক জুলহাস হোসেনকে হত্যা করা হয়। তিনি উপজেলার গাংগুটিয়াা ইউনিয়নের দক্ষিণ হাফকুড়া গ্রামের মৃত রইচ উদ্দিনের ছেলে। হত্যার ঘটনাটি নিশ্চিত করে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দীপক চন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, দুর্বৃত্তদের দুজনকে জনতা হাতেনাতে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। তাদের কাছে অস্ত্রও পাওয়া গেছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সাবা'র কর্মীরা ছুটে চলেছে বানভাসি মানুষের দোয়ারে

নিউজবিডিইউএস: দুঃখের রজনী যেমন শেষ হতে চায় না, তেমনি বানভাসি মানুষের কাছে এখন একেকটি দিন যেন দুর্বিষহ কষ্টের অনন্তকাল। বন্যায় অনেক দরিদ্র পরিবারের বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ ও জীবন-জীবিকা ধ্বংসের মুখে। বহু রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বসতভিটা, জমি-জিরাত ও ফল-ফসল বিলীন হয়ে গেছে। এঅবস্থায় রাষ্ট্র বা বিত্তশালী মানুষের কাছ থেকে খুব একটা সহযোগিতা পাচ্ছে না তারা। ফলে বন্যাকবলিত অঞ্চলের





অসহায় বানভাসি মানুষ কতটা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে, পনিবন্দি দুখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সোশ্যাল এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এ্যাডভান্সমেন্ট (সাবা)।

সাবা নিজেদের সাধ্যমতো বানভাসি মানুষের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়েছে। তারা চাল, ডাল, তেল, লবণ এবং ওরস্যালাইন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসমগ্রী নিয়ে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সাবা'র নিষ্ঠাবান কর্মীরা পৌছে দিচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুয়ারে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার নওগাঁর মান্দা উপজেলার বন্যা কবলিত মানুষদের সহযোগিতা করেছে সাবা। ৩দিনব্যাপী উপজেলার ২০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে সংস্থাটি। এমনকি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ২০ প্রতিবন্ধী পরিবারকেও সহযোগিতা করে। এদিন তারা মান্দার কালিকাপুর ইউনিয়নের শীলগ্রাম, পাকুরিয়া, বাথইল, জসরাই, মাউল গ্রাম ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামে সহায়তা পৌঁছায়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন সাবা রাজশাহী অঞ্চলের এস. এম. এমদাদুর রহমান ও আবদুল মুকিত। এছাড়াও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট সমাজসেবক নুরুল ইসলাম, মমতাজ হোসেন, আফতাবউদ্দিন, কসিমুদ্দিন, ইমরান আলি, জালালুদ্দিন, আবদুল হান্নান, খোরশেদ আলম, আলমগীর হোসেন, হাসান, শফিকুল ইসলাম, আলামীন, আবদুল খালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাবা'র সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও নিউজবিডিইউস'র সম্পাদক এস এম জাহিদুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে অসহায় মানুষ যখন পানিবন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করছে, তখন সমাজের বিত্তবানদের বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের বিধান। টাকা-পয়সা, খাদ্য, বস্ত্র, পানি, ওষুধ- যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার এখনই সময়। আগামীতেও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো অব্যহত থাকবে বলে জানান সাবা'র এই কর্তাব্যক্তি।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মার্চ মাসে পিছিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী মিলে দুস্থ-অসহায় ও দেশ-জাতির কল্যাণের নিঃস্বর্থে কাজ করতে সাবা'র কার্যক্রম শুরু করে। খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের মানুষের সহযোগিতা করে বেশ সাড়া ফেলেছে। বিশেষ করে উত্তারঞ্চলে সাবা'র কার্যক্রম দেখে অত্যন্ত খুশি সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা দাবি জানান, গরীব-দু:খী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই কার্যক্রম সাবা যেন আগামী দিনেও অব্যহত রাখে। করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে ইতোমধ্যে কয়েক হাজার দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে সাবা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে দেশব্যাপী দিচ্ছে টেলিহেলথ সেবা। এছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য মহিলাদেরকে সেলাই মেশিনও কিনে দিয়েছে সেবামূলক সংগঠনটি। করোনা দুর্যোগে শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা ও খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভর গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছে তারা।

আহলে সুন্নাত ইউএসএ'র শানে শাহাদাতে কারবালা র‍্যালী অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও মহান প্রিয়নবীর প্রেম অর্জনে পবিত্র কোরআন শরিফে উদ্ধৃত ও পবিত্র হাদিস শরিফে ঘোষিত মুসলিম মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহাদাত ৬১ হিজরীতে কারবালার প্রান্তরে সংগঠিত "সাইয়্যিদুশ শুহাদা" ইমামে আকবর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র শাহাদাত ১০ মহররম-এর ১৩৮১তম বার্ষিকী উপলক্ষে "শানে শাহাদাতে কারবালা র‍্যালী মাহফিল" অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র উদ্যোগে গত ৩০ আগষ্ট রোববার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা চত্তরে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ হেলাল মাহমুদ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও না'ত শরিফ পাঠের মাধ্যমে মাহফিল শুরু হয়। মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি হাফেজ মাওলানা মাহমুদ আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা আনোয়ার কাদেরী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ওমর ফারুক প্রমুখ। সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও শুভাকাংখী মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, আই-নজীবি মুহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, আবু তাহের, গোলাম খান লিপটন, সৈয়দ ফারুক, মুহাম্মদ নাজের উদ্দিন, রশিদ খান সেন্টু, আব্দুল ফয়েজ কবির, মোহাম্মদ সোহেল রেজা, মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, বাবুল ভূঁইয়া প্রমুখ র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ শাহাদাতে কারবালার প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা হক্কের পক্ষে বাতেলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা, শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা হক্ব ও বাতেলকে বিচ্ছিন্ন রাখার শিক্ষা, শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা অবৈধ-স্বৈরাচারী-গোত্রবাদী-জালেম ও অভিশপ্ত এজিদবাদের কাছে মাথানত না করার শক্ষা এবং শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা সকল বাতেল ফেরকা ও সকল ধর্মদ্রোহী মতবাদের বিরুদ্ধে, শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা ঈমানের পক্ষে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের পক্ষে নবীপ্রেমকে কেন্দ্র কওে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও দৃষ্টান্ত হওয়ার শক্ষা।

হাফেজ মাওলানা মাহমুদ আলী বলেন, ১০ মহররমই "ইসলামী শহীদ দিবস" তথা "বিশ্ব মানবতার শহীদ দিবস", "মানবতা রক্ষা দিবস", এজিদবাদের স্বৈরশাসন ও জুলমের বিরুদ্ধে "সংগ্রাম সূচনা দিবস" ও এজিদী চক্রান্ত "অরাজনৈতিকতা উৎখাত দিবস"। সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব ব্যবস্থা উৎখাতকারী কাফের এজিদকে কোন না কোনভাবে সমর্থনকারী, অব্যাহতি ও প্রশ্রয়দাতা যে কেউ; কোরআন সুন্নাহর নিরীখে; ধর্মদ্রোহী মুরতাদ অভিশপ্ত ও জাহান্নামী। তিনি বলেন, ৬১ হিজরীর পর শাহাদাতে কারবালাই ঈমান-কুফর, কলেমা-বস্তুবাদ, ইসলাম-বাতেল ফেরকা, দ্বীন-দুনিয়া, সত্য-মিথ্যা, ইনসাফ-জুলম, মুক্তি-দাসত্ব, আস্তিকতা-নাস্তিকতা, রহমত-লা'নত ও স্বাধীনতা-পরাধীনতার পার্থক্যের মাপকাঠি। তিনি আরো বলেন, ইসলামী সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব ব্যাবস্থা উৎখাতকারী কাফের এজিদকে কোন না কোনভাবে সমর্থনকারী, অব্যাহতি ও প্রশ্রয়দাতা যে কেউ; কোরআন সুন্নাহর নিরীখে; ধর্মদ্রোহী মুরতাদ অভিশপ্ত ও জাহান্নামী।

হাফেজ মাহমুদ আলী বলেন, মহান রাসূলের (সা.) ইসলাম তথা ঈমান কলেমা দ্বীন খেলাফত ইমামত আত্মিক আধ্যাত্মিক পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আর তাই খন্ডিত আংশিক অপূর্ণাঙ্গ অথর্ব ধর্মের প্রবক্তা ইসলাম উৎখাতকারী কাফের ইয়াজিদ। খোলাফায়ে রাশেদীন, আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের "খেলাফত" ও "ইমামত" ধর্মের আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গতা জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে; তাই "বেলায়েতের" নামে অরাজনৈতিক হয়ে খন্ডিত ধর্ম পালন কুফরী এজিদবাদ। ৬১ হিজরীর পর ১০ মহররমকে "আশুরা" বলা "শাহাদাতে কারবালা" অস্বীকার করা, "শোহাদায়ে কারবালা" বলা "দিবস" বা "উপলক্ষ" হতে বাঁধা দেয়া। ঈমান হলো "শাহাদাতে কারবালা" ও "শাহাদাতে কারবালা দিবস" বলা। কাফের ইয়াজিদ সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট কাফের ও চির অভিশপ্ত জীব হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়া তারই পক্ষাবলম্বন। মহান রাসূল (সা:) প্রদত্ত কলেমা দ্বীন খেলাফত সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বব্যবস্থা উৎখাতকারী নরাধম ইয়াজিদ। তিনি বলেন, কাফের ইয়াজিদ জন্মগত কাফের, শৈশব সে ছিল ফাজের, কৈশর ফাসেক, যুবক কালে ইমামে আকবর (রা:) ও অসংখ্য আহলে বায়াতের (রা:) হত্যাকারী, ইসলাম উৎখাতকারী, মক্কার হারাম শরীফে অগ্নি সংযোগকারী, মদীনায় মসজীদের নববীতে নামাজ বন্ধকারী ও মসজিদে নববীতে পশুচারণকারী, মদীনার মুমিন নারীদের ধর্ষণের হুকুমদাতা, জেনাকার, মদ্যপ, শরীয়তদ্রোহী ও হাজার হাজার নিরাপরাধ সাহাবী ও তাবেঈনের হত্যাকারী, বার্ধক্যকালে ইয়াজিদ রেসালত-নবুয়্যত অস্বীকারকারী। পরিশেষে ইয়াজিদের মৃত্যু হয় কুষ্টরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও কুফরভীতিতে। পবিত্র হাদিস শরীফে ঘোষিত: ইসলামী সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বব্যাবস্থা উৎখাতকারী কাফের এজিদকে কোন না কোনভাবে সমর্থনকারী, অব্যাহতি ও প্রশ্রয়দাতা যে কেউ; কোরআন সুন্নাহর নিরীখে; ধর্মদ্রোহী মুরতাদ অভিশপ্ত ও জাহান্নামী।

বক্তাগণ সবাইকে শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা ও চেতনায় ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সালাতু সালাম, ক্বিয়াম ও বিশেষ মুনাজাত পাঠান্তে পবিত্র "শানে শাহাদাতে কারবালা র‍্যালী মাহফিল" সমাপ্ত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162



বেগম জিয়ার ৭৬তম জন্মদিবসে ক্যালিফোর্ণিয়া বিএনপি'র দোয়া অনুষ্ঠিত

লসএঞ্জেলেস (ক্যালিফোর্নিয়া): বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া'র ৭৬তম জন্মদিবসে ক্যালিফোর্ণিয়া বিএনপি'র উদ্যোগে এক ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ আগষ্ট রোববার লস এঞ্জেলেস সময় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে সরাসরি ঢাকা থেকে সংযুক্ত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিবা রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে যুক্ত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ-সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান। অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু ও সুস্হতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সহসভাপতি আ-ফজাল হোসেন শিকদার এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন যুগ্ম-সম্পাদক লায়েক আহমেদ। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাঞ্চন, ক্যালিফোর্নিয়া বিএন-পির সাবেক সভাপতি আবদুল বাছিত, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান শাহীন ও অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন শাহীন, মহিলা সম্পাদিকা এ্যাড. শামসুন খান লাকী ও সাং-গঠনিক সম্পাদক মারুফ খান।আলোচনা পর্বে বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে দেশের স্বাধীনতা যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি হুমকির মুখে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বেচ্ছাচারী কাজে কেউ যাতে জবাবদিহিতা না চায় সেজন্যই তারা গণতন্ত্রকে গোরস্থানে পাঠিয়েছে। বেপরোয়া সরকার জনগণের কোনো দাবিকেই আমলে না নিয়ে জনগণকে বন্দি করে রাখতেই অগণতান্ত্রিক দুঃশাসন অব্যাহত রেখেছে। খালেদা জিয়ার কথার সঙ্গে কাজের মিল রয়েছে। যেটা অঙ্গীকার করেন অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হন না। এই জন্যেই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যত রাগ ঈর্ষায় যে মামলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই কোনো সাক্ষী নেই সেই মামলায় সাজা দিয়ে তাকে কারাগারে রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালের এই দিনে বেগম খালেদা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিনের এই লগ্নে বিএনপি প্রধান অসুস্থ অবস্থায় গুলশানের বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত মার্চে সরকারের নির্বাহী আদেশে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পাওয়ার আগে প্রায় ২৫ মাস কারাগারে ছিলেন তিনি। খালেদা জিয়ার পৈতৃক বাড়ি ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুরে। তার বাবা এস্কান্দার মজুমদার ছিলেন চাকরিজীবী। মাতা তৈয়বা মজুমদার ছিলেন দিনাজপুরের চন্দন বাড়ির মেয়ে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয়। ১৯৬০ সালের আগষ্টে বগুড়ার ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত সেনাকর্মকর্তা জিয়াউর রহমানের সাথে তিনি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেগম জিয়ার দুই সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে তারেক রহমান বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন এবং ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো ইন্তেকাল করেছেন। তারেক রহমানের ঘরে তার এক নাতনী জাইমা ও আরাফাত রহমানের ঘরে জাফিয়া ও জাহিয়া নামে দুই নাতনী রয়েছে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে দেশী-বিদেশী চক্রান্তে বিপথগামী সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। এর পরপরই জিয়াউর রহমানের গড়া বিএনপির মাধ্যমে দেশের রাজ-নীতিতে আগমন ঘটে বেগম খালেদা জিয়ার। দলের নেতাকর্মীদের দাবির মুখে ১৯৮২ সালের ২ জানুয়ারী তিনি বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হন। '৮৩ সালের মার্চে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং '৮৪ সালের ১২ জানুয়ারী ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দলের দায়িত্বগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৪-এর ১ মে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী দীর্ঘ আপসহীন আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত তিন দফায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন খালেদা জিয়া। ১৯৯৩ সালে তিনি সার্কের প্রথম মহিলা চেয়ারপারসন হন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বেগম জিয়ার নেতৃ ত্বাধীন চার দলীয় জোট নির্বাচনে জয়লাভের পর তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে। ওয়ান-ইলেভেনের পর মঈন-ফখরুদ্দীন সরকার ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তাকে কারাবন্দী করে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কারাভোগ করেন তিনি। সেবার কারাগারে প্রথম জন্মদিন কেটেছে তার। কারাগারে থাকা অবস্থায় তার অনড় মনোভাবের কারণে 'মাইনাস টু ফর্মুলা' থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় ওই সরকার। পরে তারা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি কাংখিত ফল না পেয়ে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। সেই থেকে সরকারি দলের দমন-পীড়ন ও মামলা-হামলার বৃত্তে বন্দী দেশের অন্যতম বৃহৎ এই রাজনৈতিক দল। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারীর একতরফা নির্বাচন বর্জন করে দলটি। একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী জিয়া অরফানেজ ট্রাষ্ট মামলায় সাজা হয় বেগম জিয়ার। করোন-াভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ছয় মাসের জন্য সাজা স্থগিত করে গত ২৫ মার্চ খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয় সরকার।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিএনপি আয়োজিত এ ভার্চুয়্যাল স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে যুক্ত ছিলেনঃ বদরুল এ চৌধুরী শিপলু, এম ওয়াহিদ রহমান, নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাঞ্চন, মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, সামসুজ্জোহা বাবলু, মাহবুবুর রহমান শাহীন, মুর্শেদুল ইসলাম, নিয়াজ মোহাইমেন, সাইফুল আনসারী চপল, অপু সাজ্জাদ, আফজাল শিকদার, সালাম দাড়িয়া, শওকত হোসেন আনজিন, সাঈদ আবেদ নিপু, জুনেল আহমেদ, আহসান হাবীব রুমি, হাসনাত খন্দকার, লিটু আহমেদ, মিকায়েল খান রাসেল, শাহাদাত হোসেন শাহীন, আশরাফুল আলম হেলাল, জহিরুল কবির হেলাল, মার্শাল হক, নুরুল ইসলাম, এলেন খান, মিজানুর রহমান, আবদুর রহিম, ফারুক হাওলাদার, সৈয়দ নাসিরউদ্দিন জেবুল, মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল, বদরুল আলম মাসুদ, দেলোয়ার জাহান চৌধুরী, লায়েক আহমেদ, রফিকুজ্জামান জুয়েল, ইলিয়াছ মিয়া, শাহতাব কবীর ভূঁইয়া শান্ত, শাহীন হক, আলমগীর হোসেন, রনি জামান, এ্যাডঃ নুরুল হক, সজয় আহমেদ মনির, মারুফ খান, লোকমান হোসাইন, কামাল হোসেন তরুন, মোশারফ হোসেন ইমন, রেজাউল হায়দার চৌধুরী বাবু, কামরুল আলম চৌধুরী, খোরশেদ আলম রতন, সামিদুল ইসলাম, সাঈদ খান, রেজাউল করিম জামিল, হাফেজ মোঃ বেলাল, শাহেদ আহমেদ, কহিনুর রহমান, ইফতেখার হোসেন ফাহিম, মিজানুর রহমান জমশেদ, কবির আহমেদ, হোসেন আহমেদ, এমাজউ-দ্দিন চৌধুরী দুলাল, আবদুল মোতালেব, আব্দুল হাকিম, খসরু রানা, আসাদুজ্জামান মুক্তা, নাজিম খান টিটু, সুমেন আহমেদ, আবদুল মান্নান, ফয়সাল হোসেন সিদ্দিকী, ফয়সাল সালাম, আবদুল মুনিম, আবুল খায়ের, শামসুল আলম, নাহিদুল ইসলাম, আবুল কায়সার, এ্যাডঃ শামসুন খান লাকী, ফরিদা বেগম, নয়ন বড়ুয়া, এ কে এম আসিফ, শহিদুল ইসলাম পলাশ, খায়রুল ইসলাম, খোন্দকার আলম, আবুল ইব্রাহিম, মানিক চৌধুরী, মিশর নুন, ফারুক সরকার, গিয়াস উদ্দিন, আবদুল আহাদ, এহসান আহমেদ, আবুল বাশার, দেলোয়ার আহমেদ, রফিকুল ইসলাম রিতি, নজরুল ইসলাম, আবুল হাসনাত চৌধুরী মন্টু, আবদুল হাসিব, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, হাসানুজ্জামান মিজান, মোঃ হাবিব, মাইনুল হক, মশিউর রহমান ও জিয়া ফজল সিদ্দিকী প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ-এর সভায় বক্তারা

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের পূনঃ প্রতিষ্ঠাতা





আটলান্টিক সিটি থেকে এবিএম নিউজ: বিএনপি'র ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গত ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ-এর উদ্যোগে আটলান্টিক সিটিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তণ করেছিলেন বলেই আওয়ামী লীগ রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিল। আওয়ামী রাজনীতির পূনঃজন্ম হয়েছে জিয়াউর রহমানের হাত ধরে, তাই শহীদ জিয়া শুধুমাত্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা নয়, আওয়ামী রাজনীতিরও পূনঃ প্রতিষ্ঠাতা। বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট সাউথের আহবায়ক গিয়াসউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মোহাম্মদ দিদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন আহবায়ক কমিটির সদস্য সৈয়দ কাউছার, জহিরুল ইসলাম বাবুল সহ মোহাম্মদ রেজা, রহমান বাবুল, মোহাম্মদ আলী, মোসাদ্দেকুল মাওলা, মোহাম্মদ আইয়ুব, ওবাইদ চৌধুরী, আবুল মনসুর, কাজী লিটন মোহাম্মদ মহসিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শেখ মুজিবুর যখন সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় স্বৈরশাসন বাকশাল কায়েম করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সে সময় সারাদেশের মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তণ করেছিলেন। তার মধ্যদিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় বিএনপি। বক্তারা বলেন, আবার পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্টের পূর্ববর্তী পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী বাকশালীরা। তবে বিএনপির ত্যাগী নেতা-কর্মীরা কখনো তা হতে দেবে না। বক্তারা বলেন হিটলার, গাদ্দাফী, সাদ্দাম হোসেনসহ যেমনী সকল স্বৈরশাসকের ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, ঠিক তেমনি বাংলার ফেরাউনকে খুব শীঘ্রই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে স্থায়ীভাবে মুক্তি প্রদানের দাবী জানিয়ে বলেন, তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা-পরায়ন হয়ে সাজা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ এ রায় অনেক আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। বক্তারা দেশ ও প্রবাসে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, জিয়া পরিবারকে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার ভয়পায়, তাই মিথ্যা মামলা দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে হয়রানী করা হচ্ছে, তারেক রহমানকে দেশান্তরিত করেছে, নেতৃবৃন্দ দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন।

নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি সাউথের নেতৃবৃন্দ বলেন, 'বাংলাদেশে আজ ভয়ংকর এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নেই। ভারতের আগ্রাসী তৎপরতার সমালোচনা করলেও গুম-খুনের শিকার হতে হচ্ছে। এমন অবস্থার অবসানে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ঐক্যের বিকল্প নেই।'

কোভিড-১৯ : বাংলাদেশে কেএলবি'র বিভিন্নমূখী ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম



নিউইয়র্ক: মহামারী করোনা ভাইরাসের মত ভয়ঙ্কর অসুখে ভুগছে সারা বিশ্ব। করোনা ভাইরাসে বাদ পড়েনি তেমন কোন দেশই, মৃ ত্যু বিভীষিকার আর এক নাম এখন কোভিড-১৯। এই মুহূর্তে মোট ১৮৪ টি দেশ করোনার কবলে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও বাদ পড়েনি এর করাল গ্রাস থেকে। বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের মানুষ এক দিকে করোনা ভয়ে গৃহবন্ধি অন্যদিকে কর্মহীন, অনাহারে অর্ধাহারে। কর্মহীন হতদরিদ্র মানুষগুলো দিন কাটাচ্ছে চরম ক্ষুদা-দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে।

গত মার্চ মাস থেকে ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইনক গরীব অসহায় মানুষের সহ-য়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই মধ্যে প্রায় ৪০টিরও বেশী যায়গায় বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে 'ছায়াতল বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ১০০ পরিবারকে প্রদান করা হয়। মাগুরা জেলায় ১৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ৫০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়। মেহেরপুরে ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ২৫টি পরিবারকে, ভালুকশীতে ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ২৫টি পরিবারকে, পটুয়াখালিতে ১২ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ২৫টি পরিবারকে, খুলনায় ১৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী ২৫টি পরিবারকে, এছাড়াও খুলনায় পৃথক পৃথক আরো দু'টি জায়গায় ২০ ও ২৫ পরিবারকে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আরো আছে গোপালগঞ্জে ৪০টি পরিবারকে ১৫, হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, রাধাগঞ্জে ১৫টি পরিবারকে ৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, তিলবাড়িতে ২০টি পরিচালকে ৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, মুশরিয়াতে ৩৫ পরিবারকে ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, বেতকাছিয়ায় ৩৫টি পরিচারকে ২০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, নেত্রকোনায় ৩৫টি পরিবারকে ১২ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, জলিরপাড়ে দু'টি জায়গায় ৩০টি করে পরিবারকে যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকার ও ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

ধারাবাসাইলে ৩৫টি পরিবারকে হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, পাবনায় ৩৫টি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, ঢাকায় ৩০টি পরিবারকে ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, বরিশালে ৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, মনিরামপুর ও বেশবপুরে ৩৫টি করে পরিবারে ১০ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী, চিলায় দুটি স্থানে ৪০ ও ৫০ পরিবারকে ২০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকার সাহায্য সামগ্রী দেওয়া হয়ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে অসহায় সাধারণ খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষের মাঝে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং এখনও এ ধারা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ থেকে যারা ফেসবুকে ম্যাসেজ দিয়ে যোগাযোগ করেছেন তাদের থেকেও কয়েক জনকে সাহায্য করা হয়েছে।

ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইনক-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ক্যালভিন মন্ডল সংস্থার কার্যক্রম সাধারণত নিজ পারিবারিক অর্থেই পরিচালনা করে আসছেন। মাঝে মাঝে কেউ ১০, ২০ বা ৫০ ডলার সাহায্য দিলেও তা তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যায় করে থাকেন।

উল্লেখ্য, ক্যাথরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইনক নিউইয়র্কে নিবন্ধিত একটি অ-লাভজনক সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশেও নিবন্ধিত। সংস্থাটি প্রতি বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, বস্ত্র, বৃক্ষরোপণ, বৃদ্ধ হোম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিগত বছরগুলো মতো এবারও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ক্যালভিন মন্ডল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে গরীব-অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। উল্লেখ্য ক্যাথরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইন্ক, বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামের অসহায় শিশুদের পড়ালেখায় আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে।

মি: ক্যালভিন মন্ডল, তার স্ত্রী মনা মার্গারেট বারিকদার এর অনুপ্রেরণায় তার দুই মেয়ে ক্যাথরিনা মন্ডল ও খ্রীষ্টিনা মন্ডল মূলত প্রতি বছরই তাদের জন্মদিনের উপহারের টাকায় বাংলাদেশের কিছু গরীব শিশুদের সাথে সহ-ভাগিতা করে থাকে উপহার সামগ্রী বিতরণ ও পড়ালেখায়।

সংস্থাটির উদ্যোগে ৩টি ফ্রি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে। স্কুলগুলো যথাক্রমে 'ম-মতাময়ী বিদ্যা নিকেতন' নামে মেহেরপূরের বল্লবপুরে, 'আশীর্বাদ বিদ্যা নিকেতন' নামে তালপুখুরীয়া, কোটালীপাড়া, গাজীপুরে এবং 'আশীর্বাদ বিদ্যা নিকেতন' নামে খুলনায় এই সব ফ্রি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। মূলত এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মি: ক্যালভিন মন্ডলের পারিবারিক আর্থিক সহযোগিতায়ই এসব কার্যক্রম চলছে। তিনি এই কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা কামনা করেন। সংস্থাটি সম্পর্কে আরো জানতে বা সহযোগিতা করতে ভিজিট করুন: www.katrinalovebd.org |-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

করোনা : কূটনীতি, মাস্ক, ধূমপান ও তাপসী

(৪ পাতার পর)

মাস্ক গলায় ঝুলিয়ে রেখে আরামে ধূমপান করা (এতে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৪ গুণ হলেও), মাস্ক পরে গাড়িতে উঠে মাস্ক খুলে ফেলা ইত্যাদি সে অবাঞ্ছিত 'মশকরা'র কিঞ্চিৎ নমুনা।

ধূমপান = 'ধূম+পান'?

পত্রপত্রিকার টাটকা খবর, করোনার তান্ডব আবার স্পেনের কোনো কোনো অংশে ভীতি ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে বিখ্যাত পর্যটন স্পট ক্যানারি আইল্যান্ডও আছে। আটলান্টিকের এই দ্বীপসহ সে দেশের কোথাও কোথাও কড়া অর্ডার জারি হয়েছে, 'ঘড় ংসড়শরহম' (ধূমপান নিষিদ্ধ)। কারণ ধূমপানকারীদের কোভিড মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। বলা হয়েছে, 'পারস্পরিক দূরত্ব দুই মিটার (৬ ফুটেরও বেশি) রাখা না গেলে সিগ্রেট টানা যাবে না।' এটি শুনে বাংলাদেশের মানুষ অবাক হয়ে বলতে পারেন, 'আমাদের এখানে মাস্ক নামিয়ে প্রকাশ্যে ধূমপান চলছে; কই, কর্তৃপক্ষ তো কোনো কড়াকড়ি করছে না। সিগ্রেটের লেজে সুখটানের মজা পেলে স্পেনে এমন আদেশ দেয়া হতো না।'

সত্যিই সেলুকাস! অদ্ভুত এ বাংলাদেশ। 'শত রঙ্গ ভরা এই ভঙ্গ বঙ্গদেশ'। এ দেশের একটা চুটকি হলো– এক বাসযাত্রী ধূমপানরত ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বাসের ভেতরে একটা লেখার দিকে। তা হলো 'ধূমপান নিষেধ'। চালক মহোদয় কম চালাক নন। তিনি আরেকটি লেখার দিকে যাত্রীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তা হলো 'চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা নিষেধ। করিলে নামাইয়া দেয়া হইবে।' এতে সচেতন যাত্রীপ্রবর ক্ষুব্ধ হয়ে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। তখন ড্রাইভার গাড়ির কন্ডাক্টরকে ইঙ্গিত দিলেন 'বেয়াড়া' ব্যক্তিটিকে নামিয়ে দিতে। গাড়ির এক জায়গায় লেখা আছে, 'চালক, হেলপার বা কন্ডাক্টরের সাথে অশোভন আচরণ করিবেন না।' আরেক জায়গায় বড় করে লেখা, 'ধূমপান করিবেন না।' ধূম ও পানের মাঝে বিরাট ফাঁক।

'হরে কৃষ্ণ' ও 'হরে রোড'

'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' কথাটার সাথে আমাদের দেশের মানুষ পরিচিত। এটা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি ধর্মীয় ধ্বনি। তবে 'হরে রোড' বলে কিছু আছে বলে জানা যায় না। তবুও সম্প্রতি ঢাকার ওয়ারী এলাকার লকডাউন উপলক্ষে সরকারের ঘোষণায় দেখা গেল, যে কয়েকটি রোডের দুই পাশের এলাকায় মহামারী ঠেকাতে এই লকডাউন হচ্ছে, তার মধ্যে আছে 'হরে রোড'ও। অন্যান্য সড়কের মধ্যে ছিল র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট ও জয়কালী মন্দির রোডসহ কয়েকটি রাস্তা। মি. র‍্যাঙ্কিন ছিলেন উনবিংশ শতকের ঢাকায় একজন বিশিষ্ট ইংরেজ আমলা এবং ওয়ারী ছিল তখন অত্যন্ত অভিজাত আবাসিক এলাকা। সেই 'র‍্যাঙ্কিন'কে অনেকে এখন বলেন/লিখেন 'র‍্যাংকিং'। কারণ এ শব্দটা বর্তমানে বহুল প্রচলিত। তবে ওয়ারীর লকডাউন নিয়ে যতটা না করোনা প্রসঙ্গ আলোচিত, 'হরে রোড' প্রসঙ্গ নিয়ে এর চেয়ে আলোচনা কম হয়নি বলা চলে।

সরকারের উপসচিব পর্যায়ের জনৈক আমলার স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তাকে এই অদ্ভুত নাম 'হরে রোড' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো জবাব দিতে না পেরে পাশ কাটিয়ে যান। আসলে আলোচ্য রাস্তার নাম 'হেয়ার স্ট্রিট'। এটা শুদ্ধরূপে জানার জন্য (বাকি অংশ ৩০ পাতায়

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.


SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা • ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT/INJURY, SLIP & FALL
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিস-এ ১০ বছরের অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুক্স
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

করোনা : কূটনীতি, মাস্ক, ধূমপান ও তাপসী

(২৯ পাতার পর)

মহাপন্ডিত হওয়ার দরকার নেই। তবে যেহেতু আমাদের 'শিক্ষিতজনদেরও ইতিহাসজ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায় (এবং নেই জানার আগ্রহ), তাই ইংরেজ আমলের ঐধৎব সাহেব 'হেয়ার' না হয়ে, অনেকের কাছে হয়ে গেলেন 'হরে'। তারা নিশ্চয়ই ঢাকার মন্ত্রিপাড়ার 'হেয়ার রোড' চেনেন। কিন্তু 'ওয়ারীর 'হেয়ার স্ট্রিট' চিনে নেয়ার গরজ বোধ করেন না।

'তাপসী' হলেও রেহাই নেই

গত কয়েক মাস বিভিন্ন দেশে লকডাউন ছিল করোনার কারণে। নরম-গরম কিসিমের লকডাউন এখনো কোনো কোনো দেশে চলছে। লকডাউনের সময়ে অনেকে বিদেশে গিয়ে আটকা পড়েছেন কিন্তু নিজের বাড়িঘরে না থাকলে কী হবে, গ্রাহকদের কারো কারো নামে বিদ্যুৎবিল এসেছে স্বাভাবিক সময়ের কয়েক গুণ বেশি। এ অবস্থা কেবল আমাদের বাংলাদেশে নয়, পাশের ভারতেও।

জানা গেছে, ঢাকায় কোনো কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করেই এবং পরিকল্পনামাফিক বিলের বোঝা চাপিয়েছেন নিরীহ গ্রাহকদের কাঁধে। উদ্দেশ্য, আয় বেশি দেখিয়ে সরকারের আরো প্রিয়ভাজন হওয়া এবং নিজের স্টাফের বেতন-বোনাস-ভাতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। এ নিয়ে জুন মাসেই হইচই শুরু হলে কর্তৃপক্ষ উপায় না দেখে এটা 'সমন্বয় করা হবে' বলে আশ্বাস দেন। তবে ভুক্তভোগীরা তাতে কতটা বিশ্বাস রাখতে পারছেন, তা আলাদা ব্যাপার। তখন কিন্তু এই বিল বাড়ানোর তেলেসমাতির তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়নি। এখন সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, লকডাউনে আয় বন্ধ; অথচ বিলের বোঝার অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি। এটাকেই বলা হয় 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।'

প্রতিবেশী ভারতেও অনেকটা একই দশা। যেমন, বলিউডের নামকরা নায়িকা পান্নু তাপসী অভিযোগ করলেন, 'লকডাউনে নিজের বাসায় পর্যন্ত ছিলাম না অথচ সে সময়ের বিদ্যুৎ বিল এসেছে।' আর তার বিরাট পরিমাণ দেখে চক্ষু চড়কগাছ! এখন কর্তৃপক্ষের কর্তাবাবুরা নানান ধানাই পানাই শুরু করেছেন।

প্রমাণিত হলো, দোষটা কেবল নিচের মিটার রিডারদের নয়; উপরের কর্মকর্তাদেরও। বাংলাদেশ হোক, আর ভারত হোক, উপমহাদেশজুড়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যামো প্রায় অভিন্ন। আর অবস্থা যা দেখা গেছে, পান্নু তাপসী তো বটেই, এ যুগে তাপসী রাবেয়া হলেও বোধ হয় ভুতুড়ে বিল তাকে ছাড়ত না।

নিরাপত্তা না ফ্যাশন?

মাস্ক পরা হলো নিরাপদ থাকার জন্য করোনা সতর্কতার পয়লা শর্ত। বাংলাদেশের অনেকেই মাস্ক পরেন না। অথচ নাকমুখ খোলা রেখেই তা গলায় ঝুলিয়ে রাখেন সাবধানবাণীর তোয়াক্কা না করে। ইদানীং নতুন জেনারেশন ঝুঁকছে আকর্ষণীয় মাস্কের দিকে। আর মওকা বুঝে কিছু ব্যবসায়ী মাস্ক নিয়ে মুনাফা করার ধান্ধায় আছেন। এ জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ফ্যাশনেবল বা কেতাদুরস্ত মাস্ক বিপণন করতে শুরু করেছে। এগুলো কতটা কাজের, আর কতটা নিছক ফ্যাশন; সে বিতর্ক কিন্তু শেষ হচ্ছে না।

করোনা অতিমারী যে 'নিউ নরমাল' তৈরি করছে তাতে রিয়ালিটিও হয়ে যাচ্ছে নিউ বা নতুন। তাই অনেকের বিশ্বাস, বহুদিন চলতে হবে মাস্ক পরে, হ্যান্ডশেক না করে এবং অনেক কিছু না ধরে। এমনকি যারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন না এবং এটি 'অসামাজিক' কাজ মনে করেন এবং যারা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে মৃত্যুঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত, তারাও মনে করেন– 'মনমতো একটা মাস্ক কিনে সাথে রাখতে হয়। বলা তো যায় না, কখন কাজে লেগে যায়।' ইউএস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যতই সেয়ানা হোন, শেষ পর্যন্ত এই মাস্ক ও তার পেয়ারা (প্রিয়) হয়ে গেছে। অতএব, মাস্কের প্রতি মারমুখো থাকা যাবে না চিরদিন।

বাংলাদেশে এক জরিপে জানা গেছে, দেশের ৬৩ শতাংশের মতো মানুষ মাস্ক পরলেও খোদ রাজধানীতে এই হার তার চেয়ে ৯ শতাংশ কম। কথায় বলে, একটা দেশের আন্তর্জাতিক পরিচিতি নির্ভর করে সে দেশের রাজধানীর ওপর। তা হলে বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক অতিমারীর সময়ে কেমন পরিচিতি অর্জন করেছে? এবার একদিন ঢাকার একটি জনাকীর্ণ স্থানে যানজটে আটকা পড়ে নিজেই জরিপ চালিয়ে দেখলাম, বেশির ভাগ লোকই মাস্ক পরছেন না। কেউ কেউ কানে ঝুলিয়ে রখেন। কারোবা অজুহাত, 'মাস্ক পরলে দম আটকে আসে।'

মাস্ককে ইদানীং মহামারী থেকে সুরক্ষার সামগ্রী নয়, আর ১০টা ফ্যাশন আইটেমের মতো মনে করে নবীন প্রজন্মের অনেকেই। তাদের পছন্দ রঙচঙা ও আকর্ষণীয় কাপড়ে বানানো মাস্ক। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান চাহিদা মেটাতে ডেনিম দিয়ে জিন্স প্যান্টের পাশাপাশি মাস্ক তৈরি ও বিক্রি করছে। বাজারে এর মধ্যেই নানা ডিজাইনের মাস্ক এসেছে। তবে এগুলো দিয়ে কতটা আসল উদ্দেশ্য পূরণ করা যাচ্ছে, তা নিশ্চিত নয়। এর একটা বড় অংশই নিছক প্যাশন বা ফ্যাশনের পণ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজেস কন্ট্রোল (সিডিসি) পরিচালক ডা. রবার্ট রেডফিল্ড বলেছেন, 'কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা হচ্ছে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কিংবা এর গতি মন্থর করার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলোর একটি। বিশেষ করে লোকজনের মধ্যে থাকলে এটি করতে হবে।' বলা নিষ্প্রয়োজন, 'কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা'র একটা ধরনই 'মাস্ক' নামে অভিহিত।

জানা যায়, ১২ বছর বয়স হলেই মাস্ক পরা প্রয়োজন। আর ৬-১১ বছরের শিশুরা যদি 'সামাজিক দূরত্ব' বজায় রাখতে না পারে, তা হলে তাদেরও পরা উচিত মাস্ক।

চিত্রবিচিত্র ও বর্ণিল মাস্ক বাজারজাত করার একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে, 'আমাদের গ্রাহকরা ম্যাচিং বেশি পছন্দ করে। আমরা জীবাণু, শ্বাসতন্ত্রের ড্রপলেট (ক্ষুদ্র কণা) ও ধূলিবালু থেকে সুরক্ষার জন্য চারস্তরের মাস্ক সরবরাহ করছি। এর দ্বারা যাতে নিরাপদে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানো যায়, এ জন্য বিষমুক্ত কালি দিয়ে এবং অটোম্যাটিক মেশিনে মাস্কটি ছাপানো হচ্ছে।' এই মাস্কের শেষ স্তরে একটি পকেট থাকে অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে।

অতএব, বোঝাই যায় করোনা যতই বিশ্বে ভীতি আর উদ্বেগ সঞ্চার করুক, এটি অনেকের জন্য মুনাফা করার মোক্ষম মৌসুম।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Healing
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

অনন্য রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ সাইফুর রহমান

আহবাব চৌধুরী খোকন

বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক সংস্কারক, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমানের ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ৫ সেপ্টেম্বর। ২০০৯ সালে মৌলভীবাজার থেকে ঢাকা আসার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অসম্ভব মেধাবী, সৎ এবং দেশপ্রেমিক। প্রতিভাবান এ মানুষটির জন্ম ১৯৩২ সালের ৬ অক্টোবর মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বাহারমর্দন গ্রামে। বাবা মরহুম আব্দুল বাসিত ও মা তালেবুন নেছা দম্পতির প্রথম সন্তান সাইফুর রহমান ১৯৪৯ সালে মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন, ১৯৫১ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে আইএসসি ও ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি নির্বাচিত হন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাভোগ করেন। ১৯৬২ সালে শিক্ষাজীবন শেষে দেশে ফিরে আত্মপ্রকাশ করেন একজন চৌকস অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে। প্রতিষ্ঠা করেন 'রহমান, রেহমান অ্যান্ড হক' নামে একটি নিরীক্ষণ ফার্ম। এটি এখনো দেশে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আদর্শ ও প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা সাইফুর রহমানের কৃতিত্বের স্মারক বহন করে।

১৯৭৬ সালে সাইফুর রহমান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আহ্বানে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন একজন নেতা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনেপ্রাণে বিএনপির রাজনীতিকেই লালন করে গেছেন। প্রথমে জিয়াউর রহমান সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ও পরে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে স্বৈরাচারী এরশাদ ক্ষমতা দখল করলে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর শুরু হয় নির্যাতন। এ সময় বিএনপির শীর্ষপর্যায়ের প্রায় সব নেতার সাথে সাইফুর রহমানকেও গ্রেফতার করে সীমাহীন নির্যাতন করা হয়। এরশাদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে বিএনপির অনেক নেতা স্বৈরাচারী সরকারের সাথে আপস করে মন্ত্রী হলেও তিনি আপস করেননি। এ সময় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি ভেঙে দ্বিখন্ডিত হলে সাইফুর রহমান শহীদ জিয়ার সহধর্মিণী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি রাজপথে থেকে সাহসিকতার সাথে সরকারের জুলুম-নির্যাতন মোকাবেলা করেন। ১৯৯০ সালে ছাত্র গণ-আন্দোলনের মুখে এরশাদের পতন হয়। সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। সাইফুর রহমান আবারো দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুই দফায় ১০ বছর বেগম খালেদা জিয়া সরকারের অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এম সাইফুর রহমান ছিলেন সৎ, মেধাবী, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও স্পষ্টবাদী। যতটুকু মনে পড়ে মৃত্যুর বছরচারেক আগে তার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। ২০০৫ সালের নভেম্বরে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি ঈদের দিন সকালে সিলেট শাহি ঈদগাহ থেকে ঈদের নামাজ পড়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিলেন। আমি তার তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব (এপিএস) কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে তাকে ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে মৌলভীবাজার পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। তখন তার সাথে ছিলেন সিলেট ও মোলভীবাজারের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও তৎকালীন সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। এ দিন অন্যান্য ঈদের দিনের মতো মৌলভীবাজারে তার বাগানবাড়িতে জনতার ঢল নেমেছিল। দেখলাম তিনি বেশ ক্লান্ত। তাই অন্যান্য দিনের মতো বেশিক্ষণ বাগানবাড়িতে থাকতে চাননি। সবার কাছে বিদায় নিয়ে গেলেন বাহারমর্দনে পৈতৃক বাড়িতে। সিলেটে এলে তিনি তার বাবার স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িতেই রাত্রি যাপন করতেন।



জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একজন অনুসারী হিসেবে আদর্শ এই মানুষটির সাথে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল এই দশ বছর অসংখ্যবার তার সাথে বিভিন্ন সভা- সমাবেশে মৌলভীবাজার, সিলেট ও সুনামগঞ্জে সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ হয়েছে। সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও পরবর্তীতে সিলেট জেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক ও আপ্যায়ন সম্পাদক হিসেবে ১৯৯৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত স্যারের সব কর্মসূচিতে থাকার সুযোগ পেয়েছি।

সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সাইফুর রহমানের ভূমিকা ভোলার নয়। তখন সিলেটে বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন চলছে। এটি গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সব স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়ছে। ১৯৯৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিলেটে আসবেন। আলিয়া মাদরাসা মাঠে জনসভার আয়োজন চলছে। সিলেট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাইফুর রহমান সভার এক দিন আগে সিলেট এসে পৌঁছেন। এই সময় সিলেটের মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝতে পেরে তিনি সিলেট থেকে ফোন করে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন আপনি যদি আগামীকালকের জনসভায় সিলেটকে দেশের নতুন বিভাগ হিসেবে ঘোষণা না দেন; তাহলে আমি আপনার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করব। শেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর কথামতো বিশাল জনসভায় সিলেটকে দেশের নতুন বিভাগ হিসেবে ঘোষণা দেন। এভাবে সাইফুর রহমান তখনকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে থেকে সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠাসহ সিলেটের অনেক উন্নয়ন আদায় করে নেন।

১৯৯৭ সালের কথা। আওয়ামী লীগ তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়। সুযোগ হয়েছিল তার সাথে ঢাকা থেকে সকালের পারাবত ট্রেনে শ্রীমঙ্গল যাওয়ার। স্যারের সাথে সফরসঙ্গী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ও আমি। পারাবত ট্রেনের একটি ডাবল কেবিনে আমরা ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন থেকে একসাথে শ্রীমঙ্গল যাচ্ছি। স্যার ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েন। আমি ও কাইয়ুম চাচা তার সামনের সিটে বসে আস্তে আস্তে গল্প করছি। ট্রেন চলতে চলতে আখাউড়া স্টেশনে এসে থামলে লোকজনের চিৎকারে স্যারের ঘুম ভেঙে যায়। জানতে চাইলেন ট্রেন এখন কোথায় আছে। বললাম আখাউড়া। তিনি বললেন, 'এই একটি স্টপেজ আমাদের লাইনে অযথা রাখা হয়েছে ও এতে প্রতিটি যাত্রীর ক্ষতি হয় এক ঘণ্টা। লাভ হয় চোরাকারবারিদের। অথচ এখানে মাত্র অর্ধ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করতে পারলে ট্রেন সোজা সিলেট চলে যেতে পারে। ইঞ্জিন ঘুরানোর জন্য এখানে থামতে হতো না। মনে রেখো আল্লাহ যদি কখনো আমাকে আবার সুযোগ দেন; এখানে ইঞ্জিন ঘুরানোর সুযোগ রাখব না।' পরে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি আবারো ক্ষমতায় এলে সাইফুর রহমান অর্থ ও পরিকল্পনা-মন্ত্রী হন এবং আখাউড়ায় সিলেটের মানুষের সুবিধার্থে এক কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করে তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। ঢাকা থেকে সিলেট এবং সিলেট থেকে ঢাকাগামী সব ট্রেনের স্টপেজ আখাউড়া থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়, যা আজো বহাল আছে। এখনো ট্রেনে করে ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার সময় আখাউড়া গেলেই স্যারের এ কথা মনে পড়ে।

সাইফুর রহমান মন্ত্রী থাকাকালে উন্নয়নের ব্যাপারে পালন করেন বিস্ময়কর কৃতিত্ব। মনে আছে, ১৯৯১ সালে সরকারের সময় আমরা স্যারের সাথে রাজনগরে জনাব রাগীব আলীর চা বাগানে দুপুরের লাঞ্চ করে রওয়ানা হলাম ফতেহপুর বাজারে। ফতেহপুর সিলেট এবং মোলভীবাজারের বর্ডার। ফতেহপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন জামী আহমদ। আমরা স্যারের সাথে গাড়িবহর নিয়ে যখন ফতেহপুর যাচ্ছিলাম তখন কাঁচা এ রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল সড়ক নয়; যাচ্ছি যেন হাওয়া দিয়ে। তিনি স্পট পরিদর্শনে করলেন, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করলেন, জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় জনগণের দাবির মুখে এ রাস্তা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তখন টেকনোক্রেট মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আজিজুর রহমান ছিলেন মৌলভীবাজার সদরের এমপি। এই মিটিংয়ের প্রায় বছরখানেক পরে সাইফুর রহমান আবারো ফতেহপুর গেলেন ওই রাস্তা উদ্বোধনে। এক বছরের মধ্যে কী অপূর্ব রাস্তা। না দেখলে বিশ্বাস হবে নয়।

মরহুম সাইফুর রহমানকে নিয়ে এমন অনেক স্মৃতি রয়েছে, যা কখনো ভোলার নয়। তিনি ছিলেন জনবান্ধব নেতা। সিলেট বিভাগসহ দেশের অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়নে রেখেছেন কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি তার কর্মের জন্য এ দেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন দীর্ঘ দিন।

লেখক: সেক্রেটারী, এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ন, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



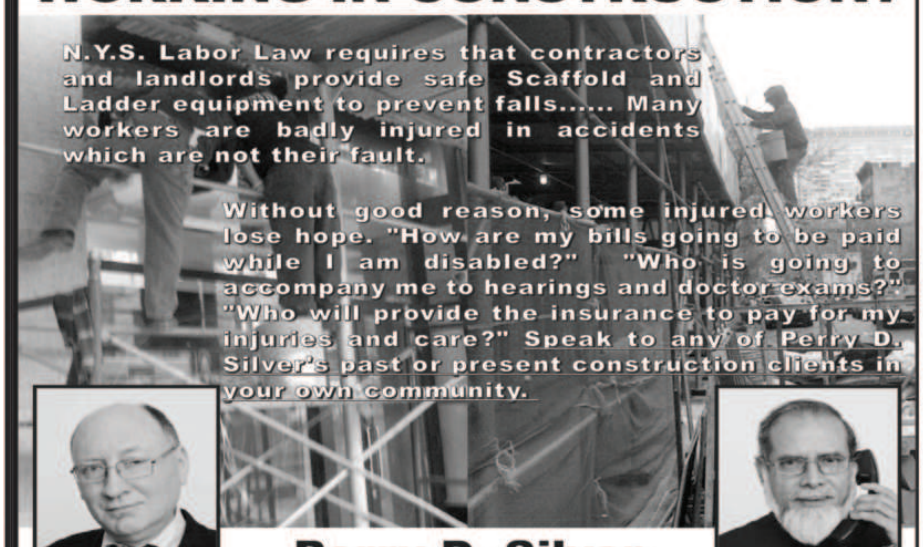
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ফ্রেন্ডস সোসাইটির সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতৃ বিয়োগ

(শেষের পাতার পর)

সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তিনি শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার (বাংলাদেশ সময়) ঢাকার একটি হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও নাতি-নাতনি সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তা ও সদস্য সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

সৈয়দ আল আমিন রাসেল জানান, তারা ৫ ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই নিউইয়র্কে এবং অপর তিন ভাই বাংলাদেশে বসবাস করেন। তার পিতা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম নিউইয়র্কে যাতায়াত করলেও মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতির আগেই নিউইয়র্ক ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যান এবং দেশে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সম্প্রতি তিনি সহ তার পরিবারের একাধিক সদস্যের মাঝে কভিড-১৯ পজেটিভ দেখা দেয়। অতি সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় একটি হাপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে ইনটেসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎস-াধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে বাগেরহাটজেলার ফকিরহাট উপজেলায় নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে জানাজা শেষে শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে তার মরদেহ দাফন করার কথা।

সৈয়দ আল আমিন রাসেল ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, বর্তমানে তার মা ও ভাই সহ পরিবারের ৮জন সদস্যের মাঝে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তিনি তাদেও সুস্থ্যতা কামনায় সবার দোয়া কামনা করেছেন।

শোক প্রকাশ: এদিকে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম-এর ইন্তেকালে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা



এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা ছদরুন নুর, সালেহ আহমেদ, রেজাউল করীম চৌধুরী, উপদেষ্টা ও জেএমসি পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও শেখ হায়দার আলী, প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সহ সভাপতি এএফ মি-সবাহউজ্জামান ও আলী কে খান কনক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, রেজাউল আজাদ ভূইয়া ও ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

এছাড়াও উৎসব ডট কম-এর প্রেসিডেন্ট রায়হান জামান ও বিপিএল ইউএসএ'র সভাপতি সুমন খান পৃথক পৃথক শোক বার্তায় সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification



Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাড়ি বিক্রি করতে

(শেষের পাতার পর)

বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী। **কি করবেন?** যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgagetips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

জাপানে ধেয়ে আসছে টাইফুন 'হাইসেন', সতর্ক ২২ হাজার সেনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কয়েকদিনের মধ্যেই আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ঙ্কর টাইফুন হাইসেন। আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই ২২,০০০ সেনাকে পুরোপুরি অ্যালার্টে রাখা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তারো কোনো।

জাপানের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে এই বিধ্বংসী টাইফুন আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তারো কোনো জানিয়েছেন, যদি কোনও কিছু ঘটে যায়, তবে ২২০০০ সেনা পুরোপুরি সতর্ক রয়েছেন। যে কোনও কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, টাইফুনের ফলে সমুদ্রের জলে ব্যাপক ঢেউ দেখা যেতে পারে। এই ঢেউয়ের মাত্রা বলতে গিয়ে তারা সুনামির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফলে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জাপানবাসীর জনমনে।

হাইসেনের কেন্দ্রে অ্যাটমোস্ফেরিক চাপ থাকছে ৯২০ হেক্টোপ্যাস্কাল। এর হাওয়ার শক্তি ঘন্টা প্রতি থাকছে ১৮০ কিলোমিটার। মনে করা হচ্ছে রবিবার সন্ধ্যা অথবা আগামীকাল সোমবারের মধ্যেই জাপানে আছড়ে পড়তে পারে এই হাইসেন।

ইতিমধ্যেই জাপান সরকার একদিকে যেমন সেনাদের 'ফুল অ্যালার্ট' করেছে। অন্যদিকে, হাইসেনের গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি বিমানের উড়ান বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, টাইফুন আসলে ঘূর্ণিঝড়েরই অপর নাম। অঞ্চলভেদে ঘূর্ণিঝড়ের নাম বদলে কখনও হয়েছে সাইক্লোন, হারিকেন , আবার কখনও টাইফুন। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা তথা চীন, জাপানের আশেপাশে ঘূর্নিঝড়কে টাইফুন বলা হয়।

৫২% কম বয়সীআমেরিকান মা-বাবার সাথে থাকছে

(শেষের পাতার পর)

করে পিউরিসার্চ ৫ সেপ্টেম্বরজানায় যে জুলাইমাসে কম বয়সীআমেরিকানরাপিতা-মাতার সাথে বসবাসের এই নতুনইতিহাস সৃষ্টিকরেছে।

এর পূর্বে ১৯৩০ দশকের চরম আর্থিক মহামন্দার সময় ১৮ থেকে ২৯ বছরবয়সী ৪৮% আমেরিকাননিজেদেরপিতা-মাতাবা দাদা-দাদীর সাথে একত্রে বসবাসকরেছিল। সংস্থাটিআরওজানায় যে পিতা-মাতার সাথে একত্রে বসবাসেরসর্বাপেক্ষাবড় দৃষ্টান্ত স্থাপনকরেছে ১৮ থেকে ২৪ বছরবয়সীযুবক-যুবতীরা। পরিসংখ্যানঅনুসারেচলতিবছরের ফেব্রুয়ারিতে ১৮ থেকে ২৯ বছরবয়সী ২৬ লাখযুবক-যুবতীপিতা-মাতাবা যে কোনএকজনের সাথে বসবাসকরেছিল। বর্তমানে ২ কোটি ৬৬ লাখ কম বয়সীআমেরিকান স্বজনদেরসুখ-দুঃখভাগকরেনিচ্ছে এবং একই ছাদেরতলেবসবাসকরছে। জিলোর জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিশ্লেষক চেরুলইয়ংবলেন, মূলতবাড়িভাড়া বৃদ্ধির সাথে করোনা কম বয়সী আমেরিকানদের মনকে জোরেনাড়া দেয়ায় স্বজন কাছে তাদেরফিরে আসার প্রবণতা বেড়েছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

মেসেজ ফরওয়ার্ডিং সীমিত করল ফেসবুক

(প্রথম পাতার পর)

শেয়ার করা যাবে।

ফেসবুক জানিয়েছে, মেসেজ ফরওয়ার্ডিং সীমিত করার মাধ্যমে ভুল তথ্য এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট ভাইরাল হওয়া রোধ হবে। এক বগ পোস্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি। গত এপ্রিলে ফেসবুকের মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপে একই ধরনের ফরওয়ার্ডিং লিমিট নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এতে বিভিন্ন মেসেজ দ্রুত ফরওয়ার্ডিংয়ের পরিমাণ কমেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ৭০ শতাংশ মেসেজ ফরওয়ার্ডিং কমেছে বলে জানিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।

বন্ধুত্বের, না ঠকাঠকির সম্পর্ক!

(শেষের পাতার পর)

পক্ষেই থাকতে হয়, নিজ দেশের স্বার্থ দেখতে হয়। না থাকলে তিনি হবেন সে দেশের 'গাদ্দার' বা 'দেশদ্রোহী'। ফলে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারোরই অন্য দেশের স্বার্থ দেখার কোন অবকাশ নাই। স্বার্থই যদি না দেখা গেল তাহলে সম্পর্ক বন্ধুত্ব বা 'অকৃত্রিম' 'পরিক্ষিত' হয় কি করে! চরম সত্য হচ্ছে অন্যের স্বার্থ ততটুকুই দেখা যায় বা হয় যতটুকু নিজের স্বার্থের বিপক্ষে না যায়। এখানে বন্ধুত্বের বা কৃত্রিম-অকৃত্রিমতার কিছু নাই! অবশ্য আজকের বিশ্বে নিজ দেশ বা জনগনের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এমন মোনাফেক নেতার সংখ্যা খুবই কম। দেশে দেশে এখন সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয় এবং টিকে থাকে স্বার্থের ভিত্তিতে, সম্পর্কের পারদও ওঠানামা করে স্বার্থের নিরিখে। কাজেই এই জামানায় সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'অকৃত্রিম' 'নি:স্বার্থ' বা 'পরিক্ষিত' শব্দগুলো আসলে কতিপয় অলংকার বৈ কিছু নয়। তবে হ্যাঁ বন্ধুত্ব হতে পারে এমন দুই দেশের মধ্যে যাদের কোন পারস্পরিক স্বার্থ নাই। যেমন মধ্য আমেরিকার কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে কারন সে সব দেশের সাথে আমাদের কোন লেনদেন নাই।

তার অর্থ আমি যেটা পরিষ্কার বুঝি, স্বার্থ যেখানে থাকে সেখানে কেউই একে অপরের 'অকৃত্রিম' বন্ধু হতে পারে না। হয় সে বন্ধুত্ব হবে 'কৃত্রিম' বা লোক দেখানো নাহয় ওই নেতা হবেন নিজ দেশের কাছে 'দেশদ্রোহী'। আমি তো দেখিনা নিজ দেশের কাছে 'গাদ্দার' 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'দেশদ্রোহী' কোন নেতাকে আমাদের 'অকৃত্রিম বন্ধু' বলা হয়! ধরা যাক পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মূখ্যমন্ত্রীর কথা। তাঁর সম্পর্কে প্রচারণা তিনি বাংলাদেশের সাথে তিস্তা চুক্তিতে বাধ সাধছেন এই যুক্তিতে যে তাতে তার রাজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নিজের দেশের স্বার্থ হানি করে তিনি কোন চুক্তি সই করতে পারেন না। তার দিক থেকে তিনি শতভাগ দেশপ্রেমিক। অথচ তিনি বাংলাদেশের একজন বন্ধু। এই বন্ধুত্বকে কিভাবে ডিফাইন করা হবে?

আজকের ধান্ধাবাজির দুনিয়ায় পারস্পরিক স্বার্থ যাদের মধ্যে থাকে তারা আসলে কেউ কারও বন্ধু নয়, 'অকৃত্রিম', 'পরিক্ষিত' তো দুরের কথা। এরা 'পার্টি', বড়জোর বলা যায় 'পার্টনার' বা 'সহযোগী'। এই পার্টনারশীপের গভীরতা উষ্ণতা মধুরতা ততদিন টিকে থাকে যতদিন না এক পক্ষ বুঝতে পারে অপর পক্ষ তাকে ঠকাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা 'মাইট ইজ রাইট'-এর থিউরি অনুযায়ী সব সময় শক্তিশালী পক্ষই দুর্বল পক্ষকে ঠকিয়ে থাকে। কাজেই এই ধরনের ঠকাঠকির সম্পর্ক আর যাই হোক- বন্ধুত্বের কতটুকু ভেবে দেখা যেতে পারে।

এক নারীসহ ১০১ বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

ফেরানো হয়েছে। অভিযোগ আছে, জনপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা খরচ করে দালাল মারফত প্রত্যেকে বিভিন্ন দেশ হয়ে স্বপ্নের দেশ আমেরিকার সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন লংঘন বিশেষত: অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে তাদের আশ্রয় হয়নি। আমেরিকান সীমান্তে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির হাতে গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘ সময় ডিপোর্টেশন ক্যাম্পে আটক থাকার পর তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

হার্ভার্ডে বিনামূল্যে কোর্স করার সুযোগ, আবেদন করবেন যেভাবে

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে অনলাইনে কোর্স করার সুযোগ নিতে পারেন আপনিও।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৫৫টি কোর্স অনলাইনে করার সুযোগ দিচ্ছে। এ জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতাও চাওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়িতে বসে করা যাবে এসব কোর্স। তবে সার্টিফিকেট পেতে গেলে লাগবে অর্থ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন, ম্যাথামেটিকস, প্রোগ্রামিং, এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেইনিং, আইটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বিজনেস, ডেটা সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, কম্পিউটার সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স-সংক্রান্ত নানা বিষয়। কোর্সগুলোর সময়সীমা ৪ থেকে ১৫ সপ্তাহের। কারিকুলাম তৈরি করেছেন হার্ভার্ডের শিক্ষকরা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের এই যুগে ১৪টি অনলাইন কোর্স করাচ্ছে হার্ভার্ড ডেটা সায়েন্স বিভাগ। তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক পাঠ্যক্রমগুলোতে টু-ডি এবং থ্রি-ডি গেম ডেভেলপমেন্ট থেকে বিভিন্ন ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপের প্রযুক্তি শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজনেস বিভাগে ইমার্জিং ইকোনমিকস, কন্ট্রাক্ট ল এবং অ্যাকাউন্টিং ও ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বিষয়ে তিনটি প্রাথমিক কোর্স রয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য মহামারি-সংক্রান্ত কোর্স করাচ্ছে হার্ভার্ডের হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন বিভাগ। পড়া যাবে ম্যালেরিয়া নিয়েও।

বাইডেনকে কেন সমর্থন দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৮১ নোবেল বিজয়ী?

(প্রথম পাতার পর)

'বিশেষজ্ঞদের কথা শোনার বিষয়ে আগ্রহী' ও 'সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারে অনুরক্ত' একজন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন নোবেল বিজয়ীরা। গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার এ চিঠি গণমাধ্যমে পাঠান রসায়ন, চিকিৎসা ও পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীরা। আমেরিকান সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন এ তথ্য জানিয়েছে।

সিএনএন'র প্রতিবেদনে জানা যায়, করোনা মহামারির মধ্যেও এমন বিজ্ঞান অনুরাগী একজন নেতাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন নোবেল বিজয়ীরা। চিঠি প্রকাশের পর এক অনুষ্ঠানে তাদের সংগঠিত করেন ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের একমাত্র পদার্থবিদ বিল ফস্টার।

‡সখানে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীরা বলেন, বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রতি যতটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার, আমাদের ইতিহাসে এতটা বেশি প্রয়োজন আর কখনো ছিল না। দীর্ঘদিন জনসেবার কাজে দায়িত্ব পালনের সময় জো বাইডেন প্রমাণ করেছেন, তিনি বিশেষজ্ঞদের কথা শোনেন এবং গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার উপলব্ধি দারুণ। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনযাত্রায় অবদান রাখার জন্য অভিবাসী লোকজনের প্রতিও তার আলাদা সম্মান রয়েছে। তাই নাগরিক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দিচ্ছি।

থামছেই না করোনার তাণ্ডব

(প্রথম পাতার পর)

আটটা পর্যন্ত মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৭০ লাখ ৬২ হাজার ৭৪৪ জন। আর এই সময় পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ৯১ লাখ ৬২ হাজার ৬৯১ জন। মারা গেছেন ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭৪০ জন। আক্রান্ত এবং মৃতের তালিকায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ লাখ ৩১ হাজার ১৫২ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ লাখ ৯২ হাজার ৮১৮ জন। সুস্থ ৩৭ লাখ ৭ হাজার।

দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিলে ১ লাখ ২৬ হাজার ২৩০ জনের প্রাণ গেছে কভিড-১৯ রোগে। দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৪১ লাখ ২৩ হাজার।

ভারতে মোট ৪১ লাখ ১০ হাজার ৮৩৯ জন পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। সুস্থ হয়েছেন ৩১ লাখ ৭৭ হাজার ৬৭৩ জন। মারা গেছেন ৭০ হাজার ৬৭৯ জন।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত ১০ লাখ ২০ হাজার ৩১০ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৭ হাজার ৭৫৯ জন।

‡মক্সিকোয় শনাক্ত রোগী ৬ লাখ হলেও মৃত্যুতে অনেক উপরে দেশটি। এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজার ৩২৬ জন মারা গেছেন সেখানে।

মসজিদে বিস্ফোরণ ঃ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩

(প্রথম পাতার পর)

সাব্বির (২১) দুইভাই। তাদের বাসা নারায়ণগঞ্জের তল্লায়। মসজিদের ইমাম সোবহানও মারা গেছেন। তার বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগরের পুটিয়াজুড়ি গ্রামে। তার ছেলে আব্দুল মালেকও শনিবার রাতে মারা গেছেন। এছাড়া মুয়াজ্জিন দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে মারা যায় ছেলে জুনায়েদও (১৬)। দুদিন আগে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার লাঙ্গলকোট থেকে বাবার কাছে এসেছিল সে।

নিহত অন্যান্যরা হলেন- মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার হাটবুকদিয়া গ্রামের কুদ্দুস ব্যাপারী (৭২), চাঁদপুর সদর উপজেলার করিম মিজির ছেলে মোস্তফা কামাল (৩৪), ফতুল্লার জুলহাস ফরাজির শিশু সন্তান জুয়েল (০৭), পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার আব্দুল খালেক হাওলাদারের ছেলে গার্মেন্টসকর্মী মো. রাশেদ (৩০), তল্লা এলাকার হুমায়ুন কবির (৭২), পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার কাউখালি গ্রামের মো. বেলায়েতের ছেলে জামাল আবেদিন (৪০), গার্মেন্টসকর্মী ইব্রাহিম বিশ্বাস (৪৩), নারায়ণগঞ্জ নিউ খানপুর ব্যাংক কলোনির কলেজছাত্র মো. রিফাত (১৮), চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার শেখদী গ্রামের ম...ত মহসিনের ছেলে মাইনুউদ্দিন (১২), ফতুল্লার আনোয়ার হোসেনের ছেলে জয়নাল (৩৮), লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার তালুক পলাশী গ্রামের গার্মেন্টসকর্মী নয়ন (২৭), ফতুল্লার আব্দুল খালেকের ছেলে বাহার উদ্দিন (৫৫), তল্লার কাঞ্চন হাওলাদার (৫০) এবং জুলহাস।

এদিকে, শনিবার বিকেল ৩টা থেকে এ ঘটনায় নিহত ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদা বারিক ও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. জাহেদ পারভেজ চৌধুরী উপস্থিত থেকে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করেন।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ট্রাম্প-বাইডেনের অবস্থান

(প্রথম পাতার পর)

বারবার বাধা দিয়েছেন। বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বক্তব্যের সমালোচনাতেও তিনি কখনও কখনও মুখর হয়েছেন।

জানুয়ারী মাসে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাদের সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু মার্চ মাসের পর থেকে ধীরে ধরে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তখন থেকে মহামারি মোকাবেলায় জাতীয়ভাবে কিছু তৎপরতা শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।

জো বাইডেন: তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তার প্রথম কাজই হবে মহামারি মোকাবেলা করা। এজন্য তিনি একটি জাতীয় পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন। ফ্রি নমুনা পরীক্ষা, টেস্ট সহজলভ্য করা, কন্টাক্ট ট্রেসিং-এর জন্য এক লাখ কর্মী মোতায়েন, চিকিৎসা- এসবের জন্য সর্বোচ্চ খরচের ব্যাপারেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রত্যেক রাজ্যের গভর্নরকে তার এলাকার লোকজনের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার বিষয়েও জোর দিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতের যে কোন মহামারি মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথাও বলেছেন জো বাইডেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নির্বাচিত হলে এই সঙ্কট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি বিশ্ব নেতৃত্বের অবস্থানে নিয়ে আসবেন। তার প্রশাসন আবারও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যোগ দিয়ে মহামারি মোকাবেলায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: করোনাভাইরাসের কারণে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ট্রাম্পের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। 'আমেরিকা ফার্স্ট' বা সবকিছুতে আমেরিকা অগ্রাধিকার পাবে এই নীতির পক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণা দীর্ঘ দিনের। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছেন। আগের বারের নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প কর্মজীবী আমেরিকানদের কর হ্রাসের অঙ্গীকার করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোর। একই সাথে তিনি কল কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরেও জোর দিয়েছিলেন। এসব প্রতিশ্রুতির কিছু কিছু তিনি পূরণও করেছেন। গত চার বছরে বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন কানুনে পরিবর্তন এনেছেন, কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত আয়কর হ্রাস করেছেন এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে নির্বাহী আদেশও জারি করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসের পর থেকে চার লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, এই খাতে প্রবৃদ্ধি কমে গেছে এবং ট্রাম্পের নীতির কারণে তেমন মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

‡ডানাল্ড ট্রাম্প মনে করেন মহামারি শেষ হওয়ার সাথে সাথে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। যদিও সমালোচকরা বলছেন, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় তার গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতি আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জো বাইডেন: করোনাভাইরাসের তাৎক্ষণিক ধাক্কা সামাল দিতে যতো অর্থের প্রয়োজন ততো অর্থ খরচ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাইডেন। এসবের মধ্যে রয়েছে ছোট খাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়া এবং পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান। ¶তিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে প্রতি মাসে তিনি আরো ২০০ ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাব করেছেন, শিক্ষার্থীদের ১০,০০০ ডলার ঋণ মওকুফের।

তার অর্থনৈতিক নীতিমালার স্লোগান হচ্ছে: বিল্ড ব্যাক বেটার। এর মাধ্যমে মূলত তিনি তরুণ-তরুণী ও শ্রমজীবী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে চাইছেন। তিনি ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ১৫ ডলারে উন্নীত করতে চান। তরুণদের কাছে এই প্রচারণা খুবই জনপ্রিয়। আর একারণে এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের প্রচারণায় এটিকে অন্যতম ইস্যু বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানীর পেছনে দুই ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের কথা বলেছেন তিনি।

আমেরিকান পণ্য ক্রয়ের জন্যেও তিনি ৪০০ বিলিয়ন ডলার দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এসংক্রান্ত একটি আইনের (আমেরিকান পণ্য ক্রয় করুন বা 'বাই আমেরিকান') কথাও বলছেন।

উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নাফটাকে সমর্থন দেয়ায় এর আগে জো বাইডেনের সমালোচনা হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, এই চুক্তির ফলে দেশের চাকরি-বাকরি বিদেশে চলে গেছে। বাইডেনের পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পণ্য, সেবা, গবেষণা ও প্রযুক্তির পেছনে ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাণিজ্য ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের পণ্য টিকিয়ে রাখা ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরো একটি নির্বাচনী স্লোগান। তার কথা হলো, নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। তার পর অন্য কিছু। তিনি বলেন, 'আমেরিকা ফার্স্ট' এই কথার অর্থ এই নয় যে 'আমেরিকা একা।'

বাণিজ্য ইস্যুতে ট্রাম্প চীনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের পণ্যকে রক্ষা করতে তিনি কিছু নীতিমালাও গ্রহণ করেছেন। প্রথম মেয়াদে তিনি পুরনো কিছু বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে নতুন করে সমঝোতার ওপর জোর দিয়েছেন। তার মতে, এসব চুক্তি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে নাফটা বা উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। তাই তিনি এই সমঝোতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সরিয়ে নিয়েছেন ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশীপ বা টিপিপি থেকেও।

আগের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি বাণিজ্য ঘাটতি (আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধান) দূর করার ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গত ছয় বছরের মধ্যে এই ঘাটতি ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো হ্রাসও পেয়েছে। তবে এর ফলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে অর্থনীতিবিদরা সেটা মানতে রাজি নন।

চীন থেকে কারখানা সরিয়ে আনার ব্যাপারে আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করতে অগাস্ট মাসে তিনি ট্যাক্স ক্রেডিট দেয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'এর মাধ্যমে চীনের ওপর আমাদের নির্ভরতার অবসান ঘটবে।' ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপরেও কর বসিয়েছেন ট্রাম্প। এসবের মধ্যে রয়েছে ইস্পাত থেকে শুরু করে ফরাসী ওয়াইন। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা থেকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর কর আরোপেরও হুমকি দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তিনি কানাডা থেকে অ্যালুমিনিয়াম পণ্য আমদানির ওপরেও নতুন করে কর আরোপ করেছেন।

জো বাইডেন: বাণিজ্যের ব্যাপারে বাইডেন এক জটিল ও অনিশ্চিত অবস্থানে আছেন। চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য একদিকে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ করছেন আবার অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট এই প্রার্থী চীনের ব্যাপারে নমনীয় ভূমিকাও দেখাতে চান না। তিনি যে খুব বেশি মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে তাও প্রকাশ করতে চান না। আর এসব কারণেই তিনি 'যুক্তরাষ্ট্রপন্থী এক বাণিজ্য কৌশলের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র নীতি ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: শুধু বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান 'আমেরিকা ফার্স্ট।' ‡হায়াইট হাউজ এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয় এভাবে: যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব পুন-প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেকটি দেশের যার যার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার। বিশেষ করে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কি এর অর্থ এরকমই?

বাস্তবে যা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস চুক্তি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেয়া। ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকেও ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিরক্ষা জোট নেটোর মতো আন্তর্জাতিক কিছু জোট নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেছেন, এর সদস্য দেশগুলোকে আরো বেশি অর্থ দিতে হবে।

বিদেশে মোতায়েন আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে আনারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। তার সমালোচকরা বলছেন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে মি.ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে তার কিছু সাফল্যও আছে। সম্প্রতি ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরিতে তিনি সহায়তা করেছেন।

ইসলামিক স্টেটের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি এবং ইরানের সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার ব্যাপারেও তার ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

জো বাইডেন: বাইডেন বলেছেন, নির্বাচিত হলে তিনি জাতীয় ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেবেন। তিনি বলেছেন, তার কোন পররাষ্ট্র নীতি নেই কিন্তু বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব পুন-প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার একটি পরিকল্পনা আছে। তার এই বক্তব্য থেকে এটা বলা যাবে না যে মি. বাইডেনের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্ব পর্যায়ে 'বহু দেশের অংশগ্রহণের নীতি' থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু মি. ট্রাম্পের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পক্ষে। মি. বাইডেন বলেছেন, তার কাজ হবে এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে আবারও আন্তর্জাতিক চুক্তি, পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তির সাথে সম্পর্ক মেরামতের কথাও বলেছেন জো বাইডেন। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা জোট নেটোর সঙ্গে।

সাবেক এই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বাণিজ্যে ভারসাম্যহীন পরিবেশের জন্যে চীনকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে তিনি বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে মিলে একটি আন্তর্জাতিক জোট করার কথা বলেছেন যা চীন উপেক্ষা করতে পারবে না। তবে তার এই প্রস্তাবের অর্থ কী সেটা খুবই অস্পষ্ট।

অভিবাসন ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম একটি ভিত্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন কমিয়ে আনা। এবারও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পুন-নির্বাচিত হলে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের কাজ অব্যাহত থাকবে। এখনও পর্যন্ত তিনি ৭২২ মাইল সীমান্তের মধ্যে ৪৪৫ মাইল প্রাচীর নির্মাণের অর্থ সংস্থান করতে পেরেছেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসীদের পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের নিজেদের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার নীতির অবসান ঘটানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ট্রাম্প লটারি ভিসা পদ্ধতি বাতিল করে যোগ্যতার ভিত্তিতে ভিসা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন। অভিবাসন নীতি সংস্কারে তার পরিকল্পনা সম্প্রতি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চেয়েছিলেন এরকম একটি আইন বাতিল করতে যাতে শিশু বয়সে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সাড়ে ছয় লাখ লোককে আশ্রয় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের ওই আবেদন খারিজ ক‡র দিয়েছে।

জো বাইডেন: বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নির্বাচিত হলে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসন সংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্ত, যেগুলো তিনি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে জারি করেছিলেন, সেগুলো বাতিল করে দেবেন। তার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমান্তে শিশুদেরকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতি। যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়ে আবেদনের সংখ্যার ওপর ট্রাম্প যে সীমা বেঁধে দিয়েছেন সেটাও বাতিল করার কথা বলছেন তিনি। বলেছেন, বেশ কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশ থেকে লোকজনের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কথাও।

এছাড়াও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসনামলে শিশু বয়সে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা যেসব লোকজনকে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও রক্ষার কথা বলেছেন তিনি।

স্বাস্থ্য ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার গৃহীত এক স্বাস্থ্য সেবা 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট' যা ওবামা কেয়ার নামে পরিচিত সেটা বাতিল করার জন্য ২০১৬ সালে প্রচারণা চালিয়েছেন ট্রাম্প। পুরোপুরি বাতিল করতে ব্যর্থ হলেও ট্রাম্প প্রশাসন এর কিছু কিছু অংশ প্রত্যাহার করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জুলাই মাসে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যার ফলে বিদেশ থেকে কম মূল্যে ওষুধ আমদানি করা যাবে। তবে কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন যে বাজারে এর তেমন একটা প্রভাব পড়বে না।

ট্রাম্প অপিওয়েড ড্রাগ সমস্যাকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য খাতে জরুরি অবস্থা বলে ঘোষণা করেছিলেন ২০১৭ সালে। এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে তিনি প্রায় দুশো কোটি ডলারের এক অর্থ তহবিলেরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রোগের চিকিৎসায় অপিওয়েডকে প্রেসক্রাইব করা বন্ধ করতেও তিনি কিছু পদক্ষেপ নিয়ে‡ছন। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, ওবামা কেয়ার বাতিল করে দেয়া হলে এই ড্রাগ সমস্যা মোকাবেলা আরো কঠিন হয়ে পড়বে।

জো বাইডেন: বাইডেন বলেছেন, ক্ষমতায় এলে তিনি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প সম্প্রসারণ করবেন। প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে তিনি যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। সকল আমেরিকানের ৯৭ ভাগকে এই ইনস্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। সবার জন্য তিনি মেডিকেয়ারের মতো স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন যাতে বয়স্ক মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবার কথা বলা হয়েছে। একটি গবেষণা গ্রুপ বলছে, এজন্য আগামী ১০ বছরে মি. বাইডেনের খরচ হতে পারে সোয়া দুই ট্রিলিয়ন ডলার।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ট্রাম্প পরিবেশ রক্ষাকারী বেশ কিছু বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জ্বালানী কেন্দ্র ও যানবাহনের কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের সীমা। আগের বারের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি এসবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করা আন্তর্জাতিক প্যারিস চুক্তি থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তার যুক্তি হলো এই চুক্তি থেকে তার দেশ লাভবান হচ্ছে না, বরং অন্য দেশগুলো এথেকে সুবিধা নিচ্ছে। তবে এই চুক্তি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে আসার কাজ সম্পন্ন হবে নভেম্বরের নির্বাচনের পর।

অতি সম্প্রতি তিনি আলাস্কা আর্কটিক ন্যাশনাল ওয়াইল্ড-লাইফ রিফিউজে তেল ও গ্যাসের জন্যে ড্রিলিং-এর অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু পরিবেশের কথা বিবেচনা করে সেখানে এতদিন ড্রিলিং নিষিদ্ধ ছিলো।

জো বাইডেন: জলবায়ুর পরিবর্তনকে অস্তিত্বের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেছেন জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য তিনি সারা বিশ্বকে সাথে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। তার প্রথম কাজ হবে প্যারিস চুক্তিতে পুনরায় যোগ দেওয়া। এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় ২৮ ভাগ কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির গবেষণায় তিনি প্রায় পৌনে দুই ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি চান ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন শূন্যের মাত্রায় নামিয়ে আনতে। ২০১৯ সালে ৬০টিরও বেশি দেশের মধ্যে হওয়া এক সমঝোতায় এই অঙ্গীকার করা হয়েছিল। পরিবেশ দূষণকারী আরো দুটো বৃহৎ দেশ চীন এবং ভারত এখনও এই সমঝোতার পক্ষে সায় দেয়নি।

বর্ণবাদ ও ফৌজদারি বিচার ইস্যু:

ডোনাল্ড ট্রাম্প: ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন ট্রাম্প যাতে বিচারকদের বাড়তি কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আগের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি আইন প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকা কালেও তিনি একই অবস্থানে ছিলেন। সম্প্রতি পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর সারা দেশে বর্ণবাদবিরোধী 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন শুরু হলে পুলিশের পক্ষে তার সমর্থন আরো জোরালো হয়। জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন যেখানে পুলিশ বাহিনীতে কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পুলিশের হাতে নির্যাতনের ঘটনার তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেইজ তৈরি করা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, সন্দেহভাজন কোন অপরাধীকে থামাতে তার গলা চেপে ধরা (যা চোকহোল্ড নামে পরিচিত) বন্ধ করতে হবে। তবে তিনি এর ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি।

জো বাইডেন: পুলিশের নির্যাতনে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর সারা দেশে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মুখে মি. বাইডেন বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ আছে এবং বৃহৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। তার বিল্ড ব্যাক প্রোগ্রামের একটি বিষয় হচ্ছে ৩,০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জন্যে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করা।

‡ফৌজদারি অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তার আগের কঠোর অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। ৯০-এর দশকে তার কথা ছিলো অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। কিন্তু এখন তিনি বর্ণবাদ, লিঙ্গ, আয় বৈষম্য, কারাগারে বন্দী থাকা এসব কমিয়ে আনা ও বন্দীদের মুক্তির পর তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিচার ব্যবস্থায় কিছু নীতিমালা গ্রহণের প্রস্তাব করছেন। মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করার কথাও বলেছেন তিনি।

বাইডেন বলেছেন, পুলিশের কাজের মান বজায় রাখতে হলে এই বাহিনীর পেছনে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন।-বিবিসি

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে

(প্রথম পাতার পর)

ইলেকটোরাল কলেজ নামে পরিচিত এক দল কর্মকর্তার পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন আমেরিকান প্রসিডেন্ট।

কলেজ শব্দটি বলতে একদল লোককে বোঝায় যারা নির্বাচকের ভূমিকা পালন করেন। তাদের সবার কাজ প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা। প্রত্যেক চার বছর অন্তর অন্তর, নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পরে ইলেকটোরাল কলেজের নির্বাচকরা একত্রিত হন তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, এই পদ্ধতিতেই একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন যা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আইনের জটিল এক সমন্বয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়: প্রার্থীদের মধ্যে সারা দেশে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান ইলেকটোরাল কলেজ তাকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু সবসময় যে ঠিক এরকম হয় তা নয়।

কীভাবে কাজ করে ইলেকটোরাল কলেজ?

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজ্যের হাতে থাকে কিছু ভোট। কোন রাজ্যের কতোজন ইলেকটোর বা নির্বাচক থাকবেন সেটা নির্ভর করে ওই রাজ্যের জনসংখ্যার ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে। ফলে এই রাজ্যে ইলেকটোরের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫৫। ছোট ছোট কিছু রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়ার আছে তিনটি করে ভোট। আলাস্কা এবং নর্থ ড্যাকোটা রাজ্যের হাতেও তিনটি করে ভোট।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন প্রার্থীরা সারা দেশে ভোটারদের কাছ থেকে যেসব ভোট পান সেগুলোকে বলা হয় পপুলার ভোট এবং ইলেকটোরাল কলেজের ভোটকে বলা হয় ইলেকটোরাল ভোট।

কোনো একটি রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি পপুলার ভোট পাবেন তিনি ওই রাজ্যের সবগুলো ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টেক্সস রাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী যদি ৫০.১% ভোট পান, তাহলে ওই রাজ্যের ৩৮টি ইলেকটোরাল ভোট তাদের পকেটেই যাবে। ইলেকটোরাল কলেজের মোট ভোটের সংখ্যা ৫৩৮।

মাইন ও নেব্রাসকা এই দুটো অঙ্গরাজ্য বাদে বাকি সবগুলো রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট যোগ দিলে যে প্রার্থী ২৭০টি বা তারও বেশি ভোট পাবেন তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। মোট ইলেকটোরাল ভোট ৫৩৮ এর অর্ধেক ২৬৯ এবং জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউজে যাওয়ার জন্যে আরো একটি ভোট এভাবেই ২৭০টি ভোট পেতে হবে একজন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য। পপুলার ভোট কম পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জর্জ ডব্লিউ বুশ।

একেক রাজ্যের হাতে একেক সংখ্যক ভোট থাকার কারণে প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যাপারে এমনভাবে ছক তৈরি করেন যেখানে তারা বেশি ভোট আছে এমন রাজ্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। গত পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে দুটোতেই কম পপুলার ভোট পেয়েও ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

সর্বশেষ ২০১৬ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ কম পপুলার ভোট পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সূত্র: বিবিসি বাংলা

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে সুপরিসর পরিছন্ন ৪ বেডরুম, ১ ১/২ বাথ, ডাইনিং, ভেলকনি ও পার্কিং সুযোগ সহ একটি বাসা ভাড়া হবে । মাসিক ভাড়া ইউএস ২৫০০ ডলার। **যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৫-২৪৯৯**
সে-০৭/১৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হীল এবং ক্রুনবল এলাকায় এক বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন, ফুল বাথ সহ সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ইউটিলিটি ভাড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যাতায়াতের জন্য পৃথক এনট্রেন্স। যোগাযোগ অপু। **ফোন: ৯১৭-২৯১-৮০৯৫ অথবা ৯১৭-২৯১-৩২৭২**
সে-০৭/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

বাড়ী ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৬ ১৮৩ স্ট্রীটে সুবিশাল তিন বেডরুম, পৃথক ইন্টারেন্স লিভিং ডায়ানিং, বড় একটি ফুল বাথরুম এবং সুন্দর বড় কিচেন, সেকেন্ড ফ্লোর-এর বাড়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। সকল ধরনের ট্রান্সপোর্ট ও গ্রোসারী খুব কাছে এবং এফ ট্রেন সাবওয়ে মাত্র দুই ব্লক দূরে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬৪-১৬৬০ অথবা ৯২৯-৩৭২-০৪৪১
জুলা-২০/২৭

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কর্নারে দুই বেড, দুই ফুল বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং, লিভিং এরিয়া ছাড়াও এলিভেটর এবং বেসমেন্টে ওয়াশার, ডায়ার ও ইনডোর পার্কিং-এর সুবিধা সম্পন্ন এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বাস, সাবওয়ে, ওয়ালগ্রীন এবং মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিং। যোগাযোগ: রেজা। ফোন: ৯১৭-৪৫৯-৭০০৯ অথবা ৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
জুলা-২০/২৭

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্ক এ ট্রেন এর পাশে ৫ বেডরুম আর ২ বাথ রুম এর একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ২৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮ -৪১৫-৫৫০১
জুলা-২০/২৭

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

রুমমেট

ফ্লুশিং ৭ ট্রেনের সন্নিকটে একপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে নিবিরিলি পরিবেশে থাকার জন্য রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ
৩৪৭-৯৯৫-৬২২৯। ০৬/১৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬১-৬৭ ৮৬ এভিনিউতে এফ ট্রেন সংলগ্ন ২য় তলায় ও এটিক সহ ৩ বেডরুম সহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩০১-০৩২১ অথবা ৬৪৬ড় ২৮৭-০০১১
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পেলহামবে পার্ক/পার্কচেস্টার ১ বেডরুমের ওয়াকিং সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট আলাদা বেডরুম, বড় লিভিংরুম আলাদা প্রবেশ পথ ব্যাকইয়ার্ডে গাড়ি ড্রাইভওয়ে সহ শুধু বড়দের এবং কোয়ালিফাইডদের জন্য ভাড়া হবে। ৬ ট্রেন ও বাস বি এক্স ৮, ২৪, কিউ ৫০। সব কিছু কাছে, ভালো এলাকা। যোগাযোগ: ৯১৭-২০১-১৬১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার মেরিক বুলেভার্ডে ১১০ এভিনিউতে ১ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং ৩ বেডরুমের ১টি রুম ১জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৪১-৯৬৩২ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৪১৩৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৭ ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ ও সুপার মার্কেট সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে সুন্দর এক বেডরুমের বাসা বেডরুম, লিভিংরুম, স্টোররুম) অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রী/ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩০-১০৪০ অথবা ৭১৮-৩৬১-১৩১৫
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩ অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/ আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

রিচমন্ডহিলে সম্পূর্ণ রিনোভেটেড, ১২১ স্ট্রীটে, লেফার্ক বুলেভার্ড এ ট্রেন, কিউ-১০ বাস, ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম, কিচেন, প্রথম তলা। পার্কিংসহ, প্রথম তলা ভাড়া দেয়া হবে। সুমনঃ ৬৪৬-৪০৮-৫০০৮।

নিউ রিনোভেটেড বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে নিউ রিনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট সাথে লীভং+ ডাইনিং+ কিচেন + বাথরুসহ অক্টোবর মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬০০-৬০৫৮।

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আনসার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬
আ-২৪/৩১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৯-১৯ ৩২ স্ট্রীটে সেভেন ট্রেনের ৯০ স্ট্রীটের সাবওয়ের কাছে কিউ ৪৯ বাসস্টেশন সংলগ্ন একটি বাসায় রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া ৩৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৬-২০১৬
আ-২৪/৩১

মালিক কর্তৃক বাড়ী (প্রপার্টি) বিক্রয়

নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি একটি বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটিতে ৪ বেডরুম ও দুই বাথরুম রয়েছে। বাড়িটির সাইজ ১৬৩৮ স্কয়ার ফুট এবং লট সাইজ ৩১৫০ স্কয়ার ফুট। বাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভাল। সুলভে বাড়ি ক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের বদলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এ ৮৫ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসার ১টি রুম ভাড়া দেয় হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী/মহিলার অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪৮-০৯৬৭
০৮/০১

রুম ভাড়া

নাসাউ কাউন্টির এলমন্ডে ২টি রুম স্বামী-স্ত্রী/২জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয় হবে। মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারির সন্নিকটে ও ২ বেডরুমের ১টি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫০০-৪৪৮৪ অথবা ৯২৯-২৭৮-৬৬০২
০৮/০১

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের ৩৮-২৪ ৫৫ স্ট্রীট, উডসাইড-এ ফাস্ট ফ্লোরে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
আ-১০/১৭

মেডিকেল অফিসের জন্যে 'আবশ্যক'

নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ৪৮৬ ম্যাকডোনাল এভিনিউতে একটি মেডিক্যাল অফিসের জন্য পিএ (Physian Assistant), এন পি (Nurse Practitioner), মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ২ জন (এমবিবিএস) আবষ্যক। প্রাথীদেরকে বাংলা/ই;রেজীতে পারদর্শী হতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৪৭-৭২২৬
আ-৩১/সে-৭/৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট সাবওয়ের কাছে ৯০-১০ ১৮২ স্ট্রীট ঠিকানায় ১ অক্টোবর থেকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
আ-৩১/সে-৭/৮

বাসাভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১
আ-৩১/সে-৭/৮

সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৫-২৪ ১০৫ স্ট্রীটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২টি বেড রুম একটি বেবী রুম, ডাইনিং এন্ড লিভিং এবং কিচেন সহ সম্পূর্ণ নিউ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারী, স্কুল, মসজিদ, কিউ২৪ ও কিউ৮ বাস এবং ১০৮ স্ট্রীট সাবওয়ে এ ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
আ-১০/১৭

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭২-৮৯ ১৬ হিলসাইড এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট-এর ২টি আলাদা রুম আগস্ট শুধু মাত্র ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৯-৩৮৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৯৩-৭১০৪। ০৮/০১

গ্যারেজ ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি ইনডোর গ্যারেজ (রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত) গ্যারেজ ভাড়া হবে। ম্যাসেজ রাখুন-৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ১৯৬ ষ্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউতে (হিলসাইড এভিনিউর পাশে) একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ইস্ট নিইয়র্ক-এ (ইউক্লিডি এভিনিউর কাছে) নিউলি রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর আগ্রাধিকার। এক ব্লক দূরত্বে এ/সি সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৩০১৮ অথবা ৮৪৮-৪৬৭-০৩৪৯
আ-১৭/২৪

রুম ভাড়া

ব্রয়ারউড-ভ্যান উইক এফ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে আগস্ট মাস থেকে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০০-৯১৪৬
০৮/০১

মেডিকেল অফিসে লোক আবশ্যক

১। পিএ - ফিজিশিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট-একজন
২। আরএনপি -রেজিস্ট্রারড নার্স প্রেকপিশনার -একজন
৩। মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এমবিবিএস)- দুইজন
যোগাযোগঃ
SWMPC
486 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-247-7226
347-413-8181 জুলা২০/২৭

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়/ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ
৯২৯৩৯৩৬৮০৭

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬
জুলা-১৩/২০

ডুপলেক্স হাউজ সেল

জ্যামাইকায় ওয়ান ফ্যামিলির সুন্দর হাউজ বিক্রি হবে। স্পূর্ণ রেনোভেটেড, এক্সিলেন্ট কন্ডিশন এবং সবকিছুই নতুন। ফাস্ট ফ্লোরে লিভিং, কিচেন, ডাইনিং হাফ বার্থরুম এবং সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম সহ ফুল বাথরুম। এছাড়াও বেসমেন্টে কিচেন ও ফুল বাথরুম সসহ বড় স্টুডিও রুম রয়েছে। বাস, ট্রেন, গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪২-৮৬৪৮ অথবা ৯১৭-৮৯২-৭৫০০
আ-৩১/সে-৭/৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের

(৪৬ পাতার পর)

মাকসুদুল হক চৌধুরী ও জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেনের যৌথ সনঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক হেলাল খান। এছাড়াও আরো অতিথি ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আবদুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি সভাপতি মাহফুজুল মাওলা নান্নু, বিএনপি নেতা ওমর ফারুক, ফারুক হোসেন মজুমদার, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলে সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি নাসিম আহমেদ, তৌহিদ স্মৃতি সংসদের সভাপতি নুর আলম, চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি তারিক চৌধুরী দিপু ও সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবনেতা ও তৌহিদ স্মৃতি সংসদের সহ সভাপতি মামুন আহসান, নিউইয়র্ক ষ্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন, ফোরামের উপদেষ্টা জামাল হোসেন, গোলাম হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা মুকুল, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবাসী কল্যান বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম আকন্দ, সাবেক ছাত্রনেতা জীবন শফিক, মতিউর রহমান লিটু, মাজহারুল হক মিরন, ফারদীন রেজা মীর, আব্দুল ওয়াদুদ, খোরশেদ আলম, ডিউক খান, কয়সর রশিদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের সেবা করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিগঠন করেন। এই দল গঠিত হওয়ার পর থেকেই দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্ত দলটি বার বার দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েছে, আজো ঐ ষড়যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

'সংগ্রাম, সাফল্য ও গৌরবের ৪২ বছর' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বক্তারা আগামী দিনের সকল ষড়যন্ত্র, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নাগরিকত্ব জটিলতায় গণস্বাস্থ্যের ড. বিজন

(৪৬ পাতার পর)

না থাকলে গণস্বাস্থ্যের ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে।

অণুজীববিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল বলেন, 'আমার আদি বাড়ি ও জন্ম বাংলাদেশে। তবে আমি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সমর্পণ করে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি। তিন বছরের চুক্তিতে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলাম। গত ১ জুলাই ওই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে আবেদন করেছি। তবে বাংলাদেশ সরকার এখনো সেটি বাড়ায়নি। পরে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ট্যুরিস্ট হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থান করছি। এ অবস্থায় গণবিশ্ববিদ্যালয় বা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারি না। আর গণবিশ্ববিদ্যালয়ও আমার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি এখন ট্যুরিস্ট হিসেবে এখানে আছি। এ অবস্থায় এ দেশে গবেষণা, শিক্ষকতা বা অন্য কোনো কাজে যুক্ত থাকতে পারি না। বিষয়টি ফয়সালা হলে তখন দেখা যাবে।' এদিকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'বিজন কুমার শীলের মতো একজন বিজ্ঞানীকে আমার প্রতিষ্ঠানে রাখার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বলে আগে আমি তাঁকে রাখতে পারিনি। এবার অ্যান্টিবডি কিট উদ্ভাবনে তিনি সব কিছু করেছেন। তাঁকে গণস্বাস্থ্য থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তিনি এখনো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গণবিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। আমার সঙ্গে তাঁর কোনো ধরনের বিরোধ বা দূরত্বও তৈরি হয়নি। কোনো মহল হয়তো বিষয়টি অন্যভাবে দেখছে।'

তিনি আরো বলেন, 'নাগরিকত্ব জটিলতায় গণস্বাস্থ্যের অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের কাজ অনেক পিছিয়ে গেছে। এটি করা না গেলে গণস্বাস্থ্যের ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে আরো অনেক বেশি। সরকার বিদেশি কিট আমদানির অনুমতি দিলেও আমাদের কিটের অনুমতি দিচ্ছে না।'

বাংলাদেশের মানুষ না চাইলে সিঙ্গাপুর চলে যাব : ড. বিজন

আরেক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের মানুষ না চাইলে সিঙ্গাপুর চলে যাবেন বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কভিড-১৯ শনাক্তকরণ কিট 'জিআর কভিড-১৯ ডট বোট'উদ্ভাবক দলের প্রধান বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল। গত ৩০ আগষ্ট রোববার এক গণমাধ্যমকে ড. বিজন কুমার শীল বলেন, দেশের মানুষ যদি মনে করে আমি তাদের কোনো উপকারে আসিনি তবে আমি সিঙ্গাপুরে চলে যাব। এতে কোনো সমস্যা নেই আমার। আর দেশের মানুষ যদি চায় আমি তাদের পাশে থাকি তবে এখানে থাকার চেষ্টা করব। সরকারও আমাকে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা দেবে। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করাই আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, ড. বিজন কুমার শীলের জন্ম বাংলাদেশে হলেও তিনি এখন এ দেশের নাগরিক নন। তিনি সিঙ্গাপুরের নাগরিক। ২০০২ সালে সিঙ্গাপুরের সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সময় নিয়ম অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দেন। এবং ওই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। যে কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে অবস্থান করছেন তিনি।

তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তার ওয়ার্ক পারমিট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো আবেদন জমা দিয়েছে গণবিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বে গবেষক ও অণুজীব বিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত ড. বিজন কুমার শীল। ১৯৬১ সালে নাটোরের এক কৃষক পরিবারে জন্ম হয় এই বিজ্ঞানীর।

মসজিদে শিশুদের নামাজ

(শেষের পাতার পর)

আপনি কেন করছেন?

রাসুল (সা.) খুতবা দেওয়ার সময় তার নাতি হাসান ও হোসাইন (রা) আসলে তিনি খুতবা বন্ধ রেখে তাদের জড়িয়ে ধরে আদর করতেন, কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করতেন আর বলতেন খুতবা শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারব না। তাই খুতবা বন্ধ করেই এদের কাছে চলে আসছি। (নাসাই শরিফ)

মুহম্মদ (সা.) নিজে বাচ্চাদের কোলে রেখে নামাজ পড়িয়েছেন আর আমাদের কতিপয় বুজুর্গ মুসল্লি মসজিদেই তাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারেন না। রাসুল (স) বলেছেন, যে ছোটদের আদরযত্ন করে না, বড়দের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়। (আবুদাউদ, তিরমিজি, মুসনাদে আহম্মদ)

বাচ্চারা মসজিদে দুষ্টুমি করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা যদি বুঝত তাহলে দুষ্টুমি করত না। বাচ্চা থাকতে আপনিও এমন করেছেন। অনেকে আবার বলে এখনকার বাচ্চারা একটু বেশিই দুষ্টু। হ্যাঁ এটাও ঠিক কিন্তু তাই বলে তো আপনি বাচ্চাকে ধমক দিলে হিতে বিপরীত হবে। কেননা যে একবার ধমক খায় সে কোনোদিন মসজিদে আসতে ভয় পায়। বাচ্চাদের যদি মসজিদ থেকে দূরে রাখেন তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে মুসল্লি থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী? নিশ্চয়ই কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

কৌশলসমূহ: ১. বাচ্চারা নরমালি পিছনের সারিতে দাঁড়ায়। আপনিও তাদের মধ্যে দাঁড়ান তাহলে তারা ভয়ে অন্তত কিছুটা চুপ থাকবে। কথা বললে হাতে-মুখে ইশারা করুন।

২. মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলুন, পারিবারিক খোঁজখবর নিন, চকোলেট দিন। এতে করে সে আপনার সঙ্গে ফ্রি হবে এবং আপনি যা বলবেন তা শুনবে।

৩. বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলায় আরেকটি সুবিধা আছে, তা হলো তার মাধ্যমে তার পরিবারের সঙ্গে একটা বন্ধন সৃষ্টি হবে। কেননা বাচ্চাদের মন নরম, কেউ কিছু দিলে বা কেউ আদর করলে আম্মুকে গিয়ে বলে ফেলে। এভাবে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে এ ব্যাপারে তরুণদের এগিয়ে আসা দরকার, মুরব্বিদের বুঝানো দরকার, হুজুরদের বয়ানে এসব স্পষ্ট করা দরকার। তা হলে বাচ্চারা মসজিদমুখী হতে আগ্রহী হবে। সবাই সবার প্রতি কোমল হবে। সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ হবে। বাচ্চারাই আগামীর ভবিষ্যত্ গড়বে। তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আপনার আমার নৈতিক দায়িত্ব বটে। সুন্দর আগামীর ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তুলতে আপনি, আমি কি এ ভূমিকা রাখতে পারি না?

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া
খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় ভাড়া ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে
একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪
জুলা-১৩

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.
Need : 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462


মুসলিম কাজী
কাজী মাওলানা ক্বারী
মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম
এম.এম.এম.এফ
পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।
1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472
Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)
Email: mmislam67@yahoo.com

MAHFUZ HASAN
Web Application Developer
যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন
I will create high quality web application for you
Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?
Feel Free to Contact
sdmahfuz@gmail.com
+880 1770 472 939


MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //September 7 // 2020

নাগরিকত্ব জটিলতায় গণস্বাস্থ্যের ড. বিজন

আমি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সমর্পণ করে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছি



ঢাকা ডেস্ক: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশে করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডি টেস্টের উদ্ভাবক দলের প্রধান অণুজীববিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল বর্তমানে আর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নন। নাগরিকত্ব জটিলতায় পড়েছেন তিনি। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হলেও বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সমর্পণ করে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। এদিকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, ড. বিজন কুমার শীল যুক্ত(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শোকসভায় বক্তরা

ভারত দেশ প্রেমিক রাজীতিক আর বাংলাদেশ অকৃত্রিম বন্ধু হারিয়েছে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ভারতের প্রথম বাঙালী রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকসভায় বক্তরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, শ্রী প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারত দেশ প্রেমিক প্রবীণ রাজীতিক আর বাংলাদেশ অকৃত্রিম বন্ধু হারিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হলো তা পূরণ হবার নয়। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সভায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে খাবার বাড়ীর সামনে ব্যতিক্রমী এই সভার আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। শোক সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যকরী সদস্য হোসেন রানা, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী ফোরামের সভাপতি হারুনুর রশিদ, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড এ জয়, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা শিবলী সাদিক প্রমুখ। সভায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য সাহানারা রহমান সহ গিয়াস উদ্দিন, সৈয়দ কিবরিয়া, রাকিবুল হাসান, হেলাল মিয়া, ড. শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ড. সিদ্দিকুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পরম সুহৃদ হিসেবে প্রণব মুখার্জির অনন্য অবদান কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধী সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বের ৫জন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে তিনি অন্যতম অর্থমন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিভাবক এবং বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে প্রণব মুখার্জি ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের যেকোনো রাজনৈতিক সংকটে তিনি সাহস জুগিয়েছেন। প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারত একজন বিজ্ঞ ও দেশ প্রেমিক নেতাকে আর বাংলাদেশ হারাল একজন আপনজনকে হারাল। তিনি বলেন, প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে আমরা সারা বিশ্বে গর্ব করতে পারি। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন। ড. সিদ্দিক প্রসঙ্গত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তণ অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জির যোগদান এবং তাঁর মূল্যবান ভাষণের কথাও তুলে ধরেন।

হাজী এনাম বলেন, প্রবীণ রাজনীতিক প্রবণ মুখার্জি বাঙালী হিসেবে শুধু বাংলাদেশ সরকারের নয়, দেশের মানুষেরও অভিভাবক ছিলেন। তিনি তার মেধা-যোগ্যতায় দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালীরা অভিভাবক হারালো। শেষে শ্রী প্রণব মুখার্জির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থণা করেন প্রভাস চক্রবর্তী।

যুক্তরাষ্ট্রে ফোনালাপে গোয়েন্দা নজরদারি অবৈধ

হককথা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (এনএসএ) সাধারণ নাগরিকদের ফোনালাপের ওপর নজরদারিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে দেশটির আদালত। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক লাখ মানুষের ফোনালাপ গোপনে রেকর্ড করার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এ নজরদারির প্রসঙ্গটি ফাঁস করে দেন এডওয়ার্ড স্নোডেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট অব অ্যাপিলস বলেছে, গোয়েন্দা সংস্থাটি এতদিন মিথ্যা বলেছে, জানিয়েছে বিবিসি। আদালতের আদেশের পর স্নোডেন বলেন, এখন প্রমাণিত হয়েছে আমি ঠিক ছিলাম।

বর্তমানে তিনি মস্কোতে নির্বাসনে আছেন। কিন্তু গত বছর তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দেশে তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মামলা চলছে। আদালতের রুলিংয়ের পর স্নোডেন বলেন, আমি কখনো ভাবিনি আদালত এনএসএ'র কার্যক্রমকে বেআইনি ঘোষণা করবে তা জীবনে কখনো দেখে যেতে পারবো। শুধু তাই নয়, সেটা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আদালত আমাকে বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু তারপরও সেই দিনটি এসেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে স্নোডেন এই তথ্য সামনে আনার আগ পর্যন্ত মানুষের কল রেকর্ড করার কথা এনএসএ কখনো স্বীকার করেনি। তবে তা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর এনএসএ কর্মকর্তারা বলেন, এনএসএর এই নজরদারির কর্মসূচি থাকার কারণেই আল-শাবাব জঙ্গীদের মদদদাতা সান দিয়েগোতে বসবাসকারী বাসালি সাইদ মোয়ালিন, আহমেদ নাসির তালিল মহমুদ, মোহাম্মদ মোহামুদ এবং ইসা দোরেহকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) কোর্ট অব আপিলস বলেছে, তাদের এসব দাবির সঙ্গে তাদের কার্যক্রম বিষয়ে পাওয়া তথ্যের মিল নেই। উল্লেখ্য, এই রুলিং এ বিষয়ে ২০১৩ সালে দেওয়া রায়ের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। আমেরিকান সিভিল লিবার্টি ইউনিয়ন এক বার্তায় বলেছে, আজকের এই রুলিং আমাদের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এক বড় বিজয়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো এনএসএ লাখ লাখ আমেরিকানের ফোন কল রেকর্ড করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। (দৈনিক সংবাদ)

'সংগ্রাম, সাফল্য ও গৌরবের ৪২ বছর'

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে জাতায়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গত ১ সেপ্টম্বর মঙ্গলবার, সন্ধ্যা সাতটায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় বেলুন উড়িয়ে এবং কেক কেটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। দুই পর্বের এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট (সাবেক টক অব দা টাউন) প্রাঙ্গনের খোলা জায়গায়। কোভিড ১৯ এর ফলে সিটি প্রশাসনের ঘোষিত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অনুষ্ঠানটিকে দুই পর্বে সাজানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্চাসেবক দলের সভাপতি মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ও কেন্দ্রীয় জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট অভিনেতা হেলাল খান ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য জহিরুল ইসলাম দুলাল। প্রথম পর্বে অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। পরে সবাই মিলে কেক কেঠে এই পর্বের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বাদ মাগরিব দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা সভা শুরু হয় ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গনে। যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





নিউইয়র্কে কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বাসরোধে হত্যায় ৭ পুলিশ বরখাস্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের রসেস্টারে নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ ডানিয়েল প্রুডকে শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনায় সাত পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রসেস্টারের মেয়র লাভলি ওয়ারেন এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, সমাজের ভেতর শেকড় গেড়ে বসা বর্ণবিদ্বেষের কারণেই এ মৃত্যু। গত মার্চে তাকে আটক করা হয়েছিল। চলতি সপ্তাহে একটি ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর প্রকাশ্যে চলে এসেছে। খবর রয়টার্সের।

এক কর্মকর্তার শরীরে বসানো ক্যামেরায় এই ভিডিও ধারণ করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, ড্যানিয়েল প্রুড নামের ওই কৃষ্ণাঙ্গের মাথায় একটি মেশ হুড পরাচ্ছে একদল পুলিশ কর্মকর্তা। এসময় তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। তাকে রোসেস্টারের রাস্তায় চেপে যখন চেপে ধরা হয়েছিল, তখন তার ওপর তুষার ঝরছিল। ড্যানিয়ের প্রুডের পরিবারের এক সদস্য বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন। তিনি হত্যায়জড়িত কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দাবি জানান। রোসেস্টারের আটকের সাতদিন পর ২৩ মার্চ মারা যান ৪১ বছর বয়সী প্রুড। কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যা ও তাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক চলা বিক্ষোভে নতুন ইন্ধন জুগিয়েছে প্রুডের এই ঘটনা।

মানবাধিকার কর্মীরা বলেন, আফ্রিকান-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে পুলিশি নৃশংসতা ও বর্ণবাদের মহামারী চলছে। অগাষ্টে কেনোশায় পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ জেকব ব্লেইক গুরুতর আহত হওয়ার পর উত্তেজনা ফের বাড়তে শুরু করে। শরীরের



পেছনের অংশে ৭টি গুলি খাওয়া ব্লেক চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন কেনোশার ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের আহবান জানিয়েছেন। তিনি মার্চে লুইসভিলের কেন্টাকিতে মাদকবিরোধী এক অভিযানে পুলিশের গুলিতে নিজের বাড়ির ভেতর নিহত আফ্রিকান-আমেরিকান নারী ব্রিয়োনা টেইলরের ঘটনায়ও দোষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের দাবি তুলেছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, আমার মনে হয়, বিচার বিভাগকে তার মতো করে কাজ করতে দেয়া উচিত। অন্তত পুলিশের ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়া প্রয়োজন। বুধবার আমেরিকান অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার বর্ণবাদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে ভিন্ন আচরণ করে এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার গুলির ঘটনা খুবই বিরল



ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্ট'র জরিপে বিশ্বসেরায় বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাইয়ে জানা গিয়েছিল ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্টের জরিপে বিশ্বসেরা ৫০ চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। এবার সেই তালিকার শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তিনি। গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রসপেক্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভোটাভুটির মাধ্যমে ওই ৫০ জন থেকে নির্বাচিত ১০ জনের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ভারতের কেরালা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা।



এর আগে গত ১৪ জুলাই ৫০ জন সেরা চিন্তাবীদের তালিকা প্রকাশ করে প্রসপেক্ট। তখন সাময়িকীটির প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যাবহারিক ধারণা ও চিন্তা সম্পর্কে অজানা প্রশ্নের উত্তর দিতে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি তৈরির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।

প্রথম নির্বাচিত ৫০ জন থেকে শীর্ষ ১০ জন বাছাই করতে ২০ হাজার ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে তৃতীয় স্থান পাওয়া মেরিনা তাবাসসুম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি মনোনিবেশ করেছেন এক বাস্তব সমস্যার দিকে। আর সেটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সে উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরির নকশা করেছেন।'

ঢাকার দক্ষিণখানে বায়তুর রউফ নামের একটি শৈল্পিক নকশার মসজিদের জন্য ২০১৮ সালে স্থপতি হিসেবে জামিল প্রাইজ পান মেরিনা তাবাসসুম। এর আগে একই নকশার জন্য ২০১৬ সালে তিনি সম্মানজনক আগা খান পুরস্কার পান। সুলতানি আমলের স্থাপত্যের আদলে নকশাকৃত এ মসজিদ ২০১২ সালে ঢাকায় নির্মিত হয়।

এবার প্রসপেক্টের তালিকায় শীর্ষ ১০-এ থাকা প্রথমজন কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা কভিড-১৯ থেকে রাজ্যের মানুষের সুরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। ভারতের কেরালা সংক্রমণ রোধে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই জানুয়ারীতে চীনে যখন সংক্রমণ প্রবল হচ্ছে, তখনই নিজ রাজ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন 'টিচার' নামে পরিচিত এই মন্ত্রী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) 'পরীক্ষা, শনাক্ত ও বিচ্ছিন্ন' করার নীতির ওপর ভিত্তি করে সংক্রমণ রোধে কাজ শুরু করেন। এর ফলও পান। এই কভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধে এখন পর্যন্ত সফলতা দেখিয়েছে নিউজিল্যান্ড। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন আছেন দ্বিতীয় স্থানে।

বাংলাদেশের মেরিনা তাবাসসুমের পর আছেন আফ্রিকান-আমেরিকান দার্শনিক কোরনেল ওয়েস্ট, ব্রাজিলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইলোনা জ্যাবো দে কার্ভালহো, ইতিহাসবিদ ওলিভেট ওটেলে, আমেরিকান ভূগোলবিদ রুথ উইলসন গিলমোর, বেলজিয়ামের দার্শনিক ফিলিপ্পে ফন প্যারিস, নেদারল্যান্ডসের শিক্ষাবিদ মার্ক পোস্ট এবং পোলিশ-ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ম্যাগডালিনা জারনিকা

সাফওয়ান ট্রাভেল এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)
IATA Accredited
Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



মজুমদার ফাউন্ডেশন
৯০০ ছাত্রী-ছাত্রীর মাঝে 'স্কুল-সামগ্রী' বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত বাংলাদেশীসহ প্রায় ৯'শ ছাত্রী-ছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে ব্যাগ, খাতা, কলম ইত্যাদি বিতরণ করেছে 'মজুমদার ফাউন্ডেশন ইউএসএ'। গত ১ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কসের ১২২২ হোয়াইট প্লেইন্স রোডে ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া শিক্ষাবর্ষে নতুন ক্লাসে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম
বন্ধুত্বের, না ঠকাঠকির সম্পর্ক!



প্রায়ই দেখা যায় ভিনদেশী কোন কোন নেতাকে বাংলাদেশের 'অকৃত্রিম' 'পরিক্ষিত' বন্ধু সুহৃদ বা এই জাতীয় বিশেষনে ভূষিত করা হয়। এক দেশের দায়িত্বশীল কোন নেতা আর এক দেশের 'অকৃত্রিম', 'পরিক্ষিত' বন্ধু, সুহৃদ বা মিত্র কিভাবে হতে পারে আমার বুঝে আসে না, বিশেষ করে দেশদু'টোর মধ্যে যদি থাকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়! স্বার্থের প্রশ্নে যে কোন দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্বশীল নেতাকে নিজ দেশের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস
বাড়ি বিক্রি করতে যা যানা প্রয়োজন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুল ১০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে খুলবে ২১ সেপ্টেম্বর। বলা হচ্ছে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল ভবনের পরিবর্তে খেলার মাঠ, পার্শ্ববর্তী রাস্তা অথবা পার্কে ক্লাস নেয়া হবে। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৮ শতাধিক স্কুলকে এ ধরনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য স্কুলগুলোও খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তবে সিটির এই সিদ্ধান্তে শংকা কাটছে না অভিভাবকদের। এখনো অনেক অভিভাবক তাদের সন্তনদেও স্কুলে পাঠাতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এরই মধ্যে সিটি প্রশাসন, পার্ক কর্তৃপক্ষ, পরিবহন কর্তৃপক্ষ, দমকল বাহিনী, পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে বৈঠক করে সর্বশেষ তারিখ ঘোষণা করেছেন। এদিকে স্কুল খুলবে, (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী বরাবর জালালাবাদ এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি
ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি: ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর সহ বৃহত্তর সিলেটবাসীর বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা। গত ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসার কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ নিউইয়র্ক-(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসার কাছে স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সমাবেশ

জিলাল সভাপতি রোকন সাধারণ সম্পাদক
নতুন সংগঠন 'নর্থ ব্রঙ্কস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন'




বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নর্থ ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী অধ্যুষিত নরউড এলাকায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রথম (বাকি অংশ ২৫পাতায়

লং আইল্যান্ডের বেশোরে সেন্সাস কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের সেন্সাস কার্যক্রম ছলছে। আর এই কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল প্রকার প্রচার প্রচারণা ছাড়াও ঘরে ঘরে যাচ্ছেন সেন্সাস কর্মীরা। এদিকে লংআইল্যানন্ডের বেশোরে সেন্সাস বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



বিএসিএ'র উদ্যোগে এন্টি বডি টেষ্টিং ও মাস্ক-হেন্ড সেনিটাইজার বিতরণ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বিএসিএ) গত ৪ সেপ্টেম্বর এর উদ্যোগে ফ্রি এন্ট্রি বডি টেষ্টিং ও (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

মা সহ পরিবারের ৮জন সদস্যের করোনা পজেটিভ
ফ্রেন্ডস সোসাইটির সৈয়দ আল আমিন রাসেল-এর পিতৃ বিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সংগঠক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির (জেবিএফএস)(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মসজিদে শিশুদের নামাজ
মু. নাইম হোসাইন

আমাদের সমাজে প্রায় সব মসজিদে বাচ্চা শিশুদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এটা কেন ভাই, বাচ্চা শিশুদের মসজিদে ঢোকার ব্যাপারে রাসুল (সা.) তো কখনো নিষেধ করেননি।(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কুলাউড়ায় লাশ সংরক্ষনাগার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসীদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কুলাউড়া উপজেলার আমেরিকা প্রবাসীদের উদ্যোগে মৃত ব্যক্তির লাশ সংরক্ষনের জন্য 'লাশ রাখার ঘর' স্থাপনের এক মহতী (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

ঘরে বসে দেশে টাকা পাঠান
কোন ধরনের ফি ছাড়া
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে
নিরাশদে মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনদের
বিকাশ একাউন্টে
sendwave bKash
SIGN UP TODAY GET $5 CREDIT PROMO CODE: POTRIKA
sendwave Download on the App Store GET IT ON Google Play sendwave
28 ঘন্টা দেশে টাকা পাঠান যখন প্রয়োজন তখন
*terms and conditions may apply

CHAUDRI ASSOCIATES
Finance, Accounting, Tax, Audit & Consulting
(Business & Not for profit)
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com



আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

৫২% কম বয়সীআমেরিকানমা-বাবার সাথে থাকছে

বাংলাপত্রিকা ডেস্ক: ঘর ভাড়া বৃদ্ধি এবংভয়াবহকরোনাভাইরাসেরকারণে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়স্ক আমেরিকান ছেলে-মেয়েরামা-বাবার সাথে একত্রে বসবাসকরছে। আদম শুমারির ডাটাবিশ্লেষণ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....

Jaydeb Gain
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
Tax File Only For $50.00
Call Now 347-536-5107
37-19 74th Street, Suite-1R | Jackson Heights, NY 11372


সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways SAUDIA BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com